আশ্চর্য ফান্টুসি
ওই চাঁদ
দেবী সর্পমস্তা

❑ তিন পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংকলন ❑

মনোজ মিত্র
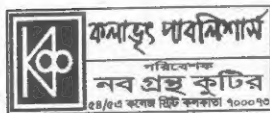
প্রথম সংস্করণ মে ২০১২

কলাভৃৎ পাবলিশার্স- এর পক্ষে ৬৫, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, দূরালাপন ৯১-৯৪৩৩৩৩৩০৭০, email: kalabhritpublishers@gmail.com, থেকে সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, টিঙ্কু প্রেস,৬৩এ/২ হরি ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে বর্ণ সংস্থাপিত এবং মুদ্রিত।

এ.জি. ৩৫ সেক্টর ২ সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৯১

প্রচ্ছদ সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

ISBN 978-93-80181-55-4

❑ ASHCHOURJA FUNTUSI OI CHAND ❑

❑ DEBI SARPAMASTA ❑

A collection of three full length plays in Bengali by MANOJ MITRA

First Edition May 2012

Published by Sourav Bandyopadhyay on behalf of Kalabhrit Published, 65, Surya Sen Street, Kolkata 700009, Telephone +91-9433333070, email: kalabhritpublishers@gmail.com Type setting and Printed by Tinku Press, 63 A/2 Hari Ghosh Street, Kolkata 700006.

আশ্চর্য ফান্টুসি

চরিত্রলিপি

রাবন

কুম্ভকর্ণ

বিভীষণ

কালনেমি

প্রখর

আচারীবাবা

প্রথম প্রহরী

দ্বিতীয় প্রহরী

অধিকারী

প্রথম সাথী

দ্বিতীয় সাথী

তৃতীয় সাথী

বৃদ্ধ সাথী

অন্যান্য সাথী

মন্দোদরী

বজ্রজ্বালা

সরমা

সীতা

হনুমতী

ও

সোনার হরিণ এবং একজোড়া রাজহাঁস

❑ আশ্চর্য ফান্টুসি ❑

উৎসর্গঃ শিল্পী অমিত সরকার

❑ সুন্দরম প্রযোজিত মজার ফ্যান্টাসি ❑

প্রথম অভিনয়ঃ মধুসূদন মঞ্চ ২২ মার্চ, ২০১২, সন্ধে ৬-৩০

মঞ্চ ঃঅমিত সরকার আলো ঃ জয় সেন

গানের সুর ঃ সৌমিত্র রায়(ভূমি) আবহ ঃ গৌতম ঘোষ

রূপসজ্জা ঃ অজয় ঘোষ শিল্পকর্ম ঃ সুদীপ্ত গুপ্ত

কোরিওগ্রাফি ঃ দেবকুমার পাল পোশাক ঃ আঁখি সরকার

আবহ প্রক্ষেপণ ঃ দিগ্বিজয় বিশ্বাস আলোক প্রক্ষেপণ ঃ বাবলু রায়

সহযোগী ঃ হারাধন দাস, উজ্জ্বল তালুকদার, নিতাই দাস, সন্দীপ হালদার, অমল রায়, রূপম জানা, ননী চক্রবর্তী, বাবু রায়, সুশীল দাস।

বিশেষ সহযোগিতাঃ দীপ্তেন্দ্র মৈত্র ও দিলীপ দত্ত

নির্দেশনাঃ মনোজ মিত্র

❑ অভিনয়ে ❑

রাবন ঃ দীপক দাস কুম্ভকর্ণ ঃ বিশ্বনাথ দে

বিভীষণ ঃ প্রিয়জিৎ ব্যানার্জি কালনেমি ঃ মনোজ মিত্র

আচারীবাবা ঃ সুব্রত চৌধুরী প্রখর ঃ দীপক ঠাকুরতা

প্রথম প্রহরী ঃ গৌতম গায়েন দ্বিতীয় প্রহরী ঃ বিশ্বরূপ ঘোষদস্তিদার

অধিকারী ঃ সমর দাস প্রথম সাথী ঃ জ্যোতি মুখার্জি

দ্বিতীয় সাথী ঃ দীপায়ণ সাহা তৃতীয় সাথী ঃ শঙ্করপ্রসাদ সরকার

চতুর্থ সাথী ঃ কাজি মকবুল হাসান পঞ্চম সাথী ঃ পৃথা মুখোপাধ্যায়

বৃদ্ধ সাথী ঃ দীপক ঠাকুরতা ষষ্ঠ সাথী ঃ সূর্য চক্রবর্তী

বজ্রজ্বালা ঃ কৃষ্ণা দত্ত মন্দোদরী ঃ ময়ূরী ঘোষ

সীতা ঃ আম্রপালী ঘোষমুখার্জি সরমা ঃ অর্পিতা সেন

হনুমতি ঃ অদিতি ঘোষ

সোনার হরিণ ও রাজহাঁসঃ উৎপল চক্রবর্তী ও জ্যোতি মুখার্জি।

রচনাকালঃ ২০১০

প্রথম প্রকাশঃ 'ব্রাত্যজন' নাট্যপত্র শারদীয়া ২০১০

পরিমার্জনা ও প্রকাশঃ 'প্রাত্যাহিক খবর' শারদীয়া ২০১১

আশ্চৌর্য ফান্টুসি

❑ অঙ্ক ॥ এক দৃশ্য ॥ এক ❑

[পালাগানের আসর। হঠাৎ আসরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল আদ্যিকালের লোককথার দেশের সেই চোর। সর্বাঙ্গে তেল মাখা। নেড়ামাথা চোর পেতলের ভারী ঘড়া নিয়ে পালাচ্ছে। তাকে ধাওয়া করে ঢুকল পালাগানের অধিকারী ও তার সাথীদের দল। ঝমঝমিয়ে বাজনা বেজে ওঠে। অধিকারী ও তার সাথীরা গান ধরে।]

অধিকারী ও সাথীরা ॥ ধর ধর ধর চোট্টা ব্যাটায়

হালার হালা যেন পালায় না-

মারো ধরো গাঁট্টা ঝাড়ো

গাঁট্টা ঝাড়ো মারো ধরো

ব্যাটার শিক্ষে হয় না-

ও পুলিশমামা ছুট্টে আয় না।

[অধিকারীর সাথীদের একজন পুলিশের টুপি পরে হাতে লাঠি নিয়ে গাইতে গাইতে ঢুকে। চোরকে তাড়া করে-]

পুলিশ ॥ বল ভাগ্নে কেমনে তোরে ধরি

সে গায়ে মেখেছে তেল

মাথায় ন্যাড়া বেল

পিছলে যায় সুড়ুত

পাখি ফুড়ুত ফুড়ুত

হালার হালায় মহা সেয়ানা

ধরি ধরি তারে ধরা যায় না।

[অন্যেরা গায়-]

অধিকারী ও সাথীরা ॥ রাখ মামা তোর যত বায়না

হাতসাফাই ছেন্তাই

তালা ভেঙেছে মেলাই

জাঙিয়া গেঞ্জি গয়না

কেনাটা রক্ষে পায় না

তবু কয় সে নাকি ঘুষ খায় না!

ও পুলিশ মামা ধর ধর না-

[চোর ও পুলিশ নানা খেল ও কসরৎ দেখিয়ে ঘড়া ফেলে ছুটে বেরিয়ে যায়। অধিকারী ঘড়াটা হস্তগত করে, দর্শকদের নমস্কার জানিয়ে বলে-]

অধিকারী ॥ আমার বাবার বাবা.. তস্য বাবা.. ঐ যিনি এই ঘড়া যিনি চুরি করে ফেলে রেখে পালালেন.. ঈশ্বর মাধবচন্দ্র তস্কর.. (জিভ কেটে) মাপ করবেন, মাধবচন্দ্র নস্কর! যা বলছিলাম, এই পালাগানের দলের আদিপিতা ঈশ্বর মাধবচন্দ্র তস্কর- (গালে চড় মেরে) আজ্ঞে ক্ষমাঘেন্না করে শুনবেন। আসলে তিনি মাধবচন্দ্র নস্কর- বিরানব্বই বছর জীবৎকালে কমবেশি বিরাশি বছর জেল খেটেছিলেন বলে নাম কিনেছিলেন তস্কর। লোকে আমাদের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলত-

প্রথম সাথী ॥ নস্কর- বাড়ি না, ওটা তস্কর- বাড়ি বটে।

অধিকারী ॥ সেই থেকে লোকের মুখে মুখে আমাদের পদবি হয়ে গেল তস্কর।

দ্বিতীয় সাথী ॥ এখন নিজেদের মুখেও তস্কর!

অধিকারী ॥ হ্যাঁ তস্কর! আমরা তস্করই। তস্কর মাধবচন্দ্রের উত্তরাধিকারী।

তৃতীয় সাথী ॥ তবে তস্করগিরি করে মাধবচন্দ্র যে বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন তাও না। ওনার কাজের একটা ধারাবাহিকতা ছিল। ফি- বার চুরি করে বেরিয়ে বামাল সুদ্ধু পুলিশের হাতে ধরা পড়া।

দ্বিতীয় সাথী। মাল যা খেত লালপাগুড়ি, তাঁর ভাগ্যে ঘটি বাটি গাগরি।

অধিকারী ॥ শেষ যেবার তিনি সিঁদকাঠি চালান, পেলেন এই ঘড়টা।

[অধিকারী ঘড়াটাকে যত্ন করে তুলে ধরে।]

প্রথম সাথী ॥ সরা বসিয়ে মুখ বাধা আর তেমনি ভারী। তস্করমশাই ভাবলেন মোহরের ঘড়া।

দ্বিতীয় সাথী ॥ সরা খুলে চক্ষু চড়কগাছ!

তৃতীয় সাথী ॥ কোথায় মোহর। ইয়া মোটা বাল্মিকী- রামায়ণ দলা পাকিয়ে ঠেসেঠুসে ভরা রয়েছে ঘড়ায়।

[অধিকারী ঘড়ার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তাড়া বাঁধা কাগজ বার করে।]

অধিকারী ॥ ওই একঘোড়া রামায়ণই ভাগ্য ফেরাল বুড়ো তস্করের। আর গেরস্ত বাড়িতে চৌর্যকর্ম নয়, পুরো সিঁদকাঠিখানা রামায়ণের মধ্যে ঘুষিয়ে মাধবচন্দ্র বার করে আনতে লাগালেন একের পর এক জনপ্রিয় হিট পালা। একখানা যেমন এই-

[অধিকারী ঘড়াটা আসরে বিশেষ জায়গায় বসায়।]

তৃতীয় সাথী ॥ বহু পুরস্কার পেতে- পেতে- না- পাওয়া আশ্চৌর্য...

[হঠাৎ আসরের মধ্যে সোনার হরিণ ছুটে আসে। শিংঅলা হরিণের বিপজ্জনক ছোটাছুটিতে ভয় পেয়ে অশিকারী ও তার সাথীরা হইচই করে যে যেদিকে পারে ছুটে বেরিয়ে যায়। শাখা- প্রশাখা ছড়ানো স্বর্ণমৃগের শিংজোড়ায় নয়নকাড়া বাহার। আড়াল থেকে সীতা তার দিকে ছুটে এল। কচি বয়েস, মুখখানা লাবন্যে ভরা, গলায় বনফুলের মালা। সীতা শিং ধরতেই হরিণের নাচ থামল। অনেক বিস্ময়ে সে হরিণটাকে দেখতে থাকে। দূরে কাছে পাখিরা ডেকে ওঠে। খুশিতে সীতা হরিণটাকে নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ অন্তরাল থেকে রাবনের ধমক ছুটে এলঃ কে রে! কে রে আমার হরিণ চুরি করছে! এত সাহস কার? বিভীষণ ছড়ার ছন্দ মুখে নিয়ে ছুটে এল।

বিভীষণ ॥ কোন্ চোট্টার বউরে তুই

কোন্ বাপের বেটি...

সোনার হরিণ চুরি করে

দিচ্ছিস চম্পটি ....!

[সীতা গ্রীবা বাঁকিয়ে ছড়া কেটে জবাব দেয়।]

সীতা ॥ হরিণ তোমার কীসে হয়?

ওই পাখিরা যেমন নয়।

বনের প্রানী বনেই দেখা

লতাপাতার গন্ধমাখা

বেড়ায় ছুটে একা একা

সারা বনময়

হরিণ তোমার কীসে হয়

ওই পাখিরা যেমন নয়.।

[বিভীষনের সপ্রতিভ উত্তর-]

বিভীষণ ॥ আরে কার সাথে কার তুলনা

কারো হে ললনা...

বনের পাখি বনেতে মেলে

সোনার হরিণ গাছে ফলে

কবে বলো না?

মাল্ল আছে মালিক নেই

এ তো হবে না!

[সীতা দেখে একটি মাঝবয়সি মোটাসোটা লোক তার দিকে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে। লোকটির সাজপোশাক আর গয়নাগাঁটি বিয়ের কনেকেও হার মানায়। ইনি লঙ্কেশ্বর রাবণ।]

রাবণ ॥ (ছড়ার ছন্দে) কে না জানে রোজ বিকেলে সোনার হরিণ চড়ে

কোন শর্মা হাওয়া খেতে বনের মাঝে ঘোরে।

সীতা ॥ (হেসে) হরিণে চড়ে হাওয়া?

গুলগাপ্পা দেওয়া?

হরিণে কেউ চড়ে?

মুখ থুবড়ে মরে।

বিভীষণ ॥ আরে পড়ে মরবে কেন? শিং ধরে বসে থাকো, ডাইনে বাঁয়ে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যাও। তাই না দাদাভাই?

রাবণ ॥ যখন লম্বা লম্বা লাফ দেয়, কী মনে হয় বল ভাইটি?

বিভীষণ ॥ তুমিই বলো।

রাবণ ॥ যদি তোর হরিণে কেউ চড়ে

তবে একলা চড়িস রে...

বিভীষণ ॥ বলে, হরিণে কেউ চড়ে? আরে চড়বে কী করে...

রাবণ ॥ সোনার হরিণ আছে কোন্ ব্যাটার?

বিভীষণ ॥ জগতে একজনেরই সোনার হরিণ হয়, সে আমার দাদাভাইয়ের।

রাবণ ॥ (সীতাকে) চড়বে নাকি? ইচ্ছে করছে? আচ্ছা আমরা দুজনে যদি স্বর্ণমৃগে চেপে এখুনি বনের মধ্যে একচক্কর ঘুরে আসি, কেমন হবে ভাইটি?

বিভীষণ ॥ আরে মারে ছক্কা! সোনার হরিণের পিঠে সোনার প্রতিমা... ॥ সোনায় সোহাগা!

রাবণ ॥ (সীতাকে) চলো...

সীতা ॥ ছিঃ!

রাবণ ॥ (ঘাবড়ে) ভাইটি!

সীতা ॥ এইটুকু একটা জীব। কষ্ট দিতে লজ্জা করে না তোমাদের? রাক্ষুসে স্বভাবের লোক আমার দু-চক্ষের বিষ।

রাবণ ॥ (নিচু গলায়) রাক্ষস বলল!

বিভীষণ ॥ ঠিকই তো বলেছে।

সীতা ॥ (হরিণের পিঠে হাত বুলোয়) আহারে কত ব্যথা লাগে। ওই ষাঁড়ের মতো লোকটার ভারে ছোট্ট নরম দেহখানা তোর দুমড়ে মুচড়ে যায়। দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন তোমরা? এ হরিণ আর পাচ্ছ না। যাও দূর হও।

রাবণ ॥ ভাইটি, হবে না।

বিভীষণ ॥ (নিচু গলায়) হবে হবে, আস্তে আস্তে হবে। হুটপাট করে মেয়েদের পটানো যায় না। হরিণের টোপটা তো গিলেছে। এবার খেলিয়ে ঘরে তোলা। (জোরে) সোনার হরিণ চাই বুঝি আমার মিষ্টি বউদির?

সীতা ॥ চাই

রাবণ . তা আগে বলবে তো আমার তো কতই সোনার হরিণ বল ভাইটি আমার যত হরিণ সবই তো সোনার

বিভীষণ ॥ (রাবণকে টেনে ধরে) বাড়াবাড়ি কোরো না।

রাবণ ছাড় ছাড় (বিভীষণকে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়ে) আর শুধু কি হরিণ আমার ময়না?

সীতা ॥ অ্যাঁ? ময়না। সোনার ময়না? সত্যি?

রাবণ শুধু ময়না? দোয়েল টিয়ে খঞ্জনা কোন্‌টা না? বল ভাইসোনা?

বিভীষণ ॥ (পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে) আবার ভাইসোনা কেন? সোনার জিনিসের মধ্যে আমাকে নাই বা ফেল্লে দাদাভাই

রাবণ আমার সব সোনা দেয়ালে টিকটিকি ঘুরছে-স্বর্ণটিকটিকি সকালে দাঁত মাজব-স্বর্ণদাঁতনকাঠি!

সীতা ॥ থুঃ!

রাবণ ॥ ভাইটি

বিভীষণ ॥ দুনিয়ার আর জিনিস ছিল না? দাঁতনকাঠি বলে মরতে হলো? ও বউদি দাদার মুখ থেকে দাঁতনকাঠিটা ফসকে বেরিয়ে গেছে গো একটিবার তুমি আমাদের বাড়ি চলো না দেউড়িতে পা দিলেই চারধার থেকে শুনবে সোনার ময়না আর খঞ্জনারা ডাকছে, ও সোনাবউ সোনার কাঁচালঙ্কা দে ও সোনাবউ সোনার কাঁচালঙ্কা দে।

সীতা ॥ ফের চালাকি? সোনার কাঁচালঙ্কা? সোনার কাঁচালঙ্কা হয়? কাঁচালঙ্কা মানেই কাঁচা আর কাঁচা মানে সবুজ। আর সেটা সোনার হলে হয়ে যাবে সোনালি আর সোনালি কাঁচালঙ্কা মানে সেটা তো পাকালঙ্কা মানে সোনার কাঁচালঙ্কা হতেই পারে না।

বিভীষণ ॥ পারে, ও বউদি পারে লঙ্কা যেমন দুরকম, সোনাও দুরকম কাঁচাসোনা পাকাসোনা এবার কাঁচাসোনায় কাঁচালঙ্কা, পাকাসোনার পাকালঙ্কা -

রাবণ ধ্যাত্তুরি তোর কাঁচালঙ্কা পাকালঙ্কা। তুমি একটিবার আমার বাড়ি চলো সোনামনি, ময়না খঞ্জনা টিকটিকি চামচিকে যা আছে সব তোমায় দিয়ে দেব। তুমি শুধু

সীতা ॥ কিছু চাই না আমার শুধুই একেই চাই (হরিণকে) আমার কুঁড়ে ঘরে চল

[সীতা হরিণটাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে]

রাবণ চলে যাচ্ছে যে

[বিভীষণ সীতার পেছনে ছোটে।]

বিভীষণ ॥ ও বউদি, বউদি, বউদি হরিণটা তুমি নিয়ে গেলে আমরা বাড়ি ফিরব কার পিঠে?

সীতা ॥ হেঁটে যাও

বিভীষণ ॥ আমি হেঁটে যেতে পারি কিন্তু দাদাভাই? দাদাভাইয়ের যে বাঁ পাখানা ভাঙা বউদি।

[তৎক্ষণাৎ ডান-পা ভেঙে খোঁড়াতে শুরু করে রাবণ।]

সীতা ॥ তুমি বলছ বাঁ পা ভাঙা, উনি যে খোঁড়াচ্ছেন ডান পা!

বিভীষণ ॥ দুচ্ছাই দু-পাই ভাঙা। কিন্তু দু পা খোঁড়ালে তো মানুষ চলাফেরা করতে পারে না তাই এক পা চালু থাকে আর এক পা বিশ্রামে চলে যায় ওই দ্যাখো এ পা বিশ্রামে চলে গেল, ও পা চালু হয়ে গেল।

সীতা ॥ আচ্ছা এবার ও পা চালাও-এ বার ও পা।

[বার বার পা বদলাতে বদলাতে রাবণ গলদঘর্ম।]

আচ্ছা যখন কোনও পা-ই বিশ্রাম পায় না তখন কী করো? দেখাও-

বিভীষণ ॥ দেখাও-

রাবণ ॥ ধ্যাৎ!

[সীতা খিলখিল করে হাসে।]

বিভীষণ ॥ হাসছ বউদি?

সীতা ॥ এই বনে আসা থেকে কোনওদিন হাসিনি আজ তোমাদের দুই ভাইকে পেয়ে প্রাণ ভরে হাসব এক বন হাসব

[সীতা বন কাঁপিয়ে প্রাণ ভরে হাসে হাসি ছাপিয়ে আসে পাখির কর্কশ ডাক]

এই রে! আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল?

বিভীষণ ॥ কী হল?

সীতা ॥ (ভয়ে ত্রস্ত) পালাও-তোমরা তাড়াতাড়ি পালাও আমার বর এখনই ফিরছে!

ও মা, এখনও জল তোলা হয়নি।

[অধিকারীর সেই ঘড়াটা সীতা কাঁখে তুলে নেয়।]

পা মুছবার গামছা?

[হতভম্ব রাবণের গলার উড়নিটা টেনে নিয়ে সীতা কলসি-গামছা পাশাপাশি সাজিয়ে রাখে]

শোনো তোমাদের হরিণ নিয়ে যাও আর আমার সঙ্গে হরিণ নিয়ে যে তোমাদের এত কথা হয়েছে, কিছু বলার দরকার নেই

বিভীষণ ॥ কী করে বুঝলে এখনই ফিরছে তোমার বর?

সীতা ॥ ওই যে পাখিটা ডেকে উঠল!

বিভীষণ ॥ বনের মধ্যে পাখি তো কতোই ডাকছে

সীতা না না ওইটা (পাখির ভয়াল ডাক) ওইটা! আমার বর রোজ সন্ধ্যায় ফেরার সময় এর জন্যে পশু মেরে নিয়ে আসে একটা

গোটা পশু ও একাই খায় পাখিটা রোজ আমার ঘরের মাথায় আকাশে চক্কর দেয়। গণ্ডি কেটে পাখিটা আমায় পাহারা দেয় আমার বর বেরোবার সময় আমাকে ওর কাছে রেখে যায়। গণ্ডির বাইরে পা বাড়ালে পাখিটা সোঁ করে নেমে এসে আঁচড়ে কামড়ে ঠুকরে-আমার বর কিছু বলে না ওকে-(পাখির ডাক) যাও যাও তোমরা চলে যাও।

(রাবণ সীতার হাত ধরে) একী? কী করো? না-না কে তুমি? কে তোমরা?

বিভীষণ ॥ লঙ্কেশ্বর রাবণ..(নিজেকে দেখিয়ে) কনিষ্ঠ বিভীষণ।

রাবণ (হেসে) না-না আমি তোমার স্বর্ণমৃগ না না, তোমার সোনার টিকটিকি

[হতভম্ব সীতার হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায় রাবণ-পিছু পিছু হরিণ নিয়ে বিভীষণ। শূন্য আসরে দ্রুত পায়ে অধিকারী এবং তার পেছনে সাথীরা একে একে ঢোকে ঘড়াটাকে স্থানচ্যুত দেখে-]

অধিকারী দেখেছ, পুণ্যকলসটি কোথায় ফেলে রেখে গেল' আরে কী হল কী সব? কেউ জিনিসটা তুলে জায়গায় রাখতে পারছ না? (ঘড়াটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে) এ তো রাবণের উড়নি' (বাইরে তাকিয়ে) এই যে রাবণবাবু-গয়নাকাপড় যেখানে যেটা পরেছ, স্বস্থানে রেখে দিও-(উড়নি আড়ালে চালান করে) আর তোমার কী হল চাচা তারসানাই যে কার সানাই, তাই তো বুঝতে পারছি না

হাতে কি সাবান মেখে এসেছ, ছড়গুলো স্লিপ খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে? বাজাও'

বৃদ্ধ সাথী তা বাজাবোটা কী' কী যে হচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পারছি নে।

তৃতীয় সাথী চুল পেকে চামড়া গুটিয়ে গেল, রামায়ণে সীতাহরণ বোঝো না?

বৃদ্ধ সাথী । এইটা কি রামায়ণ হচ্ছেন?

অন্যরা ॥ হচ্ছেন না?

বৃদ্ধ সাথী কী জানি বাবা আমার তো মনে হচ্ছে দুধের চেয়ে ফেনা বেশি।

অধিকারী শোন আমার কম্পানিতে কাজ করতে এসে চিমটি কাটা যাবে না হয় বাজাও, নয় তারসানাই পেতে ওর ওপর চুপটি করে বসে থাকো। (হাঁকে) কই, হনুমতী কই, হনুমতী দেরি হয় কেন, হনুমতী হনুমতী চলে এসো তোমাকে দিয়ে শুরু হবে আজকের পালা কইরে হনুমতী

[হনুমতী ছুটে আসে কিষ্কিন্ধ্যা দেশের এই কন্যার হাঁটাবাটা বন্য চটক পোশাকখানিও জৌলসভরা, কাজলটানা বড় বড় চোখ, মাথার ঝুঁটি খোঁপা আর মাঝেমধ্যেই তার দুঠোঁট মুড়ে রাখার বিশেষ ভঙ্গি, সেই সঙ্গে জোড়া ভুরুর বাঁকা টান তাকে করে তুলেছে বিশেষ মোহময়ী। অধিকারীর হাত ধরে এক পাক নাচে।]

সবাইকে অভিবাদন জানাও।

[আদেশমাত্র হনুমতী কয়েক কদম নেচে নমস্কার জানায়।]

এবার বলো, তুমি কে?

হনুমতী কে আবার? আমি হনুমতী'

বৃদ্ধ সাথী তা বললে তো হয় না এই মিয়া পেন্টল পরা অবস্থা থেকে রামায়ণ বাজাচ্ছি, বাল্মীকি রামায়ণে আমরা তোমাকে কস্মিনকালেও দেখিনি। আর এমন ছাতার নাচও দেখিনি'

দ্বিতীয় সাথী ও চাচা এ পালার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য হল সিবিআই তদন্তেও ধরা পড়বে না এর কনফার্নটা রামায়ণ

বৃদ্ধ সাথী। বল ছুঁড়ি তুই কে, কোত্থেকে এসে জুটলি?

হনুমতী। হনুমান দেখেছ, বীর হনুমান?

বৃদ্ধ সাথী হনুমান অবশ্যই দেখেছি. হনুমান না দেখার কী আছে? গোটা গন্ধমাদনটা গোটা রামায়ণটাই দাঁড়িয়ে আছে হনুমানের ঘাড়ের ওপর। কিন্তু হনুমতী...?

হনুমতী তোমার ওই হনুমান আর গন্ধমাদন-দুটোই দাঁড়িয়ে আছে হনুমতীর ঘাড়ের ওপর

বৃদ্ধ সাথী মানে?

হনুমতী মানে? (বৃদ্ধের থুতনি নাড়িয়ে) চাচা যেমন শ্রীমান আর চাচি যেমন শ্রীমতী আমরাও তেমনি হনুমান-হনুমতী

বৃদ্ধ সাথী তাহলে বল তুই মেয়ে হনুমান, মানে হনুমানের ইস্তিরি, মানে তোরা বর-বউ!

হনুমতী (ভেংচি কেটে) বর বউ ফুটা আমি বরেফরে বিশ্বাস করি না। বীর হনু আমার বয়ফ্রেন্ড, আমি তার গার্লফ্রেন্ড. আমরা লিভ টুগেদার করি আর মাঝে মধ্যে আমি তারে ইস্তিরি করি (বৃদ্ধের গালে চাপড় মেরে) মাথায় ঢুকেছে তোমার বুড়ো ভাম?

অধিকারী॥ উঁহু বাড়াবাড়ি কোরো না হনুমতী।

[হনুমতী তৎক্ষণাৎ কান ধরে মাথা নীচু করে।]

কাজের কথায় এসো তুমি জানো হনুমতী অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র

হনুমতী জানি জানি। বাপের হুড়ো খেয়ে চোদ্দো বছরের জন্যে হাওয়া। সঙ্গে দিল কি-বানি সীতা আর প্যারে ভাইয়া লক্ষ্মণ পঞ্চবটী বন সীতার সুরৎ দেখে দশানন রাবণ (রাবণের মতো গোঁফ মুচড়ে বীরবিক্রমে হেসে) কিডন্যাপ!

অধিকারী আমরা চাই হনুমতী, এক্ষুনি তুমি লঙ্কাপুরী অভিযানে যাও জনকনন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করে আনো

হনুমতী হেলিকপ্টারে চাপিয়ে দাও সাঁই করে গিয়ে ল্যান্ড করব রাজবাড়ির মাথায়। তারপরেই ঢ্যা-ঢ্যা-ঢ্যা-ঢ্যা-ঢ্যা-

বৃদ্ধ সাথী আরে চুপ মার" (অধিকারীকে) মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে তোমার কোথায় বীর হনুকে পাঠাবে, তা না পাঠাচ্ছ কিনা পুঁচকে ছুঁড়িটাকে

অধিকারী ওকেই যেতে হবে মেয়ে ছাড়া মেয়েদের উদ্ধার সম্ভব নয় আমাদের আদিপিতা মাধবচন্দ্র তস্করের মতে এইখানেই মহাকবি বাল্মীকির গুবলেট হয়েছিল।

বৃদ্ধ সাথী (আঁৎকে উঠে) ইয়া আল্লা! মহাকবির গুবলেট!

অধিকারী নিশ্চয়! বীর হনু না হয় লম্ফ দিয়ে স্বর্ণলঙ্কায় গিয়ে নামল, সীতাকে খুঁজেও পেল, কিন্তু তাকে নিয়ে এপারে আসবে কী করে-সেটা কি মহাকবির বিচারে ছিল?

তৃতীয় সাথী কেন? সীতাকে পিঠে বসিয়ে নিয়ে বীর হনু ফের সাগর লাফিয়ে এপারে চলে আসবে

দ্বিতীয় সাথী কিন্তু এটাও তো ভাবতে হবে, একটা আননোন পরপুরুষের বুক পিঠ জড়িয়ে কোনও লেডিস সাগর ডিঙোতে চাইবে

কেন।

বৃদ্ধ সাথী   অসম্ভব কী? পথেঘাটে দেখতে পাও না মোট বরাইকে যুবকের গা বুক জড়িয়ে যুবতীরা-

তৃতীয় সাথী ॥ এই পথ যদি না শেষ হয়

তবে কেমন হত তুমি বলো তো

প্রথম সাথী   আরে চাচা বলো ত, সে কতটুকু পথ আর অতবড় সাগর শেষ হয়েও যা হয় না-আকাশে কোন ট্রাফিক কনট্রোল নেই-কোনও এক পক্ষের এক পলকের চঞ্চলতা-বাস বা পাস

বৃদ্ধ সাথী   তা অবিশ্যি মেয়েদের পিঠে মেয়েরা-চি রুচাঞ্চল্যের তেমন একটা অবকাশ নেই।

অধিকারী   মহাকবি অত কিছু ভাবেননি বলেই রামায়ণে হনুমানের ব্যর্থতা। কিন্তু আমাদের আদি পিতা মাধবচন্দ্র তস্কর-প্রকৃত তস্করের মতোই সবদিকে চোখ রেখে রামায়ণে কারেকশন করে তোমায় আমদানি করে গেছেন হনুমতী-বৎসে, হেলিকপ্টার না, তোমার জন্যে বানানো হয়েছে ময়ূরপঙ্খী নাও   যাও, প্রমাণ করে এসো জগতে নারীর মুক্তি নারীর হাতেই ঘটবে

হনুমতী   (হাঁটু মুড়ে জোড়হাতে) কিন্তু সীতাকে কোনওদিন চোখেও দেখিনি স্বর্ণলঙ্কায় গিয়ে চিনব কী করে কোনটা সে সেই বা আমাকে আপন লোক বলে মানবে কীসে?

অধিকারী   ধরো এই আংটিটা শত্রুপুরীতে যে কোন সমস্যা, যে কোন বিপদ, এমনকি প্রাণ সংশয় এই অঙ্গুরীয় তোমায় বলে দেবে কখন কোনটা কী করণীয়।

প্রথম সাথী   (হনুমতীকে) শোন শোন বেগতিক বুঝলে সাহেবের আংটিটাকে রামচন্দ্রের আংটি বলে চালিয়ে দিস

অধিকারী   যাও, মাধবচন্দ্র তস্করের মানসকন্যা পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত ফুটো ঘড়ার গায়ে মাথা ঠেকিয়ে সীতা উদ্ধারে বেরিয়ে পড়ো

[হনুমতীর যাত্রা ও সাথী দলের গান]

অধিকারী ও সাথীরা ॥ আমার সখি কেনে ভিন্ন বাসে ওরে সইরে

দেখা হইলে জিজ্ঞাসিব তোরে

ও সইরে তোমায় বলতে নাই যে কিছু-

বর-দেবরের পিছু পিছু

ধুতির খুঁটে আঁচল বেঁধে পা মিলিয়ে ঘোরে

সে জিজ্ঞাসিল কয় না কথা

বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না

তার প্রাণে প্রাণ শব্দ নাহি করে ও সই রে-

দেখা হইলে জিজ্ঞাসিব তোরে ..

[অন্ধকারে কাছে দূরে কোলাহলে। আসরে আলো ফুটল। লঙ্কাপুরীর প্রহরীরা হনুমতীর সন্ধানে চারধারে ছুটোছুটি করছে এই করতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি, গড়াগড়ি খাচ্ছে। খোলা তরবারি হাতে সরমা ঢোকে।]

সরমা ॥ তোরা কারা?

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরী ॥ আজ্ঞে?

সরমা কারা তোরা? একটা মেয়ে রাতদুপুরে অন্দরে ঢুকে রীতিমতো হুল্লোড় জুড়ে দিয়েছে, কেউ তাকে ধরতেই পারলি না

প্রথম প্রহরী আজ্ঞে বিশ্বাস করুন ছোট মা আমি প্রায় ধরেই ফেলেছিলাম মেয়েটা হঠাৎ করে এমন একটা নাচের ঝটকা মারল না-

দ্বিতীয় প্রহরী টাল খেয়ে পাতকুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে মেসোমশাই

সরমা ॥ পাতকুয়োর মধ্যে ডুবে মরল না কেন তোর মেসো?

দ্বিতীয় প্রহরী মরেই যাচ্ছিল তখন ওই মেয়েটা ওই হনুমতী তরতর করে কুয়োর মধ্যে নেমে মেসোমশাইকে টেনে তুলে আনল।

প্রথম প্রহরী থাম তো শালির ছেলে। জানিস কুয়োর মধ্যেই আমি ওর গলা টিপে ধরেছিলাম। আমার হাত থেকে বাঁচতে ও তরতর করে কুয়ো বেয়ে উঠে পড়ল আমিও গলা ছাড়িনি ছোটমা, আমিও উঠে পড়েছি

দ্বিতীয় প্রহরী তাই তো বলছি। হনুমতীর গলা জড়িয়ে কোনোরকমে বেঁচে উঠে আসতে পেরেছে মেসো।

প্রথম প্রহরী ॥ হ্যাঁ-(সামলে) না।

সরমা ॥ আমার হাতে এটা কী? কী এটা?

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরী ॥ তরবারি

সরমা ॥ কী করা হয় এটা দিয়ে?

প্রথম প্রহরী ॥ আজ্ঞে ওই সব করা হয়

সরমা কাল সকালে আমার প্রথম কাজটিই হবে যত অকর্মণ্য চেড়ি আর প্রহরীদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে ঠিক ওইসব করা

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরী ॥ ছোটমা।

[প্রহরী দুজন সরমার পা জড়িয়ে ধরে সরমার প্রেমিক সেনাপতি প্রখর ঢোকে ওর গলা এতোই চড়া ফিসফিস করলেও বোধহয় প্রতিধ্বনি উঠবে।]

প্রখর ॥ সরমা

সরমা । (চমকে) প্রখর! প্রিয়! তুমি! রাতের বেলায় রাজপুরীতে ঢুকলে কী করে?

প্রখর । পাঁচিল টপকে। গুপ্তচরী নিয়ে প্রহরীরা হুড়োহুড়ি করছে। এই ফাঁকে সরমা, জীবনে এই প্রথম গোপনে কোন মহিলার সঙ্গে

রাত্রিকালে মিলিত হচ্ছি

সরমা ॥ আস্তে আস্তে।

প্রখর ॥ আস্তেই তো বলছি-

[সরমা আড়চোখে দেখে প্রহরী দুজন কান পেতে আছে]

সরমা ॥ প্রখর, যেন স্বপ্নে পেলাম তোমায়

প্রখর । আহাহা রোজ যদি অন্তঃপুরে গুপ্তচর ঢোকে-রোজ পাঁচিল টপকাবো। সরমা জীবনে তুমি আমার প্রথমা (খেয়াল হয়) সর্বনাশ করেছে প্রহরীরা যে দেখছে। যদি লঙ্কেশ্বরের কানে ওঠে -

সরমা , না-না-না ওরা আমার হাতের মুঠোয়। যা বলব তাই শুনবে তাই নারে? বলবি কাউকে, সেনাপতি প্রখর আমার কাছে এসেছেন?

[প্রহরীরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘাড় নাড়ে।]

তোরা যা হনুমতীকে ধর-

[প্রহরীরা আড়চোখে চাইতে চাইতে বেরিয়ে যায়।]

প্রখর গুপ্তচরেরা কেউ দেখে ফেলেনি তো?

প্রখর ॥ কে জানে সরো, তোমার জন্যে কী এনেছি ধরো।

[প্রখর একবাশ কনকচাঁপা বার করে।]

সরমা ॥ কনকচাঁপা

প্রখর ॥ দেখি খোঁপাটা-

সরমা ॥ আস্তে

প্রখর । চলো কনকচাঁপাতলায় গিয়ে দুজনে আজ রাত কাটাই

সরমা ॥ ওঃ এতো জোরে এসব বলে না প্রখর।

প্রখর । কী করব? ছোট বেলা থেকে মহারাজের সঙ্গে রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে গলা ওইখানে আটকে গেছে।

[প্রহরী দুজন উঁকি দিয়ে দেখছে]

চলো। সবাই তো গুপ্তচরী নিয়ে ব্যস্ত, এই ফাঁকে আমরা একটা ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দি। তোমার ঘরেই চলো।

সরমা । আঁ আমার ঘরে আমার ঘরে আমার মুখপোড়া কর্তাটি রয়েছে না?

প্রখর । ওঃ তোমার কর্তা বিভীষণটাকে আমি যেকোনো দিন মেরে ফেলতে পারি। আচ্ছা বলো কেন ও বেঁচে থাকবে? একটা

লম্পট। পরের বউ ভাগাচ্ছে-

সরমা । তাও নিজে পারছে না দাদাভাইকে লেলিয়ে দিচ্ছে। আর তার পেছনে বউদি-বউদি-বউদি করে ছুটছে

প্রখর ॥ আর আমাদের এমন খাসা সুযোগটা মাঠে মারা যাচ্ছে।

সরমা । হয়েছে একটা কাজ করো প্রখর। তুমি মেজোভাসুরের ঘরে ঢুকে পড়ে খিল লাগিয়ে দাও।

প্রখর ॥ কুম্ভকর্ণের ঘরে? ওরে বাবা, ওই নাকডাকার মধ্যে-

সরমা । (প্রখরকে ঠেলতে ঠেলতে) আরে বাবা ঐ তো সুবিধে। পৃথিবী রসাতলে গেলেও নাকডাকার জন্যে কেউ ওদিকে ভিড়বে না মেজদিও না এদিকে ফাঁক পেলেই আমি ঢুকে যাব। তারপর সারারাত তোমায় আমায়

[প্রহরী দুজন লুকিয়ে পড়ল।]

প্রখর । তাড়াতাড়ি আসবে বেশিক্ষণ ঐ নাকডাকার মধ্যে ভালবাসা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না ভুস করে ওর নাকে ঢুকে যাবে

সরমা ॥ যাও না

[সরমা প্রখরকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে পাঠিয়ে দুলে দুলে হাসে]

মূর্খ প্রখর জানে না, ওর ঐ গলার জন্যেই ওকে বেছেছি ছড়াক-আমাদের গুপ্ত প্রণয়-কথা আগুনের মতো লঙ্কাপুরীতে ছড়াক বিভীষণ। তোমাকে আমি কাঁদিয়ে ছাড়ব ভাইটি'

[খুশিতে ডগোমগো কালনেমি ঢোকে। হাতে নাড়ুর হাঁড়ি।]

কালনেমি ॥ ওগো শুনেছো তোমরা-এই যে ছোট গিন্নি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে এতক্ষণে ধরা দিয়েছে গো ছোট গিন্নি।

সরমা ॥ হনুমতী?

কালনেমি ॥ ওগো না, হনুমতী না তোমাদের মামিমা দীর্ঘ গর্ভযন্ত্রণার পরে এখুনি কন্যামতী হলেন এই দেখে আসছি-কন্যারত্নটি ধাইবুড়ির হাতে ধরা দিল নাও নাড়ু খাও (বাচ্চাদের খেলনা-বাঁশি বার করে বাজায়) কই গো পাড়াপড়শিরা, মেয়ের কল্যাণে আনন্দনাড়ু খেয়ে যাও-

[অধিকারী ও তার সাথীরা পড়শি রূপে আসরে এলো।]

অধিকারী ॥ তা'লে কালনেমি মামা, এই বয়সে মামির আবার হলো?

কালনেমি ॥ হল শুধু হল নয় গো ভাগ্নেরা কী যে ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে হল কী বলব।

সাথীরা ॥ ইন্টেলিজেন্ট?

অধিকারী ॥ কখন জন্ম হয়েছে?

কালনেমি ॥ ধরো একুশ মিনিট..

অধিকারী ॥ এর মধ্যেই ইন্টেলিজেন্ট?

কালনেমি ॥ ওরে বাবা ধাইয়ের হাতে পড়া মাত্র ছোট্ট ছোট্ট হাত দুখানা মুঠি করে মুখের কাছে এনে এমনি-এমনি এমনি-এমনি করছে মানে কী? উঁ? মানে, আমি এসে গেছি, শাঁখ বাজাও উলু দাও।

[অধিকারীর সাথীদল মজা করে উলু দেয়।]

আমি বলছি তোমায় ভাগ্নে, এ মেয়েকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না,-আমার-এ মেয়ে খুব বড় জায়গায় উঠবে উঠবেই

সরমা । উঠবে না আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। লঙ্কার মেয়েরা কোনও কালে বড় জায়গায় ওঠে না। যতকাল আপনারা আছেন-লঙ্কায় মেয়েদের কোনও জায়গাই নেই।...

কালনেমি ॥ শুভ দিনে একী বেসুরো কথা শোনাও ছোট গিন্নি?

সরমা । আমার কাছে খবর আছে সীতাহরণে মহারাজকে প্রশ্রয় দিয়েছে তাঁরই কোন কোন গুরুজন জানতে হবে কারা কতোজন?

কালনেমি ॥ তোমার কাছে খবর থাকতে পারে কারণ তুমি হচ্ছ অন্তঃপুরশাসিকা, দেশের প্রশাসনের একটি স্তম্ভ। আমার কাছে এরকম

কোনও খবর নেই। কী করে থাকবে? সীতা তো হরণই হয়নি।

অধিকারীর দল ॥ হরণই হয়নি?

কালনেমি ॥ পুরোটাই মিডিয়ার কারসাজি আমার বড় ভাগ্নের পেছনে বেশ ভালো মতো লেগে গেছে-

সরমা । মামাবাবু আপনি না আজ একটা কন্যাসন্তানের পিতা হয়েছেন আজকেও মেয়েদের জীবন নিয়ে ঠাট্টা করছেন।

কালনেমি ॥ সে তুমি যাই বলো, কেসটা হরণ নয়, বরণ। সীতাই রাবণকে বরণ করেছে সোজা বাংলায় রাবণকে জপিয়ে রামচন্দ্রকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। বুঝলে ভায়েরা, বনবাসে সীতার খুব কষ্ট হচ্ছিল তো। রাজার ঘরের বেটি রাজার ঘরের বউ পঞ্চবটী বনের মধ্যে বাস করা সম্ভব? ফ্যাশন দুরস্ত ড্রেসপত্তর নেই, কসমেটিক্স নেই, বাথরুম নেই-হেনকালে আমার ভাগ্নের ঐশ্বর্য দেখে বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে-প্রিয় তুমি আমায় উদ্ধার করো। লঙ্কেশ্বর লজ্জায় রাঙা হয়ে বললে ছিঃ ছিঃ কী করো-ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ

[অধিকারী ও সাথীরা গান ধরে।]

অধিকারী ও সাথীরা ॥ ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ!

ছিঃ ছিঃ রাজা রাঁধতে শেখেনি

শুক্তোনিতে ঝাল দিয়েছে

অম্বলেতে ঘি.

ছিঃ ছিঃ রাজা রাঁধতে শেখেনি.

[গানের মধ্যে সবাই মিলে কালনেমির জামাকাপড় ধরে টানে নাড়ুর হাঁড়ি লুঠ করে.]

কালনেমি ॥ অ্যাই অ্যাই কী হচ্ছে আমি লঙ্কেশ্বরের পূজনীয় মাতুল

[হুটোপাটির মধ্যে ঢুকে সরমা নাড়ুর হাঁড়িটা হস্তগত করে কালনেমির মাথা তাক করে ধেয়ে যায়]

সরমা । আমার বাপের বাড়ির রীতি, মেয়ে জন্মালে বাপের আনন্দনাড়ুর হাঁড়ি ভাঙতে হয়-

কালনেমি ॥ (জোড় হাতে) এই কথা দিলাম ছোট গিন্নি, জীবনে আর কোনদিন মেয়েদের নিয়ে হাসিমস্করা রঙ্গতামাশা করব না-সত্যি তো আজ আমি মেয়ের বাপ হয়েছি।

[বাইরে কোলাহলে-সরমা দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায়। অধিকারী ও তার দল সেইসঙ্গে বেরিয়ে গেল চোখ মুছতে মুছতে কালনেমি যায় অন্য দিকে। ছুটতে ছুটতে হনুমতী ঢোকে]

হনুমতী সইরে-ও সই তুই কোথায়? সাড়া দে আর বেশি সময় এদের নাগাল এড়াতে পারব না ও সীতা সীতারে রঘুবীর আমায় পাঠিয়েছে এই দেখ, পাছে তোর বিশ্বাস না হয় তাই তোদের বিয়ের আংটি আমার সঙ্গে দিয়েছে সই রে, তুই কি রাজপুরীতে আছিস?

[কুম্ভকর্ণের বউ বজ্রজ্বালা টলোমলো পায়ে ঢোকে তার গলার মালটা গাঁজার কলকে দিয়ে গাঁথা]

বজ্রজ্বালা ॥ আছি আছি, রাজপুরী ছাড়া আর কোথায় থাকব রে সই।

হনুমতী । (আবেগে থরো থরো) সই! ওরে সই!

বজ্রজ্বালা ॥ এই যে স-ই। বুকে আয় ....

হনুমতী । এ কী অবস্থায় রেখেছে তোরে রাবণরাজা?

বজ্রজ্বালা । (ইনিয়ে বিনিয়ে) যেমন রেখেছে তেমন থাকি, আমি যে বন্দিনী রে।

[চোখ ফেটে জল গড়ায় হনুমতীর।]

হনুমতী তোর গলায় কলকের মালা কেন রে সই? পোড়ামুখি, তুই নেশা ধরেছিস?

বজ্রজ্বালা । (হনুমতীকে ঠাস করে চড় হাঁকিয়ে) বাজে বকবি না। নেশা আমায় ধরেছে এই কলকেগুলো দেখছিস, সেই স্বর্গের শিবঠাকুরের কলকে শিবঠাকুর বললে সীতা তোমার বুকের মধ্যে অনেক ফাঁকা জমি পড়ে আছে, আমি অধিগ্রহণ করব। বললাম-করো অধিগ্রহণ, তার আগে ক্ষতিপূরণ দাও। শিবঠাকুর বললে, তবে কলকে টানো (হিঃ হিঃ করে হাসে) ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বুকের সব ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে।

হনুমতী সত্যি সত্যি তুই আমার সই সীতা?

বজ্রজ্বালা ॥ সীতা সীতা সীতা না তো কি নেত্যকালী?

[বজ্রজ্বালা হনুমতীর আরেক গালে চড় মারে।]

লক্ষ্মীছাড়ি কথা বলতে জানে না।

হনুমতী । আরে পঞ্চবটী বনে রঘুবীরের কুটিরে ছিলিস তো?

বজ্রজ্বালা ছিলাম তো আগের জন্মেও ছিলাম, পরের জন্মেও থাকব লুকিয়ে থাকব। ভাসুরঠাকুর আর আমায় খুঁজেই পাবে না

হনুমতী দুচ্ছাই ভাসুরঠাকুর কোথায় পেলি? নাঃ! মাথা খারাপ করে দিলি তুই।

[হনুমতী এবার আংটি বার করে।]

এটা কী?

বজ্রজ্বালা ॥ এই তো এই তো আংটি

[বজ্রজ্বালা হনুমতীর হাত থেকে আংটিটা নেয়।]

হনুমতী । মাগো! চিনতে পারলি?

বজ্রজ্বালা ॥ পারব না? আমার বাপের বাড়ির রাঁধুনির আংটি।

হনুমতী । কার আংটি।

বজ্রজ্বালা । বুড়ি ভোরবেলায় তালক্ষীরের মতো ফেনাভাত রাঁধত একদিন একটি দাঁড়কাক ছোঁ মেরে বুড়ির আংটিটা খুলে নিয়ে উড়ে গেল বুড়ি আর রাধতে পারে না (সুমন্ত কুম্ভকর্ণ হাঁটতে হাঁটতে এদিকে আসছে) কুম্ভকর্ণকে কত বলি, ওরে আমার আংটি এনে

দে ওরে রাক্ষস পরে ঘুমোস তোর মরণের ঘুম আগে আমার আংটি -

হনুমতী আরে আবোলতাবোল বকছে। এটা তোর বরের আংটি না?

বজ্রজ্বালা দূর ছুঁড়ি। ঐ জলহস্তীর আঙুলে এই পুঁচকে আংটি ঢুকবে ভেবেছিস?

হনুমতী। জলহস্তী?

[দৈত্যাকার কুম্ভকর্ণ ঘুমন্ত অবস্থায় নাসিকা গর্জন করতে করতে এধার ওধার ঘুরে বজ্রজ্বালার কাছে চলে এসেছে]

বজ্রজ্বালা তাই তো খালি খায় আর ঘুমায় ঘুমোতে ঘুমোতে খায় চেঁচায়, ঘুমোতে ঘুমোতে আমাকে ভালোবাসে

[বজ্রজ্বালার থেকে আংটি কেড়ে নেয় হনুমতী।]

হনুমতী বাবাগো এটা কুম্ভকর্ণের বউ নাকি? ওরে সীতা ওরে সই রে

[প্রস্থানোদ্যত হনুমতীকে জাপটে ধরে বজ্রজ্বালা।]

বজ্রজ্বালা ॥ দে আমার আংটি দে

হনুমতী। ছাড়ো..ছাড়ো...

[বজ্রজ্বালা ও হনুমতীতে ধস্তাধস্তি চলে। হনুমতী দেখে চারধারে প্রহরীরা তাকে ঘিরে ধরেছে উপস্থিত হল সরমা, বিভীষণ ও আচারীবাবা।]

আংটি নেবে কে আংটি রঘুবীর রামচন্দ্রের আংটি। নয়নতারা ফুল দেখেছ? এই দেখ নয়নতারা আংটি

[হনুমতী গান ধরে। সঙ্গে আধিকারীর দলও যোগ দেয়।]

আংটি নিবি কে আংটি ..

আংটি পেলে বর্তে যাবি

রঘুরামের স্পর্শ পাবি

অপার্থিব হর্ষ পাবি

চর্ব্য চোষ্য লেহ্য খাবি

সর্বত্র দুর্ধর্ষ হবি

আংটি নিবি কে আংটি ..

[গান গাইতে গাইতে সবাইকে বোকা বানিয়ে হনুমতী ছুটে বেরিয়ে যায়]

অঙ্ক এক দৃশ্য ॥ তিন

[ব্যথায় পা টানতে টানতে মহারানি মন্দোদরী আসরে ঢুকছে]

মন্দোদরী ॥ উঃ আঃ বাবাগো ও দাসীরা কোথায় গিয়ে মরলি তোরা গেছি গেছি গেছি ওরে কেটে ফেলে দে কেটে কুচি কুচি করে দে তোরা

[অধিকারী পান চিবুতে চিবুতে ঢোকে]

অধিকারী মহারানি মন্দোদরী আপনার কী হয়েছে? কী কেটে ফেলার কথা বলছেন।

মন্দোদরী ॥ বুঝতে পারছ না বাত বাত পূর্ণিমেতে শিং উঁচিয়ে গুঁতোচ্ছে জগতকে স্বপ্ন দেখায় চাঁদ, আমায় দিয়েছে বাত একটা। কুড়ুল চালিয়ে হাঁটুখানা চুরচুর করে দিতে পারো বাপু?

অধিকারী আজ্ঞে না আমার ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে লঙ্কেশ্বরী মন্দোদরীর শ্রীচরণ কোপাব

মন্দোদরী ॥ তবে যাও মরগে গোবরগোলা জলে চুবিয়ে ফুচকা খাওগে ওরে গেছি গেছি গেছি-ও দাসীরা কোথায় গিয়ে মরলি তোরা, মরণ হয় না কেবল আমার।

অধিকারী কিন্তু মহারানি, ব্যথাটা কি সত্যি সত্যি আপনার পায়ে, না অন্য কোথাও ভেবে বলুন তো মহারানি, ব্যথাটা আসলে মহারাজের অবহেলায় নয় তো?

মন্দোদরী ॥ তোমার তাই মনে হচ্ছে?

অধিকারী ধরুন আজ পূর্ণিমা রাত্রি চন্দ্রমার উচ্ছ্বাসে সাগর ভেসে যাচ্ছে কেয়া মল্লিকার সুবাসে ভারী হয়ে উঠেছে আপনার এই শয়নকক্ষের বায়ুমণ্ডল . হেনকালে লঙ্কেশ্বর রাবণের কোলে আপনারই তো শোভা পাওয়ার কথা

মন্দোদরী ॥ কাব্যি না করে আজকাল পরচর্চাও করা যাচ্ছে না, তাই না? ব্যথাটা আমার তোমার কীসের জ্বলুনি গা? পূর্ণিমে দেখলে হবে? রাজাকে তাঁর রাজকার্য করতে হবে না?

অধিকারী মার্জনা করবেন রাজকার্য না মহারাজের বর্তমান কার্য সীতার আরাধনা

মন্দোদরী ॥ ওঃ বাবাগো।

অধিকারী ধরুন সীতাকে হরণ করে আনার পর আপনাকে তিনি তো একরকম বর্জনই করেছেন।

মন্দোদরী ॥ ওঃ গেছি.. গেছি, গেছি.

[রাবণের প্রবেশ]

রাবণ ॥ রানি

মন্দোদরী ॥ রাজা!

রাবণ ॥ কেমন আছ মন্দু?

মন্দোদরী ॥ তুমি! ওগো তুমি!!!

রাবণ কী হয়েছে, চোখে জল কেন মন্দু আজকাল তোমাকে এত কৃশ, এত করুণ কেন লাগে মন্দু?

মন্দোদরী ॥ অ্যাই মুখপোড়া অধিকারী শোন শোন, মেধো চোরের নাতিপুতি, শোন নিজের কানে শোন এবার থেকে পরচর্চা করার

আগে দশবার খোঁজ নিবি। সোয়ামির আদর কাকে বলে দেখে যা!

রাবণ থাক থাক আজেবাজে কাউকে ডেকো না ফালতু লোকজনদের মুখ দেখতে ভালো লাগছে না আজ নির্জনে শুধু তুমি আর আমি।

[মন্দোদরীর তিরস্কারে আর রাবণের তাচ্ছিল্যে অধিকারীর নাস্তানাবুদ অবস্থা-এক সখী ছুটে এসে তাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল]

মন্দু

মন্দোদরী ॥ প্রাণেশ্বর

অধিকারী প্রাণের কথা তুমি ছাড়া আর কাকেই বা বলব আমি, তুমি ছাড়া কে আছে আমার?

মন্দোদরী ॥ (রাবণের বুকে মাথা রেখে স্বগত) কেন তোমার সীতা রাক্ষুসি আছে (প্রকাশ্যে) কত জন্মের পুণ্যে দেবতার মতো স্বামী পেয়েছি আমার মতো ভাগ্যবতী কে আছে?

অধিকারী ॥ তোমার দেবতাকে সীতা আজ পদাঘাত করেছে মন্দু।

মন্দোদরী ॥ (স্বগত) বেশ করেছে! (প্রকাশ্যে) কী বলছ তুমি? পদাঘাত? লঙ্কেশ্বর রাবণের গায়ে!

রাবণ ॥ পা! আক্ষরিক অর্থে পা

মন্দোদরী ॥ (স্বগত) তাই বলো বাইরে লাথ খেয়ে সোয়ামি ঘরের দিকে কাত হয়েছেন (প্রকাশ্যে) কিন্তু কেন? পদাঘাত কেন রাজেশ্বর? অপরাধ?

রাবণ ॥ সোনার ময়না!

মন্দোদরী ॥ মাগো! লক্ষ্মীছাড়ি মুখপুড়ি এখনও সেই সোনার ময়না ধরে বসে আছে?

রাবণ আমার ভাগ্য টানা একমাস সাধিসাধনা করেও আমি তাকে যাকে বলে আমার করে পাওয়া তা পাইনি যখনই হাত বাড়াই, বলে সোনার ময়না দাও, সোনার খঞ্জনা দাও। আজ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল মন্দু ভেবেছিলাম বুকে টেনে নেব উঠেও ছিলাম পালঙ্কে-

মন্দোদরী ॥ মাগো! তারপর?

রাবণ ॥ হঠাৎ জোড়া পা চালিয়ে দিল৷ কাঁৎ করে।

মন্দোদরী ॥ (স্বগত) আমিই শুধু চালাতে পারলাম না গো।

রাবণ ॥ মন্দু!

মন্দোদরী ॥ প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর

রাবণ ॥ পালঙ্ক থেকে ছিটকে ফেলে কী বলল জানো?

মন্দোদরী ॥ কী, কী বললে?

রাবণ ॥ সোনার টি কটি কি দাও।

মন্দোদরী ॥ দিয়ে দাও-দিয়ে দাও-টি কটি কি ফিকটি কি যা চায় দিয়ে বিদায় করে দাও। তারপর আমার কাছে চলে এসো

রাবণ কোথায় পাই বলো দিকি সোনার টি কটি কি! শেষে কী করলাম জানো?

মন্দোদরী ॥ কী, কী করেছ?

রাবণ ॥ কিছুই করিনি

মন্দোদরী ॥ মাগো!-পদাঘাতের পরেও কিছুই করোনি।

রাবণ আমার আত্মবিশ্বাস কীরকম যেন তিরবেঁধা পাখিটির মতো এলিয়ে পড়ল. আসলে আমার চরিত্রের গোলমালটা কী হয়েছে জানো? সীতার ওপর যখনই বলপ্রয়োগ করতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে এটাও মাথায় রাখি ওর কোমল অঙ্গ যেন আঘাত না পায় বলও খাটাব-আঘাতও পাবে না, এই দুরকম করতে গিয়ে আমার ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত কিছুই দাঁড়ায় না আচ্ছা তোমার কী মনে হয় আমার পার্সোনালিটি কি কমে গেছে? নাকি সীতার কাছে গেলেই কমে যাচ্ছে?

মন্দোদরী ॥ প্রাণেশ্বর, আজ রাতে থাক না সীতার কথা।

রাবণ সীতার কথা থাকবে? বলছ কী? এমন মধু যামিনীতে তবে কোন্ অশ্বডিম্ব নিয়ে কথা বলব? সীতা ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নারকেলের ছোবড়া

মন্দোদরী ॥ (স্বগত) মারুক মারুক দু পা চালাক চার পা চালাক (প্রকাশ্যে) বাবাগো পা দুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভগবান গাঁটে গাঁটে বাত দিলে যদি পুণিয়ে দিলে কেন? ওরা যে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না

রাবণ . আচ্ছা মন্দু ব্যক্তিদের মধ্যে যে একটা ঝাঁ চকচকে চালাকচতুর ভাব থাকলে চট করে মেয়েদের মন হরণ করা যায় সেটা কি আমার ভোঁতা হয়ে গেছে? আচ্ছা একদিন আমার দিকে তাকিয়ে যেমন তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলে, আজ হলেও কি তাই পড়তে?

মন্দোদরী ॥ পড়তাম গো পড়তাম, জনম জনম পড়ব।

রাবণ তুমি পড়লে কি না পড়লে তাতে কী ছাতা এসে গেল আচ্ছা কী মনে হয়, আমার গোঁফটা কি ছোট করে ছেঁটে ফেলব?

মন্দোদরী ॥ এমন হাতির শুঁড়ের মতো পাকানো গোঁফ মেয়েদের ভালো লাগে না টেনে সোজা করে দেবো?

[বলেই আপ্রাণ জোরে রাবণের গোঁফ দুদিকে টানতে লাগল মন্দোদরী। রাবণ পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে বজ্রমুষ্টি তোলে মন্দোদরীর মাথায়। কালনেমি ঢুকে বাধা দেয়।]

কালনেমি ॥ ভাগ্নে!

রাবণ আবার কেলোটা জুটল তোমাকে কদ্দিন বলেছি কালুমামা, আমি সীতাকে নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, এখন আমি দেশের কোনও সমস্যা শুনব না

কালনেমি ॥ সমস্যা নয় ভাগ্নে, রীতিমতো সুখবর আজকাল দিনরাত অশোককাননের বাগানবাড়িতে পড়ে থাকো তাই খবর রাখো না ইতিমধ্যে আঠারোটি মামাতো ভাইয়ের পরে তুমি একমাত্র মামাতো বোনটি লাভ করেছ। লঙ্কাদেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে আর তুমি কিনা রানিকে মুষ্ট্যাঘাত করছিলে! ছিঃ!

[মন্দোদরী বেরিয়ে যাচ্ছে, কালনেমি তার পিছু পিছু এগোয়]

তোমার জন্যে আমার আজকাল কষ্ট হয় গো বড়গিন্নি এই মেয়েটা জন্ম নিতে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে ভাবতে জগতের মেয়েদের জন্যে কতো যে দুশ্চিন্তা হয়-আমার যে কী মায়া জন্মেছে গো বড়গিন্নি ভালবাসা মমতা-

মন্দোদরী ॥ (সজল চোখে) বিশ্বাস হয় না জগতের পুরুষদের আমার বিশ্বাস হয় না-না-

কালনেমি ॥ বড়গিন্নি-বড়গিন্নি-

[মন্দোদরী চলে গেল]

রাবণ ॥ এই মামা আমার সোনার ময়না কোথায়?

কালনেমি ॥ হবে না'

[ঘণ্টা হাতে আচারীবাবা ঢুকছে।]

আচারীবাবা কেন হবে না কেন মাতুল? আপনিই তো দিব্যি সোনার হরিণ বানিয়ে দিয়েছিলেন তাহলে এখন সোনার ময়না হবে না কেন?

কালনেমি ॥ হয় না, তাই হবে না। আরে মশাই সাধারণ হরিণকে সোনার জলে চান করালে দিব্যি স্বর্ণমৃগ বলে চালানো যায় কিন্তু ময়নার গায়ে সোনার জল লাগালেই, ডানা ঝেড়ে সোনা ফেলে দিচ্ছে

আচারীবাবা নিদেনপক্ষে একটা টিকটিকি ধরেও তো তাকে সোনার জলে চোবানো যায়

কালনেমি ॥ লাভ কী? টিকটিকি ধরলেই তার ল্যাজা তক্ষুনি টুক করে খসে পড়বে তখন সেই ল্যাজখসা টিকটিকির গায়ে সোনার জল মাখালে যা হবে, তোমার গায়ে মাখালে তার চেয়ে খাসা হবে।

রাবণ ॥ সীতা হরণে আমাকে উৎসাহ দিয়েছিল কে?

কালনেমি ॥ আমি সে তো তুমি যখন চাও তাতেই আমি উৎসাহ দিয়ে থাকি ভাগ্নে! তোমার জন্মমুহূর্ত থেকে-

আচারীবাবা ॥ তাহলে সে রাজার বাহুবন্ধনে ধরা দিচ্ছে না কেন?

কালনেমি ॥ আরে দুর মশাই, ভেবেচিন্তে কথা বলবে তো' উৎসাহ দিয়েছি বলে বাহুবন্ধনেও ধরিয়ে দিতে হবে? তাহলে তো লেখাপড়ায় উৎসাহ দিলে পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্যে একজামিনেশন হলে চোতা সাপ্লাই করে যেতে হবে?

আচারীবাবা রাজন, আমার পরামর্শমতো চলুন, অচিরেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে নয়নতারা আংটিটা যদি আপনি হস্তগত করতে পারেন-

রাবণ ॥ নয়নতারা আংটি ?

আচারীবাবা ॥ খোদ রামচন্দ্রের আইবুড়ো ভাতের আংটি।

কালনেমি ॥ তুমি জেনে বসে আছো আইবুড়ো ভাতের? পাকাদেখার নয় ফুলশয্যের নয়

রাবণ ॥ অ্যাই মামা' চুপ'

আচারীবাবা ॥ যদি হনুমতীর হাত থেকে আংটিটা বাগানো যায়

রাবণ ॥ হনুমতী

আচারীবাবা রামচন্দ্রের গুপ্তচরী। বর্তমানে এই রাজপুরীতে খেলছে লুকোচুরি। শুনুন রাজন সীতা আপনার কাছে ধরা দিচ্ছে না কেননা এখনো সে পতির কাছে ফিরে যাবার আশায় রয়েছে এখন আপনি যদি আংটিটা নিয়ে সীতার সামনে

কালনেমি ॥ (আচারীবাবাকে) যা বলার আমায় বলো বাবাজি ভাগ্নের গোঁপ জ্বালা করছে আমায় বলো আমি মাইনে করা পরামর্শদাতা-আমার মাধ্যমে পরামর্শ দিতে হবে কী বলছিলে বলো-

আচারীবাবা আংটি দিয়ে সীতার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমার পতিকে যমালয়ে পাঠিয়ে তার আংটি খুলে এনেছি-সীতা ভাববে তাই তো পতি যমের বাড়ি না গেলে এ আংটি রাবণ কোথায় পেল? সঙ্গে সঙ্গে সীতার সব পিছুটান চলে যাবে। তৎক্ষণাৎ মহারাজের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে, পড়বেই

কালনেমি ॥ বলছ তোমার হাতের ঐ ঘণ্টাটা নিয়ে আমি যদি তোমার উঠোনে গিয়ে বাজাই, তোমার বউ ভাববে-তাইতো পতি যমের বাড়ি না গেলে মামা ঘণ্টা পেল কোথায়?-সঙ্গে সঙ্গে সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে, পড়বেই-

রাবণ ॥ মামা খুব টকেটিভ হয়েছ

কালনেমি ॥ কিন্তু মন্দ বলেনি যাও, শির্পাগির যাও ছুটে গিয়ে হনুমতীর হাত থেকে আংটিটা ছিনিয়ে নিয়ে এসো

রাবণ ॥ মেরে তাড়াব একদিন বুঝলে কালুমামা।

কালনেমি ॥ বুঝেছি।

রাবণ ॥ কী বুঝেছ?

কালনেমি ॥ (আচারীবাবাকে) এই যে এমন পরামর্শ দিলে তোমাকে একদিন মেরে তাড়ানো হবে

রাবণ ॥ ওকে না, কেলে তোমাকে আমাকে ছুটতে বলছ

[পড়িমড়ি করে মন্দোদরী আসে]

মন্দোদরী ॥ দশানন রাবণ পদভারে যার প্রকম্পিত ত্রিভুবন সে ছুটবে কি না হনুমতীর পশ্চাতে? একেই ব্যক্তিত্ব তলানিতে ঠেকেছে, এরপর হনুমতীর পেছনে ছুটলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে তবে?

রাবণ ॥ থাকবে কিছু?

[মন্দোদরী রাবণকে টেনে ধরে।]

মন্দোদরী ॥ না-না- তুমি ছুটো না

কালনেমি ॥ বাংলায় একটা কথা আছে, বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে। বড় চুরি করার আগে ছোট চুরি করে হাত পাকিয়ে নিতে হয় কিনা? সীতার পেছনে ছোটার আগে তোমায় কিছুদিন হনুমতীর পেছনে ছোটাছুটি নারীর পশ্চাতে ধাবন করার ব্যাপারে সড়গড় হয়ে উঠতে হবে ভাগ্নে-।

রাবণ ॥ (মন্দোদরীকে) তবে ছুটি? গুরুজনেরা বলছে।

মন্দোদরী ॥ বলুক। একে সীতায় রক্ষে নেই, আবার হনুমতী দোসর আমার দুটো হাঁটুই বিসর্জনে যাবে ছুটতে হলে তুমি আমার পেছনে ছোট। এই তো আমি ছুটছি, আমাকে ধরো।

[মন্দোদরী আপ্রাণ চেষ্টায় থপথপে পায়ে ছোটার ভঙ্গি করে, পিছু চেয়ে রাবণকে ডাকে]

ধরো-ধরো-এ মা পারে না-ধরতে পারে না ধরতে পারে না-

রাবণ এই মহিলার স্পর্ধা দেখ তোমরা আমি ত্রিভুবন বিজয়ী বীর আমাকে ছুটতে হবে কিনা এই অচল পদযুগলের পশ্চাতো ও-হো-হো-হো রাবণ তোমার কি অধঃপতন। কচ্ছপের পশ্চাতে কিনা শার্দূলের অনুগমন (আসরের সেই ঘড়াটা পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে এনে) যা কলসি কাঁখে সমুদ্দুর থেকে জল তুলে নিয়ে আয়।

মন্দোদোবী ॥ (মাটিতে আছড়ে পরে) ও মাগোঃ!

রাবণ আই আচারীবাবা মাস-মাস মাইনে খাচ্ছো, কামটা কো করছ? রাজপুরীর তিন বউকে নারীশিক্ষা দিতে পারো না?

আচারীবাবা তথাস্তু রাজন কাল থেকে নিত্য দুবেলা সতীধর্মের পাঠ-সহ বধূমাতাদের পতিভক্তির অনুশীলন করানো হবে

রাবণ ॥ ওটা চারবেলা করো। মামা, তবে ছুটি?

[কালনেমি খেলনা-বাঁশি বার করে বাজিয়ে দেয়। রাবণ ছুটে বেরোতে যায়। অধিকারী ঢুকে তার পথ আটকায়। পিছু পিছু তার সাথী গায়ক-বাদকেরা হাজির হয়।

অধিকারী দাঁড়াও। সব শিল্পীদের বলে দিচ্ছি, আবেগে উত্তেজনায় ভেসে গিয়ে কলসিতে কেউ হাত দেবে না। ওটা মাধবচন্দ্র তস্করের নিজহস্তে ঝালাইকরা চোরাইমাল। আমাদের ঐতিহ্য

প্রথম সাথী । আমাদের অন্ন বস্ত্র ভরণ পোষণ।

দ্বিতীয় সাথী ॥ শুধু কথার শাসনে হবে না, রাবণ রাজাকে ওই পুণ্য কলসের কাছে মাপ চাইতে হবে।

সকলে ॥ হ্যাঁ, সবার সামনে। এখুনি!

অধিকারী ॥ ধারো, কান ধরো। কান ধরে ওঠ বোস করো-

[কালনেমি তার বাঁশি বাজিয়ে ওঠ বোসের ইঙ্গিত করে। রাবণ রাজা কান ধরে বাঁশির তালে ওঠ বোস করতে শুরু করে]

বিরতি

আশ্চৌর্য ফান্টুসি

□ অঙ্ক ॥ দুই দৃশ্য ॥ এক □

[ঘন্টা বাজাতে বাজাতে আচারীবাবা ঢোকে, হাতে শান্তিজলের ঘটিতে আম্রপল্লব।]

আচারীবাবা ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি, কইগো মা জননীরা কোথায় সব সতীধর্ম পতিভক্তির পাঠ নিয়ে যাও গো বাজ আত্মার অবহেলা কোরো না ...

[আচারীবাবা ঘন্টা নাড়ে। অধিকারীরা প্রথম সাথী ঢোকে।]

প্রথম সাথী একটু সবুর কর বাবাজি, আসছেন-বড়গিন্নি আসছেন।

আচারীবাবা আরে মাহেন্দ্রক্ষণ পেরিয়ে যায়, একটু পা চালিয়ে আসতে বল না বাপু।

প্রথম সাথী ওহো বাবাজি তাঁর পা দুটো সারাক্ষণ চলছে, কিন্তু তিনি এগুচ্ছেন না

আচারীবাবা ॥ সে তো বুঝলাম। কিন্তু ছোটগিন্নির কি হলো?

প্রথম সাথী ছোটগিন্নি (আড়ালে তাকিয়ে) ঐ যে তরবারি শান দিয়ে নিচ্ছেন

আচারীবাবা : তরবারি বাবাগো হবে পতিভক্তির পাঠ এর মধ্যে তরবারি কার বুকে?

[বজ্রজ্বালা ছুটে ঢোকে। প্রথম সাথী চলে যায়।]

বজ্রজ্বালা আমার আমার বুকে-ও বাবা একটুও ভক্তি নেই গো যত দুধ জ্বাল দিয়ে ভক্তির ক্ষীর বানাতে যাই, তত টক দই হয়ে ওঠে' বাবা গো আমার বুকে একটু ভক্তির চাষ করে দাও না গো, এই জলহস্তীটাকে আমি যে খুব ভক্তি করতে চাই গো সত্যি সত্যি

[বজ্রজ্বালা আচারীবাবার শান্তিজল নিজেই টেনে সারা মাথায় ঢালে]

আচারীবাবা আই, আই ওরে কে আছিস নেশাগ্রস্থ বিকৃত মস্তিষ্ককে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা আঃ দিলে দিলে সব অশুচি করে দিলে গো। যাঃ যা, দূর হ!

বজ্রজ্বাল তাড়িয়ে দিও না গো সত্যি সত্যি জলহস্তীটাকে আমি পুজো করতে চাই তোমার খড়ম ছুঁয়ে বলছি গো ভক্তি দাও, ভক্তি দাও, ভক্তি দাও গো ..

[বলতে বলতে বজ্রজ্বালা আচারীবাবার এক পায়ের খড়ম খুলে নিয়েছে।]

আচারীবাবা ওরে পাদুকা দে, পাদুকা দে-ওরে দাসদাসীরা ধর ধর (তরবারি দুলিয়ে সরমার প্রবেশ) ও মা সরমা মাগো অন্তঃপুরের প্রশাসিকা তুমি, তরবারি নাচিয়ে বজ্রজ্বালাকে ভয় দেখাও পাদুকা উদ্ধার করে দাও।

সরমা , তারচেয়ে ভালো হত না আচারীবাবা যদি ও পায়ের পাদুকাখানাও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একদৌড়ে অন্তঃপুর ছেড়ে পালাতেন?

বজ্রজ্বালা ॥ তাই দাও . ওখানাও দাও বাবা, আমি দু হাতে বাজাব।

আচারীবাবা   আই আই! রাজার আদেশে তোমাদের তিন বউকে আরো সুকঠিন ধর্মানুশীলন করাবো কিন্তু

সরমা । ধর্ম আমাদের কেন ধর্ম শেখায় গো মেজদি? একটা মেয়েকে গায়ের জোরে চুরি করে পশু পাখির মতো বন্দি করে রেখেছেন যিনি, ধর্ম শেখান গিয়ে তাঁকে সীতাকে ছেড়ে দিতে বলুন, আমরা ভাল হয়ে যাবো।

আচারীবাবা   (সরমাকে) রাজাকে দুষছ বাছা! তিনি পরস্ত্রী হরণ করেছেন পুরুষের সে অধিকার আছে কিন্তু বাতাবিবেতে সেনাপতি প্রখরকে ডেকে নিয়ে চাঁপাবনে খোঁপা এগিয়ে দেয় কে! ভেবেছে সে সব চাপা থাকবে? পাপ ফুটে ফুটে বেরুবে

[মন্দোদরী ঢোকে।]

মন্দোদরী ॥ পাপ! পাপ! তাড়া-পাপ! তাড়া! প্রেতপুরী পাপে ঢেকে গেছে ঐ পিশাচ রাজা-

আচারীবাবা ॥ পিশাচ ॥ রাজাকে বলে, পিশাচ!

[হঠাৎ দিক বিদিক কাঁপানো সেই পঞ্চবটী বনের ভয়াল পাখির ডাক শোনা যায় রাজপুরীর মাথায় তিন বধূ আর্তনাদ করে. পাখির ডানার ছায়ায় আঁধার নেমে আসে মুহূর্তের জন্যে আলো ফুটতে দেখা যায় বজ্রজ্বালা ও সরমা চলে গেছে]

পিশাচ! গেল গেল রসাতলে গেল সব মহাকাল পক্ষীরূপে স্বর্ণলঙ্কা গ্রাস করতে আসছে! মহারানি একটি মাত্র বাক্যে এত কালের অর্জিত পুণ্য মহাশূন্যে বিলীন হল গো।

মন্দোদরী ॥ (সম্বিৎ ফিরে পায়) মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়েছে বাবা!

[মন্দোদরী সঙ্গে সঙ্গে কান ধরে আচারীবাবার পায়ে পড়ে।]

পতি ধর্ম পতি স্বর্গ, পতি পরমগুরু পতি ধ্যানে মেলে মুক্তি বাঞ্ছাকল্পতরু

আচারীবাবা   উচ্ছন্নে যাবে ওই জোড়া বউয়ের পাল্লায় লঙ্কাপুরী গোল্লায় যাবে।

নাও রানি, পতিগুণস্তব করো-গাও আমার সঙ্গে গাও তুমি ..

[আচারীবাবা গানটা ধরে দেয়, মন্দোদরী গায়।]

মন্দোদরী ॥ রানি নই, আমি দাসী মন্দোদরী ...

আমার রাজা যেদিকেতে

যে মতে আর যে পথে

না থাক সাধ্য তবু যে বাধ্য

আমি সেই পথটাই ধরি ...

রানি নই, আমি দাসী মন্দোদরী।।

রাজার হাঁচি পেলে হাঁচি

প্রভুর চরণ মুছে বাঁচি

তোমার ওঠেন যদি হাই

মরে যাই মরে যাই

আমি নির্জলা উপোস করি.....

রানি নই, আমি দাসী মন্দোদরী।।

[রাবণ ঢুকল।]

রাবণ ॥ অহোঃ কী গান গাহিলে প্রিয়ে,

জুড়াইয়া গেল তপ্ত হিয়ে

কোথা লাগে রম্ভা উর্বশী

চারিধারে বাজে ভাঙা কাঁসি।

গানটি শোনার পর সীতার মুখখানি ভেসে উঠল, আদ্দিনের মধ্যে কোনওভাবেই সীতাকে বশে আনতে পারলাম না কী দিয়ে বশ করি আচারীবাবা

মন্দোদরী ॥ নেবে? আমার এই পুষ্পহারটা তুমি সীতাকে দেবে? দেখো এ হার পেলে সে খুশি হয়ে ধরা দেবে

রাবণ তাইতো! পুষ্পহারটি চমৎকার! আগে কখনও খেয়াল করিনি কী আচারীবাবা

আচারীবাবা (হারের সামনে ঝুঁকে) রাজন, এ যে হার না মানা হার

মন্দোদরী ॥ ফুলশয্যায় তোমারই উপহার, যাকে মানায় তাকেই দাও

[রাবণ হারটা আচারীবাবার গলায় পরিয়ে দিতে তার সর্বাঙ্গ শিহরিত]

রাবণ (আচারীবাবাকে) বাঃ আচারীবাবা তোমার গলাতে এতো-তার না জানি কতো!

মন্দোদরী ॥ দেব, রাজা তোমার সুখে আমার সুখ নাও এই মাধবীকঙ্কন।

রাবণ বাঃ বাঃ এই কাঁকনজোড়া সীতার হাতেই বেশি মানাবে, নাকি বল আচারীবাবা-

[আচারীবাবা নিজের হাতে কাঁকন দু'টি পরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে।]

তোমার প্রত্যেকটি অলঙ্কার অনবদ্য মন্দু আচ্ছা গয়নাগুলো জায়গায় রেখে তোমার জায়গায় সীতাকে কল্পনা করলে কেমন হয় আচারী?

আচারীবাবা ॥ রাজন দেখুন স্বয়ং বিচারি....

রাবণ ॥ (মন্দোদরীকে)....কানের ও দুটি ....?

মন্দোদরী ॥ এর নাম রতনঝুরি আমার মা মৃত্যুকালে আমায় পরিয়ে গিয়েছিলেন

রাবণ ॥ দেখি দেখি খুলে দাও দেখি

মন্দোদরী ॥ রতনঝুরি? না...এ দুটো না। আর সব নাও, এ দুটো না।

রাবণ ॥ আঃ, দাও বলছি

মন্দোদরী ॥ পায়ে পড়ি আমার মায়ের হাতে পরানো গয়না আমার কিশোরীবেলার প্রথম গয়না

রাবণ বুড়ো বয়সে আর তা পরে বসে থাকতে হবে না? পেত্নি পরেছে রতনঝুরি!

[রাবণ মন্দোদরীর রতনঝুরি কেড়ে নেয়।]

আচারী, ধরো রতনঝুরি-

আচারীবাবা এইবার কে ঠেকায় সীতার মনচুরি। চলুন রাজন, এবে অশোক কানন!

[রাবণ ও আচারীবাবা ছুটে বেরিয়ে যায়। মন্দোদরী লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে চোরের মতো হনুমতী ঢুকল]

হনুমতী । অশোককানন...অশোক ...

[মন্দোদরীকে দেখে হনুমতী তার পিঠে হাত বোলাতে লাগল।]

হ্যাঁগো মাসি, সীতাকে কি অশোককাননের বাগানবাড়িতে রেখেছে গা?

মন্দোদরী ॥ হ্যাঁ রেখেছে, বাগানবাড়িতে তালাচাবি দিয়ে রেখেছে মুখপুড়ি ধম্মো দেখছিস? (হনুমতীকে দেখে) তুই! তুই সেই হনুমতী

[মন্দোদরী ভূমি ছেড়ে উঠে ই হনুমতীর উপর হামলা চালায়।]

আয় ছুঁড়ি যমের বাড়ি পাঠাই তোরে।

হনুমতী মেরো না মেরো না ওগো আমি সীতার জন্যে আসিনি আমি তোমার জন্যে, তোমার জন্যে এসেছি গো

মন্দোদরী ॥ আমার জন্যে?

হনুমতী (আংটি দেখিয়ে) এই যে আংটি এটা তোমায় দেব বলে এসেছি। রাজপুত্তুর রামচন্দ্রের আংটি নয়নতারা আংটি ভালোবাসার আংটি! রাজপুত্তুর তার স্বপ্নের রানি মন্দোদরীকে পাঠিয়েছেন এই নয়নতারা

মন্দোদরী ॥ আমাকে? রামচন্দ্র! নয়নতারাক ভালোবাসা!

[মন্দোদরী আংটি নেয়, কাঁপতে থাকে, শরীর অবশ হয়।]

হনুমতী রাজপুত্র তোমার রূপগুণের কথা শুনে তোমাকে তার বাহুবন্ধনে ধরতে কাতর। রাজপুত্র তোমায় ডাকছে তোমার জন্য ময়ূরপঙ্খী নাও পাঠিয়েছে। মহারানি তুমি প্রস্তুত?

মন্দোদরী ॥ রাজপুত্র ডেকেছে! ভালোবাসার নয়নতারা!

[মন্দোদরী গান ধরে-]

সখিরে শরমে শরমে যাই আমি মরিয়া

নিঠুর বিধাতা কহ কী হবে ঘর বাঁধিয়া

বুকেতে পাষাণ গাঁথিয়া

সাগরে যাইবে ভাসিয়া-

[মন্দোদরী মাথা ঘুরে টলে পড়ে হনুমতীর কোলে। হনুমতী গান ধরে-]

হনুমতী। ও রানি কথাখানি দাও

ছাড়ি মনপবনের নাও

নইলে আঁচল ছাড়বে না

লুটবে সীতার ঘরকন্না...

মন্দকথা হবে জানাজানি

ও রানি কথাখানি দাও

[মন্দোদরীর মুখে হাসি ফোটে।]

▢ অঙ্ক ॥ দুই দৃশ্য ॥ দুই ▢

[বিভীষণ আসরে ঢুকতে একজোড়া রাজহাঁস প্যাঁক প্যাঁক ডাক ছেড়ে তার পেয়ের কাছে ছুটে এলো।]

হাঁসদুটো। প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক ছোড়দা এসেছে ছোড়দা এসেছে প্যাঁক প্যাঁক আজ আমরা চানা পাবো-দানা পাবো প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক আদর পাবো কতো কী পাবো

প্রথম হাঁস ও ছোড়দা আজকাল পুকুরধারে আসো না কেন? আর আমরা শুগুলি শামুক আর কুচো মাছ গিলতে পারিনে কচু

দ্বিতীয় হাঁস ॥ প্যাঁক। ছোড়দা আমাদের দিকে তাকাচ্ছেই না-

[বিভীষণ অস্থির চোখে চারদিকে কাউকে খুঁজছে-]

কাকে যেন খুঁজছে'

প্রথম হাঁস কাকে আবার' খোড়াই আমাদের টানে এসেছে এসেছে গিন্নিকে ধরতে'

দ্বিতীয় হাঁস ॥ ছোট বউদিকে'

প্রথম হাঁস এই খিড়কি পুকুরের ঘাটে বসে প্রখরের সঙ্গে কী পরিমাণ হাসাহাসি চলাচলি করে দেখিস না'

দ্বিতীয় হাঁস ॥ ছোড়দা জানতে পেরে গেছে?

প্রথম হাঁস দ্যাখ কর্তাগিন্নির একজন যদি ইপ্টু বিপ্টু করে বা করতে চায়, আরেকজন তৎক্ষণাৎ সেটা টের পেয়ে যায়-পাবেই পাবে৷ কী করে পায় বলতো-

দ্বিতীয় হাঁস ॥ তুই বলতো-

প্রথম হাঁস যেই মনে ইপ্টু বিপ্টুর ইচ্ছে উঁকি দেবে অমনি শরীরের আভাই বদলে যাবে-গায়ের গন্ধই বদলে যাবে-

দ্বিতীয় হাঁস ॥ তা-ই?

[দ্বিতীয় হাঁসঃ নিজের ডানা শোঁকে।]

প্রথম হাঁস। প্যাঁ-কা তোর সে রকম ইচ্ছে জাগে নাকি?

[হঠাৎ রাবণকে ঢুকতে দেখে বিভীষণ তার নজর এড়িয়ে সরে দাড়ায়]

প্যাঁ-কা বড়দা! চল পালাই

দ্বিতীয় হাঁস পালাবো কেন রে? বড়দা খিড়কি পুকুরে নিশ্চয় আমাদের সোনাদানা খাওয়াবে

প্রথম হাঁস কচু খাওয়াবে দেখিস না রাজপুরীর যাবতীয় ভাল ভালো জিনিসপত্তর টেনে নিয়ে গিয়ে সীতাকে দিচ্ছে৷ যদি আমাদের মতো দুটো সুন্দর স্লিম হাঁস দেখে ভাবে সীতাকে হাঁসের মাংস খাইয়ে খুশি করি৷

দ্বিতিয় হাঁস ॥ (বুঝে) পালা পালা....প্যাঁক-প্যাঁক....

[হাঁসদুটো ছুটে পালায় চিন্তাক্লিষ্ট রাবণ দীঘির পাড়ে কনুই এ ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে অনামনস্ক বিভীষণ গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসে]

বিভীষণ ॥ দাদাভাই...

রাবণ (ঘোলাটে চোখে বিভীষণের দিকে চেয়ে) কে৷ কী চাই? সবার্সব রাজার কাছে কেন রে নির্বোধ? মন্ত্রিদের রেখেছি কী জন্যে? বড় মন্ত্রি-মেজো মন্ত্রি একগাদা কুচো মন্ত্রি-ধাপে ধাপে উঠে তবপর রাজার ঠাঁয় আসতে হয় জানিস না

বিভীষণ ॥ দাদাভাই, আমি তোমার ভাইটি -

রাবণ ॥ বিভূ! এ কী হয়ে গেছিস ভাইটি, রোগা প্যাঁকাটি।

বিভীষণ ॥ (কেঁদে ফেলে) সরমা৷ দাদাভাই আমার সরমা পরপুরুষের প্রণয়াসক্ত৷ জানো কে তার মনোহরণ করেছে?

রাবণ ॥ থাক থাক এসব নারীঘটিত ব্যাপারে আমায় জড়াস না৷

বিভীষণ ॥ দাদাভাই সরমা আমায় ছেড়ে গেলে নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দেবো কী করে৷

রাবণ ওরে আমারো তো সেই একই সমস্যা৷ পুরুষ বলে প্রমাণ দেব কী করে?

বিভীষণ ॥ জানো কোন লম্পট আমার ঘর ভাঙছে৷

[দ্রুতপায়ে সেনাধ্যক্ষ প্রখর ঢোকে।]

প্রখর ॥ মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, মহাবিপদ আসন্ন।

রাবণ ॥ বিপদ! বলো কি প্রখর?

প্রখর ॥ আমাদের গুপ্তচরেরা খবর এনেছে বনবাসী রামচন্দ্র যে কোনো মুহূর্তে লঙ্কাপুরীতে হানা দেবে তারা রাজপুরীর রমণীদের হরণ করতে আসছে। বদলা নেবে।

রাবণ সে কি! কুলরমণীদের রক্ষা করার বন্দোবস্ত করো সেনাপতি প্রখর।

প্রখর ॥ মহারাজ রাজমহিষী মন্দোদরী কিংবা আপনার মধ্যম ভ্রাতৃবধূ মাননীয়া বজ্রজ্বালারও কোনো ভয় নেই, তাঁদের কেউ ছোঁবে না আমার খবর, তাদের লক্ষ্য দেবী সরমা। দেবী সরমাকে তুলে নিয়ে যাবে-

রাবণ স্বাভাবিক। সে যুবতী .. তায় রূপসী। প্রখর সরমাকে চোখে চোখে রাখবে।

প্রখর ॥ যথা আজ্ঞা।

বিভীষণ ॥ (চিৎকার করে) না। সব বাজে কথা। দাদাভাই তোমার এই সেনাপতিটি আজকাল যখন তখন অন্তঃপুরে ঢুকছে

রাবণ ॥ নিরাপত্তার খাতিরে সেনাপতি হবে সর্বত্রগামী

বিভীষণ ॥ সরমার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক পাতিয়েছে

রাবণ ॥ অত্যন্ত বিবেচনার কাজ করেছ!

বিভীষণ ॥ দাদাভাই!

রাবণ প্রখর দেশের সেনাধ্যক্ষ সরমা অন্তঃপুরাধ্যক্ষ পরস্পরে সমন্বয় না থাকলে সুষ্ঠু প্রশাসন কি সম্ভব?

প্রখর ॥ সমন্বয় রেখে চলেছি রাজন

বিভীষণ ॥ সেনাপতিটি আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

রাবণ তোমার ঘুমের জোগাড় করছি ভাইটি। প্রখর, আজ থেকে তুমি সরমাকে চোখে চোখে রাখবে, তার পিছু পিছু ঘুরবে-একা একা যেন কখনো না থাকে-একা একা ছাতে উঠলে তুমিও ছাতে যাবে, ফুলবাগানে গেলেও-

প্রখর ॥ যথাজ্ঞা প্রভু-মাননীয় বিভীষণের যাতে রাতের ঘুম না ভাঙে আমি দেখব রাজন-

বিভীষণ ॥ (রাবণকে) তোমাকে আমি কী বলতে এলাম, আর কী ব্যবস্থা করলে তুমি!

প্রখর ॥ আপনি চিন্তা করবেন না মাননীয় বিভীষণ-

বিভীষণ ॥ (দাঁতে দাঁত ঘষে) তোকে একা পাবো না?

রাবণ ॥ চলো চলো প্রখর এখনই প্রতিরোধের পরিকল্পনা করতে হবে।

প্রখর ॥ আপনিও কি আসবেন মাননীয় বিভীষণ?

বিভীষণ ॥ না। তুই ঘুরে আয়...

[রাবণ ও প্রখর বেরিয়ে গেল হাঁসদুটো ডাক ছেড়ে বিভীষণের কাছে এলো সেই মুহূর্তে হনুমতীও দেখা দিল দিঘিপাড়ে]

হনুমতী ॥ ছোড়দার পোষা?

বিভীষণ ॥ কী রে কখন থেকে তার জন্যে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি

হনুমতী ॥ আমিও তো কখন এসে গেছি! শুধু দাদাভাই ছিল বলে সামনে আসতে পারছি না

বিভীষণ ॥ শোন হনুমতী তোকে যে জন্যে ডেকেছি-

হনুমতী ॥ বল

বিভীষণ ॥ দেখ তুই কেন এলি লঙ্কাপুরীতে, সীতা উদ্ধারে এসে কেন নিয়ে যাবি মন্দোদরীকে, এসব নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই। কাউকে বলছিও না কিছু আমার শুধু একটাই অনুরোধ, তুই আমাকেও হরণ কর। হরণ করে নিয়ে চল পঞ্চবটীতে আমি রামের দলে যোগ দেব।

দ্বিতীয় হাঁস ॥ প্যাঁ কা

বিভীষণ ॥ শোন বিনা যুদ্ধে সীতাকে ঘরে ফেরালে সেটা রামের সম্মানের পক্ষে মোটেই ভালো হবে না রাম যুদ্ধ ঘোষণা করুক লঙ্কার রাস্তাঘাট দিঘিমাঠ কোথায় কোনটা সব ইনফরমেশন আমি সাপ্লাই দেব লঙ্কার কতগুলো অস্ত্রাগার কোন অস্ত্রাগারে কত অস্ত্র-সব সব।

হাঁসদুটি ॥ প্যাঁকা প্যাঁকা

বিভীষণ ॥ আমার শুধু একটাই চাহিদা সেনাপতি প্রখরকে সর্বসমক্ষে বিবস্ত্র করে ওই সাগরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে রামকে। (হনুমতী ভাবতে থাকে) কি রে কি ভাবিছিস? রামকে বলে আমার এটুকু করে দিতেই হবে বোনটি

হনুমতী ॥ ছোড়দা যা বলছেন, ছোটবউদিরও কি সেই মত?

বিভীষণ ॥ আরে ছাড় তো ছটবদির মতামত মেয়ে মানুষের মত এ কান দিয়ে ঢোকাও, ও কান দিয়ে বার করে দাও প্রখরটাকে খসিয়ে দিলেই ঠাণ্ডা মোট কথা আমি রামের দলে ঢুকব। তুই ব্যবস্থা করে দে।

হনুমতী ॥ ছোটবউদি পড়ে থাকবে রাবণের দলে? ভাল দেখাবে না ছোড়দা।

[বাঁশি বাজিয়ে কালনেমি ঢোকে।]

কালনেমি ॥ আরে এসব রাজনৈতিক পালাবদলের কালে দুজনে দুদলে থাকলে আখেরে দুজনেরই সুবিধে

বিভীষণ ॥ এটা ঠিক বলেছ মামু রাম রাবণ যে পক্ষ হারুক জিতুক

কালনেমি ॥ নো প্রবলেম বাম জিতলে বিভীষণ বামকে ইনফ্লুয়েন্স করে সরমাকে দলে টেনে নেবে

হনুমতী । আর রাবণ জিতলে?

কালনেমি ॥ সরমার মাধ্যমে মুচলেকা দিয়ে দাদাভায়ের দলে ভিড়ে পড়বে

[হাঁসদুটি প্যাঁক প্যাঁক করে।]

সোজা কথায় রাজাবদলের সম্ভাবনা দেখা দিলে পরিবারের লোকজন দলে দলে ছড়িয়ে পড়তে হয় যে দল জিতুক, যে দল হারুক-পরিবারটি অপ্রতিরোধ্য (হনুমতীকে) তবে এ হট্টগোলের মধ্যে ভুলে যেও না ভাগ্নি আমারো একজনকে তমায় হরণ করতে হবে

বিভীষণ ॥ তোমার আবার কে কালুমামা?

কালনেমি ॥ (বিভীষণকে) ক্রমশ প্রকাশ্য। তবে যে দলেই ভেড়ো থাকবে-হাঁসেদের মতোই-জলেও আছি-স্থলেও আছি-আর হ্যাঁ পুকুর ছেড়ে উঠেই ডানা ঝেড়ে ফেলবে, যাতে এ পুকুরের জল ও পুকুরে না যায়'

[কালনেমি চলে গেল বাউলের বেশে গান গাইতে গাইতে ঢোকে সরমা গানের তালে নাচতে নাচতে হনুমতী চলে যায়]

সরমা ॥ আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না

ওগো চুল ভেজাব না আমি বেণী ভেজাব না..

আমি এ দলে আছি ও দলে আছি দুষ্টু মিষ্টি মৌমাছি

তলে তলে মধু খাব ঠোঁট রাঙাব না

সবার মাথায় মারিব টেক্কা, ঝক্কি নেব না....

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না ....

প্রখরকে বিবস্ত্র করে সাগরে ছোঁড়া হবে? তোমাকে নয় কেন? কেন নয় ভ্রাতা বিভীষণ?

[সরমা একটানে পাগড়িটা খুলে ফেলে। বিভীষণ ছুটে বেরিয়ে যায়। সরমা তাকে ধাওয়া করে নিষ্ক্রান্ত হয় হাঁসদুটো। প্যাঁক প্যাঁক করতে থাকে।]

▢ অঙ্ক ॥ দুই দৃশ্য ॥ তিন ▢

[আসরের একপাশে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে অতিকায় কুম্ভকর্ণ ঘুমোচ্ছে। হাসতে হাসতে ঢুকল বজ্রজ্বালা]

বজ্রজ্বালা ঘুমোচ্ছে জলহস্তীটা ঘুমোচ্ছে। একটানা ছমাস ঘুমোয়। ছমাস অন্তর একদিন জাগে। একদিনের জন্য জাগে সেদিন কাঁড়ি কাঁড়ি খাবে, গেল ছমাসে আমার যদি কোনও ছানাপোনা হয়ে থাকে তার গালে চুমুটুমু খাবে আমার সঙ্গে এককাঁড়ি খেলা

করবে দেশশুদ্ধ সবাইকে কাঁড়ি কাঁড়ি জ্ঞান দেবে নীতিশিক্ষা দেবে-রাবণরাজার রাজনীতির তুলোধনা করবে-তারপর? সন্ধেবেলা রাবণরাজা ভাইকে ওষুধ খাওয়াবে। তারপর? আবার ঘুম আবার ছমাস আবার চুপচাপ নিঃসাড় রাবণরাজা বলে কুম্ভকর্ণ আমার সুশীল ভ্রাতা আমার কাটে, কী নিয়ে বজ্রজ্বালার দিন মাস কাটে, জীবন কাটে, জীবন কাটে কী নিয়ে কী নিয়ে-

[কালনেমি ঢুকল।]

কালনেমি ॥ ওগো ও মেজগিন্নি তোমার বড়-জা দেখা করতে আসছেন গো

বজ্রজ্বালা ॥ কালুমামা তুমি আমার কলকে এনে দিলে না?

কালনেমি ॥ বাব্বাঃ মামাশ্বশুরের সঙ্গে কী বাক্যালাপ!

বজ্রজ্বালা আমার কলকে ফুরিয়ে গেছে কেন এনে দিচ্ছ না কালুমামা

কালনেমি ॥ বাড়াবাড়ি কোরো না আমার কি তোমায় কলকে এনে দেওয়ার কথা?

বজ্রজ্বালা ॥ বারে! তুমি আমার কলকে টানা ধরাওনি?

[বজ্রজ্বালা কালনেমির গলার চাদর ধরে টান মারে।]

কালনেমি ॥ তাতে কী হয়েছে? আমার ঠাকুর্দা আমার ভাইকে বোতল ধরিয়েছিলেন বাবা আমাকে ধরিয়েছেন আমি আমার সুযোগ্য পুত্রদের তা বোতল ধরানো মানে কি পরম্পরকে বোতল সাপ্লাই করা? গলা ছেড়ে দাও, এরকম করলে তো কেউ কাউকে কিছুই ধরাবে না। জগতে নেশার পরম্পরাই থাকবে না

[মন্দোদরী ঢুকছে। সে আজ জবুথবু নয়। খুশিতে ঝলমল করছে]

মন্দোদরী ॥ কই কই কই? আমার মেজোবোনটি কই? আমার জ্বালা কই রে জ্বালা?

বজ্রজ্বালা ও বড়দিভাই তুমি এই লক্ষ্মীছাড়ি হতচ্ছাড়ির ঘরে কেন এসে গো? আমার ঘরে কি মানুষ আসে?

কালনেমি ॥ বলেছিলাম সারা ঘরে থিকথিক করছে কলকেপোড়া বোঁটকা গন্ধ। বজ্রজ্বালার ঘরে কি একটা জ্বালা? বজ্র এবং জ্বালা দুটোই আছে, সহ্য করতে পারবে না'

মন্দোদরী ॥ পারব, পারব, আজ আমি সব পারব মামাবাবু ও জ্বালা, আমি যে আজ আমার জীবনদেবতার ডাক পেয়েছি রে, তোর কাছে বিদায় নিতে এলাম

বজ্রজ্বালা ॥ কোথায় যাচ্ছ গো, বাপের বাড়ি?

কালনেমি ॥ তুমিও যেমন মেজোগিন্নি বলছে জীবনদেবতার ডাক। বাপের বাড়ি কি জীবনদেবতার বাড়? জীবন অপদেবতার বাড়ি বড়দিভাই তাঁর মনের ময়ূরের অভিসারে যাচ্ছে।

বজ্রজ্বালা দেখো কালুমামা, সম্পর্কে তুমি আমাদের অনেক বড়। আর আমাদের বড়দিভাইও বড় বড় ছেলেপুলের মা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না। এই বলে দিলাম

মন্দোদরী ॥ নারে মামাবাবুকে বকিস নে ভাই। ঠাট্টা না, এই দেখ আংটি পাঠিয়েছে

বজ্রজ্বালা । এটা তো নয়নতারা আংটি' কে পাঠালো গো তোমার কাছে?

মন্দোদরী ॥ বলুন না মামাবাবু

কালনেমি ॥ বলো তো কে? নয়নতারা হচ্ছে ভালবাসার অভিজ্ঞান। বলো তো লঙ্কেশ্বরীকে কে জানালে ভালবাসা?

বজ্রজ্বালা ॥ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না বড়দিভাই।

মন্দোদরী ॥ লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেলি মামাবাবু-পাগলটা আজ আমাকে হরণ করবে রে জ্বালা একেবারে ক্ষেপে উঠেছে হনুমতীকে পাঠিয়েছে।

বজ্রজ্বালা তোমাকে হরণ করবে? (হেসে কুটিপাটি) ওমা কে? কেন?

মন্দোদরী ॥ হাসছিস যে বড়া নেশাড়ুদের সঙ্গে প্রাণের কথা বলতে নেই। চলুন তো মামাবাবু

বজ্রজ্বালা সারা জীবনে যত নেশা করেছি সবই কেটে যাচ্ছে গো বড়দিভাই। বোঝো না, তোমায় কেন হরণ করবে? ওসব করে কঁচি কাঁচা মেয়েদের

[অধিকারী ও সাথীরা ঢোকে]

অধিকারী যিনি আপনাকে নয়নতারা আংটি পাঠিয়েছেন সেই রাজকুমার রামচন্দ্র কি আপনার গেঁটে বাতের কথা জানেন? জানেন আপনার হাঁটু বদলাতে হবে?

মন্দোদরী ॥ ওগো সে বাত আর নেই গো অধিকারীমশাই, সারা গায়ের বাতের ব্যথা পরিষ্কার

কালনেমি ॥ তবে? অনাদরে গেঁটে বাত-সমাদরে কিঞ্চিৎমাৎ হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। একবার পৃথিবীকে চমকে দাও দিকিনি বড়গিন্নি.

[মন্দোদরী ধিনধিন করে লাফায়। আচারীবাবা ঢুকছে-]

আচারীবাবা একি একি মহারানি। তুমি এখানে? এই অশুচি কক্ষে, কুসঙ্গে? সকালবেলা সোয়ামির ধ্যান করেছ? পতিগুণস্তব করেছ? মনে মনে পতিচরণে গন্ধপুষ্প অর্পণ করেছ?

মন্দোদরী ॥ আই-আই-গোসাপটা আমাকে আচার শেখায় ভাগাড়ের বেম্মদত্যিটাকে দ্যাখ দিনরাত কানের স্তোত্র পাঠ করে করে আমাকে একেবারে পঙ্গু করে রেখেছে বো লম্পট পতি ওদিকে সমুদ্দুর পেরিয়ে গিয়ে লোকের বউ টেনে আনছে-আর এই বেম্মদত্যিটাকে মাইনে দিয়ে রেখেছে আমায় সতীধর্ম পড়াতে দ্যাখ বেম্মদত্যি দ্যাখ আমি এক্কাদোক্কা খেলছি দ্যাখ

বজ্রজ্বালা ॥ দ্যাখ ...দ্যাখ ...দ্যাখ ...

মন্দোদরী ॥ দ্যাখ, এক্কা-এক্কা-এক্কা। দোক্কা-দোক্কা-দোক্কা ...

আচারীবাবা একি একি একি। ঘোর ব্যভিচার মহারানি। তোমার বয়সে-

মন্দোদরী ॥ চুপ, বয়স কীরে? কে বললে আমি মহারানি? আমার বয়স হয়েছে? আমার এখনও বিয়েই হয়নি

বজ্রজ্বালা ॥ আমারো হয়নি-

মন্দোদরী ॥ ওই ছেলেপুলেগুলো ওরা কেউ আমার না, আমি কুমারী আমি বালিকা

বজ্রজ্বালা ॥ আমিও'

[মন্দোদরী ও বজ্রজ্বালা হাত ধরাধরি করে দুলে দুলে ছড়া বলে-]

মন্দোদরী ও বজ্রজ্বালা ॥ ওপারেতে কুহু কুহু ডাকতে লেগেছে।

এপারেতে বুকের মাঝে হু হু করেছে

আচারীবাবা ॥ (চোখ কপালে উঠেছে) ওপারেতে কুহু কুহু....

এপারেতে হুহু হুহু....

অধিকারী না না এখানে না জ্ঞান হারাতে হয় নিজের বিছানাতে গিয়ে হারাও এখানে একটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়েছে আর জায়গা হবে না, অন্যখানে দ্যাখো।

আচারীবাবা ॥ ওপারেতে কুহু কুহু.. এপারেতে হুহু হুহু....

[আচারীবাবা দুহাত ছড়িয়ে উড়োজাহাজের মতো টাল খাচ্ছে। অধিকারী তাকে ঠেলে বার করে দেয়]

বজ্রজ্বালা . তোমার মতো আমাকেও যদি কেউ হরণ করত বড়দিভাই! এ ঘুমন্ত ঘরে আরেক দণ্ডও আমার সয় না গো. দেখো একদিন আমিও ওই মানুষটার মতো ঘুমিয়ে পড়ব আমায় নিয়ে চলো না বড়দিভাই।

কালনেমি ॥ যাবেই? কিন্তু সে রাজপুত্তুর কি তোমায় পছন্দ করবে গো? যে পরিমাণ কলকে টানো

বজ্রজ্বালা ॥ আমি ভালো হয়ে যাব মামাবাবু

মন্দোদরী ॥ না না ভালো হোস না। ভালো হয়ে গেলে যদি আমার মানুষটা আবার তোর দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে? সে যে আমার জ্বালার ওপর জ্বালারে জ্বালা!

কালনেমি ॥ যাও, ঝপ করে চান করে দুই জায়ে গায়ে গন্ধ ছড়িয়ে এসো দিকি। তোমাদের ময়ূরপঙ্খীতে তুলে তো দি, তারপর কে বেশি কে কম পরে বুঝে নিও। হরণ যদি হতেই হয়, আভি হও জলদি হও।

বজ্রজ্বালা ॥ ময়ূরপঙ্খী?

মন্দোদরী ॥ হ্যাঁরে আমরা যাব ময়ূরপঙ্খী নায়ে, মনপবনের টানে-

বজ্রজ্বালা ও মন্দোদরী ॥ মন পবনের টানে বে-ছুটি কাহার পানে রে-

কালনেমি ॥ তবে হ্যাঁ গিন্নিমারা মনে রেখো তোমাদের সঙ্গে কিন্তু আমারো একজন যাবে

বজ্রজ্বালা ॥ ঘুমোও জলহস্তী ঘুমোও। জেগে উঠেই দেখো-

মন্দোদরী ॥ ময়ূরপঙ্খী বহুদূর...

[মন্দোদরী ও বজ্রজ্বালা হাত ধরাধরি করে ছুটে বেরিয়ে গেল।]

কালনেমি ॥ যাই এবার বড় ভাগ্নের কাছে যাই। ভাগ্নেবউদের গৃহত্যাগের সংবাদটা দি গিয়ে

অধিকারী ॥ সে কী কালুমামা, তুমি রাজাকে এসব কথা বলবে নাকি?

কালনেমি ॥ বলব না? রানিরা বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে, এতবড় দুঃসংবাদটা দেব না? বড়ভাগ্নের চওড়া বুকে একটু জ্বালা ধরাবো না?

অধিকারী ॥ তাহলে বউদুটোকে খ্যাপালে কেন?

কালনেমি ॥ মাত্র কদিন আগে জীবনে প্রথমবার কন্যাসন্তানের বাপ হয়েছি। কন্যাদের অন্তরের চাওয়াপাওয়াকে মর্যাদা দেওয়া আমার কর্তব্য পালার মধ্যে মাথা না গলিয়ে নিজের কাজ করগে যাও তো যাও-

[অধিকারী ও সাথীরা চলে যায়। হনুমতী ঢোকে।]

হনুমতী মামু-

কালনেমি ॥ কী হল?

হনুমতী ভয় করছে। আমার কী হবে মামু?

কালনেমি ॥ কী হবে কেন? মন্দোদরী হরণে এসে বজ্রজ্বালাকেও পেয়ে যাচ্ছিস। এখানে জোড়া হরণ সেখানে ডবল পুরস্কার

হনুমতী ডবল ক্যাণ্ডানি হুঁ, একজনের বাত, একজনের কলকে তুমি কি ভাবছ, রামচন্দ্র তোমাদের মহারানিকে হরণ করতে বলেছিল?

কালনেমি ॥ বলেনি?

হনুমতী । দূর! ও তো আমি ফলস দিয়েছি।

কালনেমি ॥ ফলস দিয়েছিস? নয়নতারা আংটি?

হনুমতী । ফলস

কালনেমি ॥ ওটাও ফলস?

হনুমতী আসল আংটি ছাড়ি নাকি? সেটা ছেড়ে দিলে আমার সই আমায় চিনবে কী করে? আমি যে তার বরের বন্ধু তা বুঝবে কেমন করে?

কালনেমি ॥ ও-ও। আসলটা তোর সঙ্গে রয়েছে?

হনুমতী বউ দুটোর হাত থেকে বাঁচাও মামু, আসলটা তোমায় দিয়ে যাব মামু-

কালনেমি ॥ থাক ভাগ্নি আমার লাগবে না আমি বরং তোমার সইকেই ডেকে আনছি। নিশ্চয় আসল নয়নতারা পেলেই তোমার ময়ূরপঙ্খী নায়ে চড়ে বসবে।

হনুমতী । আমার সাতজন্মের মামু গো।

কালনেমি ॥ দাঁড়াও আগে এজন্ম তো পার হও আমি না ফেরা পর্যন্ত বসে থাক কেউ যাতে এখানে ঢুকতে না পারে এই দরজায় তালা লাগিয়ে যাচ্ছি কেমন?

[কালনেমি মূকাভিনয়ে কল্পিত দরজায় তালাচাবি দিয়ে কল্পিত ছিদ্রপথে চোখ রেখে বলে]

এই যাবো আর তোর সইকে নিয়ে ফিরবো ততক্ষণ বসে বসে কুম্ভকর্ণদাদার নাকডাকা শোন বুঝলি তো ভাগ্নি?

[কালনেমির প্রস্থান।]

হনুমতী বুঝেছি কী বুঝেছি? বুড়োটার গলাটা কীরকম বেয়াড়া ঠেকল না? হঠাৎ তালা ঝোলাল কেন? কেউ যাতে ঢুকতে না পারে। মানে? আমিও যে বেরোতে পারব না (হনুমতী কম্পিত দরজায় ঘা দেয়) মামু মামু শোনো তাঁদোড় বুড়োটা দিয়েছে আটকে কী করি এখন? মামু (কুম্ভকর্ণকে) ও দাদা, কুম্ভকর্ণদা, আরে দরজাটা ভেঙে দাও না, তুমি পারবে ও জেঠুমণি হাতও লাগবে না তুমি আঙুল ঠেকালেই ভেঙে পড়বে ও ঠাকুরদা তোমার নাতনিকে একটু সাহায্য করো না বেয়াইমশাই ওরে কুম্ভরে, বাঁচা রে ও অধিকারী ও অধিকারীমশাই-পারলাম না গো-এবারে যে সীতা সীতা যমের বাড়ি-

[অধিকারী ও সাথীরা ঢোকে]

অধিকারী ও সাথীরা ॥ ও বাপুরে পড়েছি ঝাঁপুরে

প্রাণ যায় বেঘুরে

গান গাই বেসুরে

শো কুম্ভ পাশ ঘুরে

ঢুকে যাই হাঁটু মুড়ে ..

[দিশা পেয়ে যায় হনুমতী হামাগুড়ি দিয়ে কুম্ভকর্ণের কম্বলের নিচে ঢুকে যায়। সীতাবেশী রাবণ ও কালনেমি আসে।]

কালনেমি ॥ এসো এসো মা সীতা, আহা কতো নির্যাতন সহেছো মা রাবণের বাগানবাড়িতে মাগো তোর কোমল অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত তবে হ্যাঁ, এও শুনে রাখো মা এর জন্যে ব্যাটা রাবণকে সাজা পেতেই হবে। ওর গোঁপ কামিয়ে শাড়ি ব্লাউস পরিয়ে সর্বসমক্ষে না দাঁড় করিয়েছি যদি, আমার নাম কালনেমি মামাই নয়-

রাবণ কে? কে? এক এলি তুই? আর্যপুত্র বীরচূড়ামণি রামচন্দ্র কাকে পাঠাল তব প্রাণের সীতুর সন্ধানে? কই, কই আমার সই কই, আমার সই হনুমতী? কোথায় সেই নয়নতারা অঙ্গুরীয়? অঙ্গুরীয়ে লেগে আছে আমার রঘুমণির গায়ের গন্ধ-(কর্কশ গলায়) কই, তোমার হনুমতী কই হে মামা কুম্ভকর্ণের ঘরে কুম্ভকর্ণ ছাড়া কেউ তো নেই!

কালনেমি ॥ তাই তো

রাবণ ॥ তাই তো মানে?

কালনেমি ॥ সেই তো তালা লাগিয়ে বসিয়ে রেখে গেছি, তোমার সামনে তালা খুলেই ঢুকলাম। এর মধ্যে যে ভোজবাজি হয়ে যাবে

রাবণ নিকুচি করেছে তোমার ভোজবাজির তাড়াতাড়ি আমাকে মেয়েছেলে সাজালো ব্যক্তিত্বের যেটুকু যা অবশিষ্ট ছিল, শাড়ি সায়া পরিয়ে দিল বারোটা বাজিয়ে

কালনেমি ॥ ভাগ্নে তুমি ব্যক্তিত্ব চাও না মহিলা চাও? দুটো একসঙ্গে পাবে না। বললাম না, সীতা ছাড়া কারোর সামনে আসল আংটি বার করবে না। তাই না শাড়িসায়া পরিয়ে সীতা সাজানো। নয়নতারা পেলে দেখতে এতোক্ষণ সীতা তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ত

রাবণ আর ঝাঁপিয়েছে বুদ্ধি করে হনু ছুঁড়িটার ঘেঁটি ধরে আমার কাছে নিয়ে যেতে পারলে না তুমি? নয়নতারা দেবে না কাপড়কাচা পাটাতনের ওপর ফেলে দুবার আছাড় মারলেই.....

[কুম্ভকর্ণের কম্বলের নিচে হাউমাউ করে উঠল হনুমতী]

কালনেমি ॥ আজ কুম্ভকর্ণর কী হয়েছে বলো তো অন্যদিন নিশ্চুপ ঘুমোয়

রাবণ ॥ আরে ছাড়ো কুম্ভকর্ণ। হনুমতীটাকে হাতে পেয়েও

কালনেমি ॥ ভাগ্নে মাথাটা ঠিক খোলেনি। মাথায় তখন আর একটা চিন্তা বেঁধে গেছে তোমার মন্দুকে নিয়ে স্বর্ণলঙ্কার মহারানি কিনা হরণ হচ্ছে

রাবণ হরণ হচ্ছে কে মন্দু? নাকি? এ তক্ষণ সুখবর দাওনি তুমি!

কালনেমি ॥ এটা সুখবর

রাবণ নয়? রানিকে হিংসে করেই না সীতু আমার হাতে ধরা দিচ্ছে না আমার দিকে পা ছুঁড়ছে। মন্দু সরে যেতে বুঝবে, সেই হবে স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর ব্যস চটপট ধরা দেবে কে হরণটা করছে কে? আমার এরকম উপকারটা করছে কে পরমবন্ধুটি আমার কে

[আচারীবাবা ঢুকল।]

আচারীবাবা ওপারেতে কুহু কুহু এপারেতে হুহু হুহু কই মহারাজ কই? শুনলাম রাজন এঘরে ঢুকেছেন?

রাবণ আচারীবাবা এসবই তোমার পুণ্যকর্মের ফল এসো বুকে এসো।

আচারীবাবা ॥ আরে আরে অশুচি নারী স্থূলাঙ্গিনী স্ফীতনাশা প্রেতিনী, আমায় বুকে টানলি! (রাবণের গালে চড় বসিয়ে) স্বর্ণলঙ্কার আজ ঘোর অমঙ্গল রামচন্দ্রের হাতে মহারানি হরণ!

[আচারীবাবা বেরিয়ে যেতে চায়। রাবণ তাকে টেনে ধরে।]

রাবণ কে? কে হরণ করছে? রামচন্দ্র? দুরাচার লম্পটা ব্যভিচারী রাঘব, তোর এত অধঃপতন! করিস কিনা পরস্ত্রী হরণ তুই বদলা নিতে আসিস! জগতের আর কেউ হলে সে হত পরম বন্ধু কিন্তু আমার বিরোধীপক্ষ যখন হরণ করছে, চাই সর্বাত্মক প্রতিরোধ!

[কুম্ভকর্ণের নাকডাকার আওয়াজ হয়।]

কালনেমি ॥ কম্বলটা ছটফট করছে কেন? আমার মেজভাগ্নে তো যে কাতে শোয়, সেই কাতে জাগে। ভাগ্নে, ছাড়ো দেখি আরেকটা গর্জন

রাবন ॥ কুম্ভরে, ওঠ জেগে-

[মাত্রাছাড়া নাকডাকা হয় হনুমতী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে আসে]

কালনেমি ॥ বাব্বা বলিহারি বটে আমার মেজোভাগ্নের ঘুম! একটা ডবকা মেয়ে তোর কম্বলের তলে তাতেও কোনও তাপ উত্তাপ নেই। যে কাতে সেই কাতে!

রাবণ ॥ দে, নয়নতারা দে

হনুমতী । নেই

রাবণ ॥ আছে!

হনুমতী । ফলস দিয়েছি।

রাবণ ॥ আসলটা..

হনুমতী । সেটাও ফলস।

কালনেমি ॥ তোর আসলটাও ফলস?

হনুমতী সবটাই ফলস। রামচন্দ্র আমার পাঠায়নি। আমি তাকে দেখিইনি শুধু নাম শুনে চলে এসেছি (কেঁদে রাবণের পায়ে পড়ে) আমি মাধবচন্দ্র তস্কর কোম্পানির লোক আমায় ছেড়ে দাও। আর কোনওদিন আসব না।

[হনুমতী পিঠে পা চাপায় রাবণ।]

রাবণ ॥ অশোককাননের চাবি চাই না তোর?

হনুমতী । না না ...

রাবণ ॥ না কেন? এই যে আমার কোমরে বাঁধা রয়েছে নে, খুলে নে।

[হনুমতীর চাবির জন্য হাত বাড়ায় তক্ষুনি পায়ের চাপ বাড়ায় রাবণ।]

হনুমতী । বাবাগো

[মন্দোদরী ঢোকে।]

মন্দোদরী ॥ (সুর করে) ময়ূরপঙ্খী নায়ে রে মনপবনের টানে রে ও মামাবাবু আমাদের ময়ূরপঙ্খী ছাড়বে কখন

কালনেমি ॥ (রাবণের ভয়ে তটস্থ) আস্তে আস্তে!

মন্দোদরী ॥ সত্যি মামাবাবু আপনি ছিলেন বলেই মুক্তি মিলছে-জীবন নতুন করে শুরু হচ্ছে

কালনেমি ॥ আস্তে আস্তে (রাবণ কালনেমির চুল টেনে ধরে) আস্তে আস্তে

রাবণ ॥ কেলো, এই তোমার মামাগিরি ...

[বজ্রজ্বালা ঢোকে]

বজ্রজ্বালা ॥ বড়দিভাই, ওই দেখ বাক্সুসিটা আমাদের হনুমতীকে মেরে ফেলছে গো।

মন্দোদরী ॥ তাই তো মার তো ধুমসিটাকে মেরে থেঁতো করে দে।

[বজ্রজ্বালা মঞ্চের ঘড়াটা তুলে এনে সপাটে রাবণের ওপর চালায় অধিকারী মত্ত ব্যবহারে বাধা দিতে গিয়ে এক ঘা খেলো অধিকারীর দল আসর ছাড়তে বাধ্য হলো।]

রাবণ ॥ ওরে কুম্ভ, ওরে বিভীষণ ভাইটি ...

[বিভীষণকে তাড়া করে খোলা তরবারি হাতে সরমা ঢোকে।]

বিভীষণ ॥ দাদাভাই.. দাদাভাই....

বজ্রজ্বালা ॥ কী রে ছোট, তুইও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলি?

সরমা ॥ হ্যাঁ মেজদি, এই মুহূর্তে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে....

বজ্রজ্বালা ॥ সেটা আবার কী?

সরমা ॥ কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম'

[সরমার তরবারির সামনে রাবণ বিভীষণ বেসামাল। শাড়ি আর সামলানো যায়নি। রাবণ স্বমূর্তিতে হুড়মুড়িয়ে পড়ল কুম্ভকর্ণের ঘাড়ের ওপর। কালনেমি ও আচারীবাবা পালাল।]

রাবণ ওরে কুম্ভ, ওরে আমার সুশীল ভাইরে দ্যাখ দুঃশীলারা কী কাণ্ড করছে'

[কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে। অকালে জাগ্রত কুম্ভকর্ণ উঠে দাঁড়াল ও রাবণ ও বিভীষণের ওপরেই যথেচ্ছ হাত পা ছুঁড়তে লাগল এই ফাঁকে রাবণের কোমরের চাবিটা হস্তগত করল হনুমতী। বিভীষণকে পায়ে চেপে রাবণকে বগলদাবা করল কুম্ভকর্ণ]

হনুমতী পেয়ে গেছি অশোকবনের চাবি আমি ফেলাস, কিন্তু এ চাবিটা তো আসল'

মন্দোদরী ॥ চল্ চল্ আগে সীতাকে মুক্ত করি।

[হনুমতী ও তিন বউ ছুটে বেরিয়ে গেল এবং অন্ধকার হলো এবার নতুন আলোয় সীতাকে নিয়ে হনুমতী ফিরে এল আসরে আর ময়ূরপঙ্খী নাওটি ও এসে পৌঁছল অদূরে।]

চল সই, পঞ্চবটী বনে তোর বিরহী বর তোর পথ চেয়ে আছে। ওঠ আমার ময়ূরপঙ্খীতে-তোর মনের মানুষের কাছে পৌঁছে দিই তোরে

সীতা ॥ না সই, মনের মানুষ বলে জীবনে কাউকে এখনও পাইনি। আর তুমি যার কাছে যেতে বলছ, তার আর ফিরব না।

হনুমতী । সে কী? অবাক করলি সীতা'

সীতা ॥ শোন সখি এপারের বন্দিদশায় পড়ে বুঝেছি, ওপারেও তাই ছিলাম আমি চারপাশে গণ্ডি কাটা ছিল আমার গণ্ডির বাইরে পা বাড়াতে পারব না হাত বাড়াতে পারব না, পারব না কথা বলতে হাসতেও মানা (আকাশে ভয়াল পাখির ডাক) সেই পাখিটা-সখি মাথার ওপর আকাশে ঘুরে ঘুরে গণ্ডি কাটতো সেই মাংসলোভী পাখিটা! ডাকলে ভয়ে কাঁপতাম, না জানি সেই পুরুষের কাছে কী অপরাধ করে ফেললাম'

[সীতার কথা শুনতে শুনতে আসরে এসেছে মন্দোদরী বজ্রজ্বালা সরমা।]

মন্দোদরী ॥ আমাদের ভয় ...

বজ্রজ্বালা ॥ আমাদের আতঙ্ক ..

সরমা ॥ আমাদের লজ্জা...

সীতা ॥ না সখি, আর ফিরতে বলিস না-

মন্দোদরী ॥ আর বাঁধন মানবো না। চলো সখি তোমার ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে এমন কোন দেশে গিয়ে পৌঁছই-

বজ্রজ্বালা ॥ যেখানে আমাদের কোনও প্রভু নেই, প্রতারণা নেই....

সরমা ॥ ভালোবাসার অপমৃত্যুও নেই...

মন্দোদরী ॥ চলো, তেমন কোনও দেশে, তেমন কোনও কালে....

বজ্রজ্বালা ॥ আর কোনও দেশে, আর কোনও কালে....

সরমা ॥ হোক না কেন বহু বহু দূরে...

হনুমতী ॥ তবে সখীরা ওঠো আমার নায়ে ...

[কাপড় জড়ানো শিশুটিকে কোলে নিয়ে কালনেমি ছুটে এল]

কালনেমি ॥ দাঁড়া দাঁড়া... আমার মেয়েটাকে নিয়ে যাবি না?

[কালনেমির হনুমতীর হাতে শিশুটিকে তুলে দেয়।]

তোদের সঙ্গে থাকলে খুব বড় জায়গায় উঠবে মেয়েটা-কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[অথৈজলে ময়ূরপঙ্খী দুলছে, ময়ূরপঙ্খীর পাঁচ রমণী পিছন ফিরে তাকায় না তারা গাইছে-]

পঞ্চকন্যা । ও আকাশ ও পারাবার

অসীম অপার

বল এবার

আমি কবে হব আমার

যবনিকা

ওই চাঁদ

চরিত্রলিপি

চাঁদ

ধ্রুবতারা

তারাবুড়ো

টিয়ে

বৃহস্পতি

কেতু

শনি

রাহু

লেটু

কর্মচারী ১

কর্মচারী-২

চাঁদের মা

মঞ্জরী

ওই চাঁদ

উৎসর্গঃ মৈনাক ও চকোরী

রচনাকাল ২০০৭

পুনর্নবীকরণ ও প্রথম প্রকাশ 'প্রতীচী' শারদীয়া ২০১১

ওই চাঁদ

▢ অঙ্ক ॥ এক ▢ দৃশ্য ॥ এক

[দৃশ্য এবং কাল যে যেমন দেখতে পায়। অন্তরালে দুটি কণ্ঠস্বর]

নেপথ্যে কণ্ঠ ১ ॥ অ্যাটেনশন অ্যাটেনশন! অ্যাটেনশন! আর্থ টু মুন রকেট - আর ইউ রেডি ফর লঞ্চিং?

নেপথ্যে কণ্ঠ ২ ॥ (জবাবে) রেডি! রেডি রেডি! মুন রকেট রেডি ফর লঞ্চিং রেডি ফর লঞ্চিং

নেপথ্যে কণ্ঠ ১ ॥ আর্থ টু মুন রকেট, ইউ হ্যাভ টুয়েন্টি মিনিটস টু গো এনি প্রবলেম?

নেপথ্যে কণ্ঠ ২ ॥ নো প্রবলেম! নো প্রবলেম! নো প্রবলেম!

নেপথ্যে কণ্ঠ ১ ॥ ও-কে! ও-কে! ইউ হ্যাভ নাইনটিন মিনিট্স টু গো!

[বছর ত্রিশ বয়সের দুঃস্থ মলিন বোকাসোকা চেহারার টিয়ে পিঠে একটা পেটমোটা ঝুলি গুটি গুটি পায়ে দৃশ্যে দেখা দিতেই আড়ালের ইংরেজি কণ্ঠ সরাসরি অটো স্ট্যান্ডের গেঁদা বাংলায় ঢুকে গেল]

নেপথ্য কণ্ঠ ২ ॥ . আর মাত্তর আঠারো মিনিট মাত্তর আঠারো মিনিট তার পরেই পৃথিবী ছেড়ে হু উ উস করে উড়ে বেরিয়ে যাবে চাঁদের রকেট আসেন আসেন কে যাবেন.. বাংলাবাজারে ছেড়ে কে যাবি ভাই চাঁদের দেশে

নেপথ্য কণ্ঠ ১ পা চালিয়ে আয় ভাই ছেড়ে যাচ্ছে সাড়ে সাতটার পক্ষীরাজ ন টা একচল্লিশের আগে আর কোনও রকেট পাবি না কিন্তু.... কী রে যাবে নাকি ভাই... তুই কে র্যা?

টিয়ে ॥ টিয়ে-টিয়ে-আমি টিয়ে!

[চারদিকে তাকিয়ে টিয়ে যখন ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছে হাতমাইক ফুঁকতে ফুঁকতে দেখা দিল রকেটের কর্মচারী]

কর্মচারী ১ ॥ চল টিয়ে চল-এক হপ্তার ট্যুর দেওয়ালি কাটিয়ে আসবি চাঁদের দেশে. যদি ফিরতে আর মন নাই চায় ভাই, সে ব্যবস্থা করে দেব সস্তায় জমি কিনিয়ে দেব, পুরোপুরি থেকে যেতে পারবি কী ভাবছিস ভাই টিয়ে, পড় উঠে পড় আর মাত্তর ষোলো মিনিট মাত্তর ষোলো গেল গেল হাতের বাইরে বেরিয়ে চলে গেল সুযোগ

[টিয়ে মনস্থির করে রকেটের দিকে এগোতেই, উল্টো দিকে এসে দাঁড়ায় আর এক যাত্রীবাহী রকেটের কর্মচারী তার হাতেও মাইক]

কর্মচারী ২ ॥ গেল ছেড়ে গেল শ্রীকুণ্ডুবাবুর রকেট খাওয়া থাকার সুবন্দোবস্ত. ভি-আই-পি ক্লাস সস্তার ক্লাস সস্তার ক্লাসে আরাম করে জানালার ধারে বসতে পাবে চলো দাদা চাঁদে চলো .. (গান ধরে) বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই .. মাগো আমার শোলক-বলা কাজলাদিদি কই,

[হাতে কাঁধে ব্যাগপত্তর ঝুলিয়ে জমির দালাল খেঁটু পাল ঢোকে।]

খেঁটু ॥ (কর্মচারী ১ কে) কীরে, আমার সিটটা আছে তো?

কর্মচারী ১ ॥ এই খেয়েছে। খেঁটু দা, তুমি কি নীচে?

খেঁটু ॥ মানে? দেখতে পাচ্ছিস না?

কর্মচারী ১ ॥ আমরা জানি, তুমি এখন চাঁদে রয়েছ।

খেঁটু ॥ সিট ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?

কর্মচারী ১ ॥ তাল ঠিক রাখতে পারবনি গো খেঁটু দা এতো ঘন ঘন যাতায়াত করো না-

খেঁটু ডোবালিরে শালা! ওদিকে বিগ বসেরা খেঁটু-খেঁটু জমি-জমি করে ফোনে চেল্লাচেল্লি করছে-কোথায় জমি-তাড়াতাড়ি গিয়ে খুঁটি পুঁতে জমির দখল পাকা করতে হবে।

কর্মচারী ২ ॥ খেঁটু দা আমাদেরটায় এসো।

খেঁটু ॥ তোদের সিঙ্গল সিট হবে? হাত পা ছড়িয়ে শোয়াবসা যাবে?

কর্মচারী ২ ॥ এসো না তুমি, করে দিচ্ছি-

[কর্মচারী ২ খেঁটু পালকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। শ্রী কুণ্ডুবাবুর স্পেশাল রকেটটিকে পছন্দ হয় টিয়ের সেদিকে ছোটে]

কর্মচারী ১ ॥ (টিয়েকে) আরে ফিরে আয়, বেকার গান শুনে পেট ভরবে? তোর মতো খেড়ে খোকাদের জন্যে হাফ টিকিট আচ্ছা তাও না তোর কোয়ার্টার কাটলেই হবে তবে? স্পেশাল ফেস্টিভাল কনসেশন। যাতায়াতের একপিঠ কাটলেই হবে।

[ও পথ ছেড়ে টিয়ে এধারে আসে....। কর্মচারীই ২ ফিরে আসে।]

কর্মচারী ২ ॥ আমাদের এখন কোনো পয়সাই লাগবে না নতুন স্কিম, পেয়েবল হোয়েনেবল জীবনে দাঁড়িয়ে গিয়ে যা পাবিস দিসরে ভাই না পাবিস তো খালি টপ আপ ভরে ভরে জীবন কাটিয়ে দিস ভাই

কর্মচারী ১ আরে টপ-আপ কী দেখাচ্ছিস রে?

কর্মচারী ২ ॥ পরের যাতায়াতে টিকিট কেটে আমার রকেট চাপলে বকেয়া মকুব। সেটাই টপ-আপ।

[টিয়ের হাত ধরে টানে কর্মচারী ২।]

কর্মচারী ১ ॥ (টিয়ের আর এক হাত টেনে ধরে) এ রুটে রকেট চালানো বন্ধ করে দেব।

কর্মচারী ২ ॥ সেই বসন্তকাল থেকে কিন্তু তুই আমার রকেটের প্যাসেঞ্জার টানছিস।

কর্মচারী ১ ॥ ইউনিয়ন আমাদের রকেট তোমার পকেটে পুরে দেব। (টিয়েকে টানে) আয় না শালা

কর্মচারী ২ ॥ অনেক চমকেছো এতকাল। এবার ফোটো! চাঁদের লাইনে ঝ গুবাজি ভুলে যাও চাঁদ

[চেল্লামেল্লি যখন হাতাহাতির দিকে গড়াচ্ছে, বৈঠকখানা বাজারের মাছউলি মঞ্জরী ছুটে এসে দুজনের মাঝখান থেকে টিয়েকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল। মঞ্জরীর বয়েস বড়জোর বাইশ-তেইশ]

মঞ্জরী শালা এখানে এসে ভিড়েছিস মাছের আঁশ না ছাড়িয়ে দামড়া তুমি এখানে ঢুকে লড়ালড়ি বাঁধিয়েছ।

[দুই কর্মচারী চেঁচামেচি করতে করতে বেরিয়ে গেল।]

সারা বৈঠকখানা মার্কেটে টিয়ে-টিয়ে করে গলার শিরে অম্মার ছিঁড়ে যাবার দাখিল চল

টিয়ে ॥ আমি তোমার পচা মাছের আঁশ ছাড়াতে পারব না।

মঞ্জরী পচা? বৈঠকখানা বাজারের মঞ্জরীর মাছ পচা? ওরে তোরে কাটলেও ততটা রক্ত বেরোবে না, মঞ্জরী মাছউলির বঁটিতে বেলেমাছ কাটলেও গলগল করে যতটা বেরুবে।

[পূর্ণ যুবতী মঞ্জরীর একটা দুষ্টু হাসি আছে আর সেই হাসিটা যে কখন ফিক করে মুখ বাড়াবে, সে নিজেও তা জানে না। যেমন এখন হল... মঞ্জরী হেসে ফেলেই বলল...]

কেমন কাতলার রক্তটা কায়দা করে বেলের মধ্যে চালান করি দেখেছিস তো? চল টিয়ে চল, খদ্দেররা দাঁড়িয়ে রয়েছে না দেড় কেজি পার্শের পেট চিরে রেখে এসেছি- তুই শুধু টিপে টিপে পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে দিবি। সব দিতে হবে না খদ্দেররা এধার ওধার চাইবে, তুই পাঁচটা করে দিবি, দুটো করে দিবি না।

টিয়ে ॥ দূর মদনা!

[দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে মঞ্জরীর চোখে।]

মঞ্জরী ॥ টিয়ে আমি না তোর মালকিন। ফের যদি...

টিয়ে ॥ দূর মদনা!

মঞ্জরী মুণ্ডু তোর দুখানা করে দেব টিয়ে ধুমসো শয়তান, শহরের রাস্তায় এর ওর কাছে পেটানি খেয়ে মরছিলি ধরে এনে আঁশ ছাড়াবার কাজটা দিয়েছিলাম বলে বেঁচে গেলি এ যাত্রা। এই মদনা না থাকলে (থেমে হেসে ফেলে) দূর হ নিজেই নিজেকে বলে ফেললাম মদনা। শালা মাথাটা খারাপ করে দিল আমার। চল চল পুজোর বোনাস নিবিনে? আর যদি ওই সব মদনা ফদনা ছেড়ে সোজাসুজি মাছউলি মাসি বলে ডাকিস, প্যান্টালুনের জামাজুতোও দিতে পারি

টিয়ে ওসব তুমি পরোগে যাও কালকের পুঁচকে ছুঁড়ি, ওকে মাসি ডাকতে হবে ধুস! আমি বলে এখন মামাবাড়ি যাব

মঞ্জরী মামাবাড়ি তোর আবার মামার বাড়ি আছে নাকি? কোথায়?

টিয়ে ॥ ওই চাঁদে-

[নেপথ্যে ঘোষণাঃ দুর্মিনিট মাত্র দুর্মিনিট টিয়ে সেদিকে তাক করে ছোটে।]

মঞ্জরী অ্যাই! অ্যাই কোথায় যাচ্ছিস? তোর ঝুলিতে কী রে? কী নিয়ে পালাচ্ছিস

[মঞ্জরী ঝুলি ধরে টান মারলে মাটিতে পড়ে ঝুলির মালপত্র ছড়িয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্তিতে টিয়ে তেড়ে যায় মঞ্জরীর দিকে]

টিয়ে ফেলে দিলি কেন ফেলে দিলি কেন মদনা? রকেট যদি ফেল করি-

মঞ্জরী (ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে) বারে, তুই আমার দোকান থেকে কিছু সরাচ্ছিস কিনা আমি চেক করে নেব না বুঝি?

[নেপথ্যে এক ঝাঁক ঘোষণা তৈরি করছে কোলাহল টিয়ে তাড়াতাড়ি ওর ছড়িয়ে যাওয়া মালপত্র ঝুলিতে ঢোকাচ্ছে জিনিসগুলো দেখবার জন্যে পা টিপে টিপে টিয়ের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মঞ্জরী]

আমের আঁটি তালের আঁটি সর্বেদানা! অ্যাই যাচ্ছিস বললি মামারবাড়ি, এসব আঁটি মাটি নিয়ে যাচ্ছিস কেন রে?

টিয়ে ॥ (চিৎকার করে ওঠে) পুঁতব বলে।

মঞ্জরী তুই আঁটি পুঁততে চাঁদে যাচ্ছিস?

টিয়ে (গলা ফাটিয়ে) হ্যাঁ যাচ্ছি মামার অনেক জমিজায়গা আছে। মামার কাছ থেকে একটা বাগানের নিয়ে আঁটি পুঁতে গাছ বানাব, ফল ফলাব...

মঞ্জরী তার জন্যে চাঁদে যাবি? কেন, এখানে জায়গা নেই...

টিয়ে (আরো গলা চড়িয়ে) জায়গা আছে, আমার আঁটির জায়গা নেই

মঞ্জরী ও বাবা, তোর আঁটি বুঝি খুব দামি?

টিয়ে তোকে সাতবার বেচলেও এর দাম উঠবে না আমার ঠাকুদ্দার বাবা। ওপারের রোক্ষপুত্তুর নদী কূল থেকে এপারে রেফিউজি হয়ে এসেছিল। বাগান আনতে পারেনি গাছ আনতে পারেনি ফল আনতে পারেনি শুধু আঁটিগুলো বয়ে এনেছিল পুঁতবে বলে মরে যাবার আগে বুড়োটা জায়গা জোটাতে পারেনি, তার ছেলেটাকে দিয়ে গিয়েছিল তার ছেলেটা আমার বাপটাকে দিয়ে গিয়েছিল বাপটা জায়গা পেয়েছিল, রক্ষে করতে পারেনি। পুলিশের গুলি খেয়ে মরার আগে বাপটা বলে গিয়েছিল টিয়ে আঁটিগুলোর ব্যবস্থা করিস বাপ!

মঞ্জরী (হঠাৎ একটা কিছুর দিকে আঙুল তুলে) কীরে, কীরে ওটা? ওটা তো আঁটি না কী ওটা? (আতঙ্কে) বোমা টিয়ে তুই বোমা নিয়ে যাচ্ছিস!

টিয়ে ॥ (দ্রুত ঝুলি গুছিয়ে নিয়ে) দূর মদনা!

[টিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো মঞ্জরী কিছু বলে ওঠার আগেই এক ঝাঁক রকেট হাঁকডাক ছেড়ে একে একে উড়ে যেতে থাকল]

অঙ্ক ॥ এক □ দৃশ্য ॥ দুই

[চাঁদের দেশ ছোট বড় গোটা তিন ঢেউ খেলানো টিলা। সামনে নানা আকারের পাথরের টুকরো পিঠে ঝুলি নিয়ে গুটি গুটি পায়ে টিয়ে এসে দাঁড়াল। চারদিকে নির্জন, নীরব টিয়ের ভয়-ভয় করছে। টিলার দিকে তাকিয়ে বারকয় অর্থহীন চিৎকার ছাড়ল প্রতিধ্বনি এলো সাড়া এলো না। চারদিক দেখে টিয়ে সন্তর্পণে একটা পাথর দিয়ে আরেকটার ওপর ঘা মারতেই বাজনা বেজে উঠলো। বাচ্চাদের মতো হাসিখুশি আর ঝলমলে পোশাক পরা এক বুড়ো বাজনা বাজাতে বাজাতে টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওকে তারাবুড়ো বলেই ডাকবো এখন থেকে তারাবুড়ো গান গাইছে-]

তারাবুড়ো ॥ এসেছো চাঁদমামার দেশ

আহা বেশ বেশ বেশ

নেই পলুশান লেশ

হাসি খেলি বাজনা বাজাই

জোছনা হেথা হয় না কভু শেষ।

কী নিবি তুই কী নিবি তুই

সানি সারে গামা

রাঙা জুতো জামা

তাই পাবি তুই যা চাইবি

নেই অনটন ক্লেশ

জোছনা হেথা হয় না কভু শেষ।

[গান নাচ শেষ করে তারাবুড়ো মাথার টুপি খুলে বাড়িয়ে ধরে-]

কই দাও, নাচ গান দেখলে, খরচাপাতি করো

টিয়ে ॥ আগে বলো, তুমি কে-?

তারাবুড়ো ॥ আমি তারা

টিয়ে ॥ বলো না, তারা কারা?

তারাবুড়ো ॥ (বিরক্ত) আরে কারা না, তারা তারা। বহুবচন না, একবচন। তারা তারকা. তোমার মামার চারপাশে ভীড় করে থাকি আমরা তার জনগণ মামা আমাদের জননেতা আকাশে দ্যাখোনি আমাদের

[তারাবুড়ো আবার টুপিটা বাড়িয়ে নাচায়।]

টিয়ে ॥ আরে নামটা বলো ...

তারাবুড়ো ॥ (তিতিবিরক্ত) আবার নাম কী? অতো বললাম, তাতেও হল না?

টিয়ে বুঝেছি বাবা, তুমি একটা তারা একটা বুড়ো তারা তারাবুড়ো।

তারাবুড়ো ॥ ওই তো হল নাম আবার কারুর জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি? চোখ কান খুলে রাখলেই টের পাওয়া যায়.

[তারাবুড়ো টুপিটা বাড়িয়ে ধরে আবার।]

উঁ উঁ

টিয়ে (টুপিটা ঠেলে) আগে তুমি আমায় মামার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও এখানে আসা থেকে দ্যাখো না যাকেই বলি আমার মামার বাড়িটা কোনদিকে সেই বলে তুমি উল্টোদিকে দুরছ তোমাদের এখানে সবদিকই কী উল্টোদিক গো তারাবুড়ো?

তারাবুড়ো ॥ তাই তো হবে তোমার মামাবাড়ির দেশে কেউ যে সত্যি কথা বলে না। একমাত্র গাধারই যা একটু সত্যিবাদী কিন্তু বর্তমানে এখানে একটাও গাধা নেই, সব খচ্চর

টিয়ে ॥ তুমি সোজাদিকটা একটু দেখিয়ে দাও না তারাবুড়ো।

তারাবুড়ো ॥ তা দিতেই পারি। অন্তত মিছে কথাটা যদি গুছিয়ে বলতে পারি, তুমি উল্টে নিলেই সত্যি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার আগে কাঁচাগোল্লাটা-(ফের টুপিটা বাড়িতে ধরে) প্রথম বার মামাকে দেখতে এলে, বৈঠকখানা মার্কেটের কেজিখানেক কাঁচাগোল্লাও আনিসনি বাপ টিয়ে?

টিয়ে আরে আমি যে বৈঠকখানা মার্কেটের টিয়ে, তুমি জানলে কী করে তারাবুড়ো?

তারাবুড়ো ॥ (ঝুলির দিকে আঙুল তুলে) ঐ যে লগেজের গায়ে বকেট কোম্পানির বোর্ডিং কার্ড।

[টিয়ে দেখে ঝুলির গায়ে কার্ড ঝুলছে। তারাবুড়ো অস্থির হয়ে টুপি নাচায়]

খোল খোল লগেজ খোল কবে ফুস্ করে খসে যাবো, পৃথিবীর কাঁচাগোল্লাই আর চাখা হবে না

টিয়ে (ঝুলি খুলতে খুলতে) দূর কাঁচাগোল্লা ফোল্লা না .. আরো ভালো জিনিস খাবে

তারাবুড়ো ॥ খোল না তাড়াতাড়ি হয়ত তোর মাল খাবো বলেই এতোকাল টিকে আছি। নইলে আমরা তারারা এ পর্যন্ত তো কেউ বেঁচে থাকি না। অকালেই ফুস্ বলা যায় না, হয়ত তোর লগেজ খুলতে খুলতে আমিও ফুস্ কুইকা কুইকা

টিয়ে ॥ (ঝুলি খুলেছে) এই যে।

তারাবুড়ো ॥ কী ওটা? অ্যাঁ, কী এনেছিস তুই! আঁটি ?

টিয়ে ॥ হুঁ, আমের আঁটি, তালের আঁটি।

তারাবুড়ো মানে? আম নয় তাল নয় আঁটি ? তুই তো দেখছি কিপটের চৌষট্টি

টিয়ে আরে মণ্ডামেঠাই একবার খাবে খাবে কি ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু গাছের ফল? বোম্বেপুকুর নদীর কূলের সেই বাগানের ফলের আঁটি। পুঁতে দাও, বছর বছর খেয়ে ফুরোতে পারবে নাগো তারাবুড়ো! সর্ষেদানাও এনেছি গো একমুঠো শুধু ছড়িয়ে দেবো হলুদ ফুল ফুটে ঢেউ খেলে যাবে! আমার চাঁদমামার ছেলে-

তারাবুড়ো ॥ (ভেংচি কেটে) ফুল ফুটে ঢেউ খেলে যাবে। কেন, ফলফুল ফুটিয়ে আনতে পারোনি? (রেগে কাঁই) আর জিনিস পাওনি আঁটি এনেছো এখানে দাঁড়ালে মামার সঙ্গে দেখা হবে না তোর মামা এধারে আসবেই না। দেখছিস, এখানে কোথাও তোর মামাবাড়ি নেই আর যেখানে তোর মামার ঘর, সেখানে কে এখন পায়ে ফুলের মালা বেঁধে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে আর খিলখিল করে হাসছে জানিস? রিটার্ন টিকিট কাটা আছে? যা, বৈঠকখানায় ব্যাক করে তোর আঁটি তুই চুষগে উজবুকের উনপঞ্চাশ কাঁঠাকা!

[তারাবুড়ো টিলার আড়ালে অদৃশ্য হল আর কিছু একটা বুঝতে পেরে লাফিয়ে উঠল টিয়ে]

টিয়ে যা বলবে উল্টো করে নিতে হবে। 'এখানে তোর মামাবাড়ি নেই'। (খুশি ঝিকিয়ে ওঠে চোখে) তার মানে এখানেই মামার বাড়ি। মামা এখানে আসবেই আসবে আর এখানে নিশ্চয় আমার মামারবাড়ি আছে-সেখানে কেউ হাসছে না কাঁদছে পায়ে ফুলের মালা বেঁধে-না উল্টো করে নিলে, মালা না শেকল-পায়ে শেকল বেঁধে-কে? কে? কার পায়ে শেকল?

[টিয়ে হাঁ করে টিলার দিকে তাকিয়ে থাকে, হঠাৎ হাঁসফাঁস করতে করতে মঞ্জরী ঢোকে মাথায় শক্ত করে মুখ বাঁধা একটা ভারি হাঁড়ি।]

মঞ্জরী আাই টিয়ে!

টিয়ে ॥ মরেছে রে! মাছউলিটা এখানেও ধাওয়া করেছেরে!

মঞ্জরী (তেতে ওঠে) বলিহারি বাটাছেলে বাবা! আসা থেকে তোকে খুঁজতে খুঁজতে ঝাড়া দেড়বেলা বেরিয়ে গেল নিজের লোক বলতে এক তুই ছাড়া এখানে আর কেউ আছে আমার। আমি মালকিন তুই কর্মচারী। এর চেয়ে কাছের লোক এখানে মিলবে আমার?

টিয়ে ॥ তা তুমি এখানে আসবে, আমায় বলোনি তো!

মঞ্জরী বলবো কখন? হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এলি! ক্ষেপিয়ে দিয়ে চলে এলি

[হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে মঞ্জরী আঁচলে বাঁধা খিলিপান মুখে দেয়]

যাতায়াতের কী সুবিধে হয়ে গেছে বল্লে মেছুনি মাসি, তোমারে এখন বকেটের ভাড়াই দিতে হবে না আগে ব্যবসাটা বাড়িয়ে নাও বৈঠকখানা ছেড়ে বিগ বাজারে ঢোকো তারপর পারলে দিও না পারলে দিও না এ চান্স ছাড়া যায়? তুই ধরলি সাতটা তেরো আমি গোছগাছ করে বেরুতে বেরুতে নটা একচল্লিশ

[পানের রসে মঞ্জরীর গাল টুইটম্বুর]

তা মরতে এখানে বসে আছিস কেন সারা পিথিবির লোক ফ্ল্যাগ পুঁতে, পাথর বসিয়ে জমি দখল করছে, চল আমরাও করিগে

টিয়ে (মুচকি হেসে) ফ্ল্যাগ পুঁতলেই হবে? জোর করে জমি দখল-মামাদোবাজি নাকি! মামা ঠিক সময়ে সব ফ্ল্যাগ তুলে ফেলে দেবে মামা নিজে থেকে জমি দেবে, আঁটি পুঁতবো।

মঞ্জরী এখনও তোর আঁটি পোতা হয়নি? চাঁদমনাটার পেছনে আদ্দুরে এসে মরবি চিরে! আমার কেসটা আর হয়েছে!

টিয়ে ॥ তোমার আবার কেস আছে নাকি!

মঞ্জরী আছে না? ফালতু আড্ডা মারতে এলাম নাকি? সে সময় আছে আমার?

টিয়ে কৌতূহলে হাঁড়িটা খুলতে যাচ্ছিল।]

উঁহুহু হাত দিসনে ওকী? (হাঁড়িটা কোলে তুলে নেয়) এখুনি কাঠা খানেক জমি দখল করতে হবে

টিয়ে ॥ তুমি এখানে বাড়ি বানিয়ে থাকবে নাকি?

মঞ্জরী দুরো! যে দেশে মাছের বাজার নেই, আর যাই করুক তোর মালকিন সেখানে তেরোত্তির কাটায় না জমি নেবো, পুকুর কাটবো মাছচাষ করবো মাগুরের চাষ করলে কেমন হয় বলতো টিয়ে হাইব্রিড মাগুর!

টিয়ে মেছুরি স্বপ্নে গিয়েও মাছে কোটে চাঁদমামার দেশে এলো হাইব্রিডের চাষ করতে!

মঞ্জরী মাগুরের লাভটা গোনে। খাবারের খর্চা নেই মরা পচা গলা শেয়ালকুকুরের ল্যাজামুণ্ড যা দেবে, গপ গপ করে খেয়ে নেবে। পাহারা দেওয়া নেই, চোরটাকেই গাপ করে গিলে নেবে। খেয়েদেয়ে মাছগুলো চাঁদের পুকুরে পুরুষ্টু হয়ে কিংসাইজের হয়ে উঠলে রকেটে চাপিয়ে সোজা নিয়ে গিয়ে ফেলবি বিগবাজারে।

টিয়ে আবার হাইব্রিড বইবো একবার হাইব্রিড বেচে আমায় নাকখৎ দিতে হয়েছিল!

মঞ্জরী এবারে লুফে নেবে রে টিয়ে। মাগুর আর মাগুর থাকবে নারে টিয়ে, মেড ইন চন্দ্রলোক! বিগবাজারে ঢুকে হয়ে যাবে কেলেঙ্কারী! মাল দেখতে হয় নারে টিয়ে, দেখতে হয় কোথায় মেড ইন

টিয়ে ॥ হাঁড়ির মধ্যে কী?

মঞ্জরী (চোখ মটকে) ল্যাংচা।

টিয়ে ॥ ভেতরে খলবল করছে যে!

মঞ্জরী ল্যাংচা লাফাচ্ছে। রসের হাঁড়ির ইয়া মোটকা মোটকা...

টিয়ে ॥ হাইব্রিড!

মঞ্জরী চেঁচাস না পুকুর কেটে এগুলোকে ছেড়ে তারপর ফেরা ওঠ নে, হাঁড়িটা মাথায় নে!

টিয়ে ॥ দূর মদনা!

মঞ্জরী টিয়ে, আমি তোর মালকিন! ফের মদনা বল্লে আঁশবটিতে তোর ধড়মুণ্ড

[হঠাৎ হাজির হয় খেঁটু পাল]

খেঁটু অ্যাই! তোরা কারারে? এখানে কী হচ্ছে উঁ? চাঁদে আসা কেন, উঁ উঁ-দুজনে মিলে নিরিবিলিতে দুষ্টুমি করতে? চ-

[খেঁটু টিয়ের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানে।]

টিয়ে ॥ কো-কোথায়?

খেঁটু ব্যাটা মজুর খাটবি চল! ঐ পাহাড়ের ওপারে সব জমি বিগ বস রাহুল দখলে পাথর ভাঙবি-পাহাড় ভাঙবি-সমতল বানাবি, শুরু হয়ে যাবে কনস্ট্রাকশান।

[খেঁটু টিয়ের বুকে চাপড় মেরে।]

ফিট বডি! তোকে আমি মজদুরদের সর্দার বানিয়ে দেবো।

[খেঁটু টিয়েকে টানতেই মঞ্জরী লাফিয়ে গিয়ে টিয়ের আর এক হাত ধরে টানে]

মঞ্জরী দাঁড়ান মালকিনকে না বলে কর্মচারীকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! মগের মুল্লুক নাকি!

খেঁটু ॥ তোর কর্মচারী! হ্যা হ্যা! কী কম্মো করাস ওকে দিয়ে!

মঞ্জরী হ্যা-হ্যা না করে বৈঠকখানা মার্কেটে ঢুকে একদিন মঞ্জরী মাছউলির নাম করবেন কাকা। মার্কেটের বিজনেস ম্যাগনেট।

খেঁটু (চোখ নাচিয়ে হাসে) ম্যাগনেট দেখি ম্যাগনেটের গায়ে গা লাগিয়ে, সেঁটে যাই কিনা।

মঞ্জরী। জমি চাই দুকাঠা।

খেঁটু দুকাঠা? হ্যা-হ্যা তাতেই ঢুকে গেল সব লাঠা। খেঁটু পাল ইচ্ছে করলে তোকে দু-চার বিঘেই দিতে পারে রে (মঞ্জরীর হাত ধরে) ও ব্যাটা থাক, তুই আয় মঞ্জরী-

মঞ্জরী তা হয় না ও আমার কর্মচারী। গেলে দুজনে যাবো চল টিয়ে।

টিয়ে ॥ মামার সঙ্গে দেখা না করে আমি এখান থেকে যাবো না।

মঞ্জরী হাবলাটাকে মামায় পেয়েছে রে।

খেঁটু ॥ মামা।

মঞ্জরী ওর চাঁদমামা।

টিয়ে (খিঁচিয়ে) মামা কারুর একার নাকি? পিথিবির সবার মামা। তোমারও।

মঞ্জরী। আমার না। কোনদিন চাঁদকে মামা বলে ডাকিনি।

খেঁটু ॥ আমিও না।

মঞ্জরী। চাঁদের মুখখানাও দেখিনি ভালো করে-

খেঁটু ॥ আমিও না-

টিয়ে ॥ (খিঁচিয়ে) আকাশের দিকে তাকাও না তোমরা?

মঞ্জরী কখন তাকাই বলো খেঁটুদা? সন্ধে না হতে দোকানে কী কাণ্ডটা চলে? অফিস ফেরত বাবুরা এ ল্যাজা ধরে টানছে, ও কানকো ওল্টাচ্ছে ওদিকে ইনেসপেক্টারের ফলস বাটখারা ধরে কেস লিখছে তার মধ্যে এই হুমদোটা আবার নাড়িভুঁড়ি বার করতে গিয়ে পিত্তি গলিয়ে চিত্তির করে রেখেছে ইচ্ছে করে ওরে তখন বঁটিতে ফেলে দুখানা করি

টিয়ে ॥ ছোটবেলায় তাকাওনি?

মঞ্জরী (একদণ্ড চুপ করে থেকে) এতো মোটা ছিলাম জানো গো খেঁটুদা, দাঁড়াতেই পারতাম না সারাক্ষণ হামাগুড়ি হামাগুড়ি অবস্থায় বেশি ঘাড় উঁচু করা যায়? ঘাড়ে-গর্দানেরা চন্দরসুয্যি কোনওটাই চেনে না

টিয়ে ॥ দূর মদনা।

মঞ্জরী আজ খুনই করে ফেলব তোরে মালকিনকে বলে মদনা বল মালকিন বল-

[টিয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মঞ্জরী দুজনে লড়ালড়ি করতে করতে এক সময় টিয়ের হাতে বাঁধা পড়ে মঞ্জরী। টিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে]

টিয়ে ॥ (খেঁটুকে) আমার মন্দাকিনিকে ছাড়বো না। যা ভাগ-ভাগ-

[টিয়ে পাথর ছুঁড়তে যায়। খেঁটু পালায়। হঠাৎ ওদের চোখের ওপর দুই টিলার ফাঁকে কুঁড়ে বাড়ির একটা টুকরো যেন ভেসে এসে দাঁড়াল। তার জানালায় দেখা দেয় এক বুড়ি, মাথায় অলুথালু এক বোঝা সাদা চুল, পরনেও সব ধবধবে সাদা। একটু বেশিই সাদা চোখে জমে আছে যত রাজ্যের রাগ আর ঘেন্না।]

মঞ্জরী ॥ বাড়ি এলো কোত্থেকে? (ফিসফিস করে) তাইতো রে! তুই যা বললি, তাইতো সত্যি হলো রে টিয়ে!

বুড়ি ॥ অ্যায়! তোরা কারা?

মঞ্জরী ॥ (আঁতকে ওঠে) ও মাগো!

বুড়ি ॥ কোত্থেকে এসে জুটলি তোরা? রাক্ষসগুলো যে যেখান থেকে পারে ছুটে আসছে। আমার সোনার দেশটাকে গিলে খাবে! আঁস্তাকুড় বানাবে, ছারেখারে পাঠাবে!

[মঞ্জরী ভয় পেয়ে টিয়ের হাতটা চেপে ধরে।]

মঞ্জরী ॥ অ্যাই টিয়ে-

[টিয়ে ইশারায় মঞ্জরীকে থামতে বলে।]

বুড়ি ॥ জমি নিবি? আয় নিয়ে যা। আয় কাছে আয়।

[জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাদের ধরার চেষ্টায় বুড়ি।]

মঞ্জরী ॥ হাত দুটো কি লম্বা হয়ে ছুটে আসবে নাকিরে আমাদের দিকে! অ্যাই টিয়ে! পালিয়ে আয় রে!

[টিয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মঞ্জরী। টিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মঞ্জরীকেই হিড়হিড়িয়ে ফিরিয়ে আনছে।]

ছাড় ছাড়! আমার দিকে কিরকম চোখ নাচাচ্ছে দ্যাখ . .

টিয়ে ॥ ওইতো! ওইতো! চিনতে পারছো না? আরে ওই তো আমাদের দিদা'বুড়ি।

মঞ্জরী ॥ দিদা কে?

টিয়ে ॥ আরে চাঁদের মা চরকা-বুড়ি।

মঞ্জরী ॥ সে আবার কে?

টিয়ে ॥ দূর মেছুনি! কখনো শোনেনি! চাঁদের মা চরকাবুড়ি! দিনরাত চরকা চালায়, এতো এতো সুতো কাটে। কখনো শোননি? পোশাক বোনে। তারারা সেই পোশাক পরে দেওয়ালির রাতে আকাশ জুড়ে নাচে। আর রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর দিদার কাছে আসে পাগড়ি কিনতে। পাগড়ি বেঁধে তারা দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে। তাই না গো দিদা?

[মঞ্জরী কী বুঝল বলা যায় না। তবে এসব শুনতে শুনতে চাঁদের মায়ের দু'চোখে জল দেখা দিল।]

চাঁদের মা ॥ আমার তারারা এবার দেওয়ালিতে কিছু পাবে না। কদিনই বা আয়ু বাছা তারাদের। তার মধ্যে একটা বছর ফাঁকা যাবে। (আঁচলে চোখের জল মুছে) অ্যাই ছেলেটা তুই কে রে?

টিয়ে ॥ টিয়ে! আমি তোমার টিয়ে গো দিদা! শালুকডাঙার টিয়ে-

চাঁদের মা ॥ শালুকডাঙা? মনে পড়ছে না!

টিয়ে ॥ সে কীগো! সেই যে আমার বাবাটা যেখানে একা হাতে মাটির ঘর তুলেছিল! সেই যে শালুকডাঙার মাঠের ধারে টিনের চালের ফাঁক দিয়ে, বাঁশবাগানের মাথার ওপর দিয়ে চাঁদমামার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে কতো গপ্পো হতো না আমার?

চাঁদের মা ॥ (আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে) হুঁ হুঁ, আচ্ছা, তোদের শালুকডাঙার বাড়িটা তো অনেকদিন আর নজরে পড়ে না, বাড়িটা কোথায় গেল রে?

টিয়ে ॥ (ডুকরে ওঠে) ও দিদা, তুমি জানো না, সেটা তো ওরা কেড়ে নিয়েছে!

চাঁদের মা ॥ কারা?

টিয়ে ॥ ওই যারা জমি কাড়ে, যারা কারও কথা শোনে না। শালুকডাঙার বেবাক ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়ে কাঁটাতারে ঘিরে নিয়েছে, বাবাটা লাঠি নিয়ে গিয়েছিল ঠেকাতে, আমার বাবাটারে মেরে পুড়িয়ে গর্তে ঢুকিয়ে দিয়েছে

মঞ্জরী ॥ (টিয়ের কাঁধে হাত রেখে) ও এখন আমার কাছে কাজ করে, থাকে খায়. আমারে মালকিন বলে ডাকে... একবার ডাক নারে টিয়ে...

টিয়ে ॥ এই মালকিন আর তোমরা ছাড়া আমার কেউ নেই দিদা... (চোখ মুছে) তুমি আমারে এটু জায়গা দেবে গো দিদা? আমার আঁটিগুলো পুঁতবো.

চাঁদের মা ॥ আর জায়গা কোথায় পাবোরে বাছা? তিলধারণের ঠাঁই নেই রে

মঞ্জরী ॥ সে কি গো? চাঁদের দেশে এতো জায়গা জমি খালি পড়ে রয়েছে তোমাদের! একটা চারাগাছ পোঁতা আর একটা পুকুর কাটা কি আর হয় না?

চাঁদের মা ॥ নেই নেই, ঠাঁই নেই রে, পা রাখার ঠাঁই নেই, থাকলে কি আর এই কুঠির মধ্যে জায়গা হয় আমার? বন্দীদশায় দিন কাটে দেখিস না, দ্যাখ শেকল দিয়ে আটকে রেখেছে।

টিয়ে ॥ তুমিই শেকল বন্দী রয়েছ দিদা!

মঞ্জরী ॥ ওমা কী অনাছিষ্টি মামাবাবুর দেশ এটা! আর যার দেশ তার মাকেই বাধলি তোরা শেকলে বেঁধে, মা-কালীর জিবের মতো এতোখানি লকলকে আস্পর্দ্ধাটা কবা হলো বলো দিকিনি.....

চাঁদের মা ॥ কার আবার? ওরে সর্বকালেই দেখতে পাবি, শাসনক্ষমতা হাতে এলে মা বাবাকেও মনে হয় শত্তুর

টিয়ে ॥ চাঁদমামা! দিদা, চাঁদমামা তোমায় বন্দী করে রেখেছে!

মঞ্জরী ॥ সে কী গো দিদা, আমার তো বিশ্বাস ছিল, তোমার ছেলেটা নরম সরম বোকাসোকা গোলাপ-পোঁকা লালঠোঁটের দুষ্টুমিষ্টি খোকাবাবু, এ যে একেবারে মায়ের গলায় ছুরি বসানো খোকা! শেষকালে টিয়ের চাঁদমামাই

চাঁদের মা ॥ ওরে চাঁদ কি আর আমার সে চাঁদ আছেরে! তাকে গ্রাস করেছে রাহু কেতু শনি, যত দুষ্টু গ্রহ, যত পাপাত্মা, সব হাঁ করে ছুটে আসছে...গিয়ে খাবে আমার চাঁদকে.....

টিয়ে ॥ কী করে এমন হলো দিদা কী করে

[দৃশ্যের সব আলো এসে জড়ো হয়েছে চাঁদের মায়ের ওপর। দূর থেকে ভেসে আসছে চাঁদের গলা মা মাগো]

চাঁদের মা একদিন ওই পাহাড় ডিঙিয়ে চাঁদ আমার ছুটতে ছুটতে এলো আমার চাঁদের সেদিনের সে ডাক এখনো

[চাঁদের গলা আরেকটু কাছে, আরেকটু স্পষ্ট আলোটা মুহূর্তের জন্যে নিভে গিয়ে আবার জ্বলে উঠতে শুরু হয় অতীতের দৃশ্য]

□ অঙ্ক ॥ এক দৃশ্য ॥ তিন □

(অতীত দর্শন)

[বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে কুটির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো সুঠাম সুদর্শন তরুণ চাঁদ]

চাঁদ ॥ (আনন্দে উচ্ছ্বাসে) মা' মাগো ওরে আমার পাগলি মা টা কইরে? জানিস

মা এবার এমন একটা কাণ্ড ঘটতে চলেছে আর আমাদের কোনও অভাব থাকবে না। তোর অঙ্গন প্রাঙ্গণ তোর সারাদেশ আমি সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো। ঐশ্বর্য পেতে চলেছি আমরা....অতুল ঐশ্বর্য!

[খেয়াল হয় মা এখনো দেখা দেয়নি।]

কইরে কী করছিস ও তোর ওই চরকাটা আমি ভেঙে ফেলবো একদিন হ্যাঁ ওইসব কুটিরশিল্পের আর কোনও দরকার নেই ওগুলো বাহুল্য, বিলাসিতা আমার দেশের ভোল পালটে যাবে রে মা কী হতে চলেছে, তুই ভাবতেই পারবি না এমন এক বন্ধু পেয়েছি...ব্রহ্মাণ্ডে যার ধনদৌলতের কোনও শেষ নেই। মা মা!

[কুটির ভেতর থেকে চাঁদের মায়ের ক্রমাগত উত্তর আসছে আসি আসি এইতো যাই দাঁড়া না বাবা]

দ্যাখ মা, ধ্রুবতারা বলেছিল দেশের সম্পদ বাড়াও চাঁদ সম্পদ আবিষ্কার করো। না হলে তাবাদের জীবনের কোনো অগ্রগতি নেই, তাবাদের পরমায়ু হ্রাস পাবে অকালে মহাশূন্যে ঝরে যাবে । ধ্রুবতারাই বলেছিল, গ্রহজগতের সঙ্গে সংযোগ বাড়াও সাহায্যের আহ্বান পাঠাও ...

[খেয়াল হয়, শ্রোতা কেউ নেই চাঁদের।]

দাঁড়া দুয়োরে খিল তুলে তোর পোশাক বানাবার ব্যবস্থা করছি'

[চাঁদ টিলার গায়ে ঝোলানো ঘণ্টায় হাতুড়ি পেটাতে শুরু করে। আশ্চর্য সুন্দর বাজনা বাজে বাইরের পথে তারাবুড়ো ছুটে আসে চাঁদের মা আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো।]

চাঁদের মা ওরে থামরে বাবা থাম। হাতের কাজটা শেষ করে আসবো তো

[চাঁদও বিনা বাক্যব্যয়ে মাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ঘুরপাক খায়]

ছাড় ছাড়রে বাবা, পড়ে যাবো

[ওদিকের টিলাটার মাথায় তখন ধ্রুবতারা। সোনালি চুলদাড়ি আর বেশবাস ভূষণে ধ্রুবতারা যেন নবীন সন্ন্যাসী]

ধ্রুবতারা ॥ অসময়ে ঘণ্টা পড়ল যে

চাঁদের মা ধ্রুবতারা ও ধ্রুবতারা আমার বাড়িতে আজ খুশির বান ডেকেছে।

ধ্রুবতারা খুশি যতো ভালো, বানে তত আশঙ্কা সমুদ্র উত্তাল হয়, জাহাজের মাস্তুল ভেঙে পড়ে নাবিকেরা ইষ্টনাম স্মরণ করে আমাদের দেশনায়কের মঙ্গল হোক। কারণটা জানতে পারি?

চাঁদ ॥ আচ্ছা বলো তো ধ্রুবতারা দক্ষিণদেশের আমাদের ওই অন্ধকার অঞ্চলটা যেখানে একবিন্দু সূর্যের আলো ঢোকে না যে অঞ্চলটা কোনও কাজেই আসে না...যা দেখে লোকে বলে-

ধ্রুবতারা ॥ বলে, চাঁদের কলঙ্ক-চিরবন্ধ্যা কলঙ্কভূমি

চাঁদ ॥ বলো তো ভাই, ওই কলঙ্কভূমির বিনিময়ে আমরা কতো অর্থ পেতে পারি, সর্বোচ্চ কতো পেতে পারি?

তারাবুড়ো ॥ কানাকড়িও না বোকাগাধা ছাড়া ও অন্ধকার অঞ্চলে কেউ ফিরেও তাকাবে না কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমানে গাধা বলে কেউ নেই, সবাই খচ্চর

চাঁদ ॥ তারাবুড়ো তোমার যে খসে যাওয়ার দিন পেরিয়ে গেছে, এবার তা বোঝা যাচ্ছে. .

চাঁদের মা আহা ও ওর মতো বলেছে বল না, কে তোকে কত অর্থ দিতে চেয়েছে?

চাঁদ ॥ কুবেরের ঐশ্চর্য দেবে আর যে তা দেবে, তার মতো বুদ্ধিমান আর উদারচিত্ত মহানুভব এবং বন্ধুবৎসল মহাজগতে এই মুহূর্তে আর দ্বিতীয়জনও নেই

[টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো ধ্রুবতারা এবার দ্রুতপায়ে নেমে আসতে থাকে প্রাঙ্গণের দিকে।]

ধ্রুবতারা আশঙ্কা হচ্ছে এবার আমার সত্যিই আশঙ্কা হচ্ছে বুড়িমা। অন্ধকার ঐ কলঙ্কভূমি কে নেবে কুবেরের ঐশ্বর্যের বিনিময়ে

তারাবুড়ো ॥ নিয়ে করবে কী?

চাঁদের মা বিশ্বজগতে এতোবড়ো দাতা কে আছেন, প্রতিদানের আশা না রেখে আমাদের এই ছোট্ট দেশটাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন?

চাঁদ ॥ মা (থেমে) তোদের সন্দেহ যায় না, জিজ্ঞাসা যায় না তোরাই আবার বলিস দেশে দেশে দূত পাঠাও আহ্বান করো সৃজনশীল মস্তিষ্ক আসুন আপনারা, প্রাচীন এই দেশের লুকোনো সম্পদ আবিষ্কার করুন যখন তা সত্যি হতে চলে তখনি যত (থেমে) ভেবেছিলাম কার হাতে আমাদের ওই কলঙ্কভূমি ছেড়ে দিচ্ছি, সেটা তোমাদের কাছে গোপন করবো।

ধ্রুবতারা ॥ কেন? গোপনতা কেন?

চাঁদ ॥ গোপনতা এই কারণে যে কলঙ্কভূমি নিয়ে তোমরা কেউ কখনও বিন্দুমাত্র ভাবনাচিন্তাই করোনি . ওই অন্ধকারের কোনও হিসাবই ছিল না তোমাদের কাছে যা হোক যখন জানাজানি হল বলি, কলঙ্কভূমি ব্যবহারের বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমার বন্ধু রাহু।

ধ্রুবতারা ॥ রাহু!

তারাবুড়ো ॥ রাহু!

[মুহূর্তে সন্ধ্যার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।]

চাঁদ ॥ হ্যাঁ রাহু এই মুহূর্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধনীশ্রেষ্ঠ বন্ধু দীপাবলির রাতে সে আসছে কলঙ্কভূমির বিষয়টি চূড়ান্ত করবো আমরা

চাঁদের মা ॥ রাহু! তোর বন্ধু হয়েছে?

চাঁদ ॥ হ্যাঁ বন্ধু বিশেষ বন্ধু

তারাবুড়ো ॥ ওই ধড়কাটা দত্যিটা? যার কেবল মুণ্ডুটাই মাত্তর আছে, ধড়টা নেই

চাঁদ ॥ নেই, হবে বেশিদিন আর দূরে বেড়াবে না সে তোমার আমার আমাদের সবার যেমন ধড়মুণ্ড দুটো'ই আছে, তারও তাই থাকবে শোন ধ্রুবতারা আমাদের ওই কলঙ্কভূমিতে রাহু গড়তে চলেছে এক সুবিশাল গবেষণাকেন্দ্র প্রতিদিন এক লক্ষ শক্তপোক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট ধড়ে মুণ্ডস্থাপন করবে রাহু এবার হৃদযন্ত্র বা যকৃৎ বা বৃক্ক নয়, রাহুর বিজ্ঞানীরা গোটা মুণ্ড প্রতিস্থাপন করবে

[চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো লাফিয়ে ওঠে তারাবুড়ো।]

তারাবুড়ো ॥ মানে মুণ্ডুর সঙ্গে জোড়া লাগবে ধড় বা ধড়ের সঙ্গে মুণ্ড

চাঁদের মা ॥ ও ধ্রুবতারা আমার ছেলেটাকে রক্ষে করো বাবা যে দৈত্য ওর আজন্মের শত্রু, সব সময় সুযোগ খুঁজছে কবে কখন গ্রাস করবে আমার চাঁদের দেশটাকে সব সময় হাঁ করে আছে ও তাকে এনে বসায় ঘরের দোরে।

চাঁদ ॥ ঘরের দোরে নয়রে মা রাহু থাকবে কলঙ্কভূমিতে যেখানে কী আছে কী নেই, আমরাই জানিনে। শর্ত হয়েছে, আমাদের এই আলোকিত অঞ্চলে কোনোদিন সে ঢুকবে না

তারাবুড়ো ॥ দত্যির কথা!

চাঁদ ॥ যদি না রাখে, না রাখুক এখনো কি খুব নিশ্চিন্তে আছি। রাহু বহু দূরে আছে, তবলে রাহুগ্রাস কি তাতে বন্ধ হয়েছে? বন্ধ করতে পেরেছে তোর ধ্রুবতারা?

[মায়ের হাত ধরে একটা টিলার উপর নিয়ে যায় চাঁদ।]

দ্যাখ, দ্যাখ ওদিকে দ্যাখ মা আমাদের তারাদের দ্যাখ ক্ষীণজীবী, দীপ্তিহীন, ম্রিয়মান মুখগুলো দ্যাখ সন্ধ্যাবেলা টিপটিপ করছে, প্রতিমুহূর্তে মহাশূন্যে নিশ্চিহ্ন হওয়ার ভয়ে দুরুদুরু বুকে কাল গুণছে রাহুর গবেষণাকেন্দ্র চালু হলে যদি তারাদের ওই দেহগুলো বদলে নেওয়া যায়, যদি ওদের দীর্ঘায়ু দান করা যায় দ্যাখ মা সুস্থ সবল দেহের ওই তারারাই তখন আমাকে রক্ষে করবে

[চাঁদের মা চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদে।]

কাঁদিসনে মা ওমা শোন তোকেও আর ভাঙাচোরা তোবড়ানো রাখব না আমি। তোর মুখটা যদি একটা সুস্থসবল দেহে বসিয়ে যদি ভরা যৌবনে ফিরে পাই তোকে, আরও কত কত আদর করতে পারবো

চাঁদের মা পাগল! পাগল হয়ে গেছে আমার ছেলেটা দেবতারাও ওকে রক্ষে করতে পারবে নারে তারাবুড়ো

[চাঁদের মা কুঠির ভেতরে চলে গেল।]

তারাবুড়ো ॥ লাগ লাগ ভেল্কি লাগ! রাহুর এ হাতে মুণ্ডু, ও হাতে ধড় এর মুণ্ডু তার ধড়ে। ব্যোমকে বিয়াল্লিশ অবস্থা গো!

[তারাবুড়ো অন্যদিকে গেল।]

ধ্রুবতারা ৷ মহাজগতে এতো স্থান থাকতে রাহু কেন কলঙ্কভূমিকে সৃষ্টিনাশী গবেষণাগারের জন্যে বাছলো!

চাঁদ ॥ (শক্ত গলায়) তার উত্তর সে দিতে পারবে ধ্রুবতারা কিন্তু তুচ্ছ নিকৃষ্ট কলঙ্কভূমি আমাদের যা দেবে, দেশের আলোকিত তিনভাগই তা দিচ্ছে না, দিতেও পারবে না

ধ্রুবতারা ৷ সুস্থ সবল দেহগুলি পাবে কোথায়? প্রাণীকুলকে হত্যা করেই সংগ্রহ করা হবে ধড় মুণ্ড? চাঁদ, রাহুর বিজ্ঞান কোথায় নিয়ে যাবে সৃষ্টি সভ্যতা? প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ দানব জন্ম নেবে ওই অন্ধকারের আঁতুড়ঘরে প্রবলতর শক্তিধর হয়ে মহাজগতের জ্যোতিষ্কগুলীতে একচ্ছত্র রাজত্ব করবে ওই দানব।

চাঁদ ॥ তাতে আমাদের কী বৃহস্পতি শনি মঙ্গল শুক্র কেতু বৃহৎ গ্রহবাজি যদি বশ্যতা স্বীকার করতে পারে রাহুর, আমাদেরই বা আপত্তি থাকবে কেন? সবের মধ্যে আমাদের দেশ ছোট আমরা আমাদের লাভই খুঁজবো

ধ্রুবতারা ৷ সবার কোপে পড়বো আমরা চাঁদ, রাহুর অপকর্ম অচিরেই প্রকাশ পাবে সবাই বুঝবে, চাঁদের দেশ দানবের দোসর আমাদের ছোট দেশ হয়ে উঠবে হিংসালোলুপ গ্রহসমাজের শক্তিপ্রদর্শনের লীলাক্ষেত্র।

চাঁদ ॥ তোমার এই অন্ধ রাহুবিরোধিতা আমি মানতে পারছি না ধ্রুবতারা তুমিই বলেছিলে দেশের বাইরে বন্ধু খুঁজতে।

ধ্রুবতারা তা বলে নির্বিচারী হতে বলিনি। নাবিক তুমি বিচার করে অগ্রসর হবে না? না চাঁদের দেশে রাহুর কোনও স্থান হবে না। কলঙ্কভূমিতেও না

[ধ্রুবতারা প্রস্থানে উদ্যত হয়।]

চাঁদ ॥ যেও না তাহলে এখন আমি কী করবো বলে যাও বলে যাও ধ্রুবতারা আমি তাকে কথা দিয়েছি

[ধ্রুবতারা দাঁড়ায় না যে পথে এসেছিল, সেই টিলা পেরিয়ে অন্তর্ধান করে]

বাঃ! যে যার মতো চলে গেল (ধ্রুবতারার পথের দিকে চেয়ে চিৎকার করে) কী করবো আমি? (মায়ের উদ্দেশে কুঠির দিকে চেয়ে) কী করবো? রাহুকে এখন কী বলি? সে যে দীপাবলির রাত্রে.....

[তারাবুড়ো তার যন্ত্র বাজিয়ে গাইতে গাইতে ঢোকে খুশিতে বাচ্চাদের মতো নাচে ও।

তারাবুড়ো ॥ যেমনি বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল যেমন বুনো ওল (নাকামির গান থামিয়ে) তোমরা তেঁতুল এসে গেছেন চাঁদ! বাঘা তেঁতুল!

চাঁদ ॥ বাঘা তেঁতুল?

তারাবুড়ো ॥ আরে কেতু-কেতু, নবগ্রহের অন্যতম সদস্য গ্রহবাজ কেতুশ্রী। তুমি কিনবেন

চাঁদ ॥ আঁ?

তারাবুড়ো ॥ একে রাহুতে রক্ষে নেই, তার ওপর কেতু (হেসে) যদি কোনওরকম প্যাঁচ কষে কেতুর জমিটা তুমি ওই অন্ধকার অঞ্চলে গছাতে পারো, রাহু আর ওমুখো ভিড়ছে না।

চাঁদ ॥ (ভেবে নিয়ে) হ্যাঁ আরে এটা তো মন্দ বলেনি তারাবুড়ো কেতুকে দিয়ে রাহুকে হটাই

তারাবুড়ো ॥ (সুর করে গায়) যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল। এক রাহুতে রক্ষে নেই, তার ওপরে কেতুল

[ওই মুহূর্তে কেতুকে ঢুকতে দেখেই বুঝি তারাবুড়োর মুখে কেতুটা কেতুল হয়ে গেল। যা হোক-কেতুশ্রীর গতিক ভালো নয় পরনের বস্ত্রটি হাঁটুর ওপর উঠেছে উত্তরীয় দিয়ে পাগড়ি বাঁধা সবশেষে বগলাদাবার ছাতাটি তার গরিমাই মাটি করে দিয়েছে]

চাঁদ ॥ আসুন আসুন সুস্বাগ (শেষ করতে পারল না) একি অবস্থা আপনার গ্রহরাজ কেতুশ্রী?

কেতু ॥ আর কেতুশ্রী হতশ্রী বলো ভায়া বগলদাবায় ছাতা নিয়েছি, এরপরে আর কী কথা ভাই চাঁদু?

তারাবুড়ো ॥ মনে হচ্ছে উত্তরীয় দিয়ে পাগড়ি বাঁধার চেষ্টা করেছেন।

কেতু ॥ ছেড়ে দে ভাই পরনের বস্ত্রে যে বাঁধিনি এই আমার বাপের ভাগ্যি!

[কেতু একটা পাথরের ওপর বসে।]

চাঁদ ॥ আহাহা কোথায় বসলেন কেতুশ্রী? একটা আসন আনো তারাবুড়ো.

[তারাবুড়ো নীচু গলায় বুনোওল বাঘা তেঁতুলের ছড়াটা গাইতে গাইতে কুটিতে ঢুকল।]

কেতু ॥ কিচ্ছু লাগবে না ভায়া এই ভালো বসেছি আরামে বসেছি নিজের দেশ হলে এতোক্ষণ পশ্চাদ্দেশে বাক্স বোতল ফাটতো!

চাঁদ ॥ বাক্স বোতল ফাটতো? বুঝলাম না গ্রহরাজ।

[তারাবুড়ো আলপনা আঁকা হাতপাখা নিয়ে বেরিয়ে এসে কেতুর মাথায় পাখা দোলাতে লাগল।]

কেতু ॥ বুঝলে না? প্লাস্টিকের জলের বোতল আর খাবারের বাক্স আর বাজারের থলি আর টিভির পার্টস আর কম্পিউটারের খোলে আমার গ্রহটা একেবারে ডুবে গেছে ভাই চাঁদু! কী বলবো ভায়া সিংহাসনে পর্যন্ত বোতল উঠে গেছে বসতে গেলেই ফটফট করে ফাটছে শোয়াবসার সুখ বলতে নেই রে ভাই পেছনে ফুটফাট!

তারাবুড়ো ॥ বাবা! এতো প্লাস্টিক ছড়িয়ে ছত্রিশ!

কেতু ॥ দেশে যত প্লাস্টিক আমদানি উৎপাদন হচ্ছে ফুটফাট ফুটফাট ফাটছে! জায়গাটা দরকার বড় মুখ করে তোর দেশে এসেছি রে ভাই, ফিরিয়ে দিস না.....

চাঁদ ॥ ফেরাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কী তারাবুড়ো?

তারাবুড়ো ॥ আমরা চাই আপনি আসুন আমাদের নেতা বিশেষ করেই চায় (চাঁদের কানে) রাহুকে হটাতে কেতুকে আনো-

কেতু ॥ মূল্য যা দিতে হয়.....

চাঁদ ॥ মূল্য নিয়ে কোনও কথা নেই.....

কেতু ॥ বাঁচালে ভায়া তোমার দেশে পা দিয়ে ঘেঁটু দালালের পাল্লায় পড়েছিলাম। ঘুঁটি পোতা জমি দেখিয়ে ঘেঁটু এতো দালালি ঝাড়ালো শেষে পরনের বস্ত্র দুভাগ করে এক ভাগে কোমর আরেক ভাগে মস্তক ঢাকলাম!

তারাবুড়ো ॥ (জোড়াহাতে) আপনি আসুন দয়া করে মত বদল করবেন না কেতুবাজ। আপনি এলে রাহু আর চাঁদে ঢুকবে না বুঝলেন তো।

কেতু ॥ রাহু! সে হারামজাদা ঢুকে পড়ছে? ঢুকুক আমি তাকে ফিনিশ করবো।

চাঁদ ॥ রাহু কলঙ্কভূমিতে তার গবেষণাকেন্দ্র গড়বে

কেতু ॥ আমিও কলঙ্কমহলে যাবে ওই কলঙ্কভূমিতেই আমার জন্যে এখুনি দুকাঠা জমি ধার্য করো দিকিনি

চাঁদ ॥ মাত্র দুকাঠা

তারাবুড়ো ॥ (চাঁদের কানে সংগোপনে) নিক না। সূঁচ হয়ে ঢুকুক, ফাল হয়ে বেরিয়ে আসুক

চাঁদ ॥ তা বেশ। কিন্তু দুকাঠাই নেবেন? ওটুকু জমিতে আপনার কী হবে কেতুশ্রী? আবর্জনা ফেলা ছাড়া তো কোনও কাজেই লাগবে না

কেতু ॥ তাই লাগাবো ওই যা বললে আবর্জনাই ফেলবো এতো জমেছে। বর্জ্য পদার্থে ডুবে গেলাম রে ভাই..

তারাবুড়ো ॥ ওই বাক্স বোতল?

কেতু ॥ আর থলি, প্লাস্টিকের থলি অগ্নিও দহন করতে পারে না। ভাইরে জানতাম, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরই শুধু অবিনশ্বর দেখলাম তা নয়। প্লাস্টিকের বাক্স বোতলও তাই...

[সহসা দিকবিদিক সাড়া ফেলা রকেট গর্জন। সবাই উর্ধ্বমুখী হল।]

চাঁদ ॥ গ্রহাচার্য বৃহস্পতি নামছেন তারাবুড়ো তারাবুড়ো শিগগির মা কে ডাকো। মহাজ্ঞানী বৃহস্পতির অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করো

[চাঁদের মা আড়াল থেকে বাইরে এসে একবার ওপরমুখো দৃষ্টি দিয়েই অন্দরে গেলো তারাবুড়ো তার বাজনায় হাত দিল কেতু তার পাথরের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।]

কেতু ॥ সর্বনাশ করেছে!

চাঁদ ॥ কী হলো উঠলেন কেন কেতুশ্রী?

কেতু ॥ দুটো জিনিসে খুব ভয় আমার এক প্লাস্টিক, দুই পণ্ডিত। শ্বাসকষ্ট হয়. একেবারেই লেখাপড়ার মুখোমুখি হইনি তো জীবনে!

[কেতু হাঁটু ভেঙে করজোড়ে বৃহস্পতির অভ্যর্থনায় বসলো এসবের মধ্যে লম্বা দাড়ির গোছা দুলিয়ে বৃহস্পতির আগমন একই সঙ্গে চাঁদের মা বরণের ডালি নিয়ে আড়াল থেকে বাইরে এলো।]

চাঁদ ॥ স্বাগত হে চিরবরেণ্য মহাজ্ঞানী গ্রহাচার্য বৃহস্পতি, তোমার আসন গ্রহণ করো। আমার দেশ আমার দেশের অধিবাসী নক্ষত্রকুল ধন্য হলো আজ তোমার পাদস্পর্শে।

তারাবুড়ো ॥ দেশের প্রথা অনুযায়ী চাঁদের দেশের সর্বজ্যেষ্ঠা তোমাকে উত্তরীয় ও চন্দনতিলকে বরণ করে নেবে

[চাঁদের মা বৃহস্পতিকে উত্তরীয় ও চন্দনের ফোঁটা ও মালা পরিয়ে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।]

বৃহস্পতি (মালা ও উত্তরীয় খুলে তারাবুড়োর হাতে দেয়) যাও, আমার পুষ্পক রকেটে রেখে দাও

[তারাবুড়ো মালা উত্তরীয় নিয়ে প্রস্থানোদ্যত....]

ওয়েট (কপালের ফোঁটা দেখিয়ে) ফোঁটাটাও নিয়ে যাও। বকেটে রেখে দাও

[তারাবুড়ো অতি যত্নে বৃহস্পতির কপাল থেকে চন্দনের ফোঁটাটা কেঁচে তুলে নিয়ে সামলেসুমলে বেরিয়ে যেতে যেতে-]

তারাবুড়ো ॥ অনেক ঘাম দেখেছি জীবনে কিন্তু ঘামের এই রকম নয়-ছয় ছিয়ানব্বুই ফর্মা দেখিনি বাপু-

[তারাবুড়ো চলে গেল।]

বৃহস্পতি প্রথাটা এবার পাল্টাও চাঁদ বৃদ্ধা মাকে দিয়ে এসব মালা-টালা পরাচ্ছো কেন? একদল অল্পবয়সী মেয়ে রাখবে ফ্যাশন প্যারেডের স্টেপিং-এ এগিয়ে এসে পরপর কাজ মিটিয়ে যাবে।

কেতু ॥ (দাঁতে দাঁত দিয়ে) আর পারি না।

[কেতু এতক্ষণ একই ভঙ্গিতে অধোবদনে বসে আছে বৃহস্পতি ভালো করে তার মুখখানা দেখে]

বৃহস্পতি কেতুশ্রী নাকি?

কেতু ॥ (মুখ না তুলেই) আজ্ঞে না

বৃহস্পতি . হাউ সিলি। তুম কেতুশ্রী না?

কেতু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ তা বটে বোধহয় তা হতেও পারে, নাও হতে পারে' আমি কি উঠতে পারি?

বৃহস্পতি খুব ডিসটার্বড আছো মনে হচ্ছে' কেন হে, সে দুকাঠার এখনো হিল্লে করতে পারোনি বুঝি?

[তারাবুড়ো ফিরে এলো।]

কেতু ॥ আজ্ঞে পারিনি তা ঠিক বলা যায় না, আবার পেয়েও গেছি তাও বলা যাচ্ছে না মানে আমার চেয়ে লেখাপড়া জানা কেউ হলে বলতে পারতো

বৃহস্পতি পাবে না। এ ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও জমি পাবে না

কেতু ॥ পাবো'

বৃহস্পতি নেভার। পেতে পারো না।

কেতু ॥ আজ্ঞে আপনার সঙ্গে তর্ক করার মতো লেখাপড়া আমার নেই. আবার আপনার এই এঁড়েযুক্তিও আমি হজম করতে পারছি না আমি যদি সামান্য দুকাঠা নিয়ে দশ হাজার কাঠার মূল্য দিই যা আমি দেবোই. কে আমাকে জমি দেবে না বলুন তো'

চাঁদ ও তারাবুড়ো ॥ কেন দেবে না বলুন তো...?

বৃহস্পতি (হেসে) বাপুহে কেতুশ্রী, তোমার গোটা দেশ প্লাস্টিকে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে ধরো তুমি যদি দুকাঠা জমি নিয়ে ধরো এই চাঁদের দেশে সে আবর্জনা পাচার করতে শুরু করো, এইরকম দশখানা চাঁদ তলিয়ে যাবে না?

কেতু ॥ কেন, আমি তো দুকাঠার মধ্যেই মাল ফেলবো।

তারাবুড়ো ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাল তো নিজের কাঠাতেই ফেলবেন!

বৃহস্পতি   কিন্তু মাল তো সেখানে থাকবে না অচিরেই ছড়িয়ে পড়বে। মালের ধর্মই হলো ছড়িয়ে পড়া-

কেতু ॥ আমি পাঁচিল তুলে ঘিরে রাখবো।

বৃহস্পতি   জল আর আবর্জনা আর যুবক-যুবতীর লাভ-অ্যাফেয়ার্স পাঁচিলে রোধ করা যায় না হে কেতুশ্রী বস্তুত তারা অপতিরোধ্য উপচে পড়বে

চাঁদ ও তারবুড়ো ॥ তাইতো-সেই তো!

কেতু ॥ (স্বগত) এরই নাম শালা জ্ঞান! যে কোনো একটার জ্ঞান থাকলে সবটাতেই খাটানো যায়. অবিশ্যি তুমি যদি মূলে অজ্ঞান না হও।

বৃহস্পতি   (ধূমপানের একটা সোনালি পাইপ দাঁতে চেপে) তবু চেষ্টা করে দ্যাখো, কোথাও যদি মেলে কাঠা দুই ভুঁই আশা করতে দোষ কী? যাও, উঠে পড়ো...!

কেতু ॥ (স্বগত) হুড়কো যা দেবার তাতো দিলেন! (প্রকাশ্যে) কেন, এখানে থাকলে আপনার কোনো আপত্তি আছে?

বৃহস্পতি   বিন্দুমাত্র না তবে আঘাত পাবে কেতুশ্রী যখন তোমারই সামনে আমরা বেচাকেনা করবো

[সাপের মতো চোখদুটো ঝিকিয়ে উঠল কেতুর...]

কেতু ॥ আপনিও বুঝি জমির ব্যাপারে...! তাহলে একটু বসে যাই।

[ধ্রুবতারা ঢোকে।]

বৃহস্পতি   এসো হে নবীন কিশোর ধ্রুবতারা, চারদিকে চার পাহাড়ে ঘেরা একটা উপত্যকা তোমরা আমায় এদেশে খুঁজে দিতে পারো বৎস ধ্রুবতারা?

চাঁদ ॥ দিতে পারি কী প্রভু আপনাকে দিতে পারলে উদ্ধার পাবো। কী ধ্রুবতারা?

তারাবুড়ো ॥ আপনার বেলায় তো না দেওয়ার কথাই ওঠে না। (পাইপ দেখিয়ে) খালি খালি নলটা কামড়ে আছেন কেন প্রভু? তামাকু জাতীয় মাল গুঁজবেন না?

বৃহস্পতি   কোন কালেই মাল গুঁজি না. শুধু পাইপ কামড়ে ধরে বসে থাকি। যা দেখে তোমার মতো মুখেরা ধূমপানে আসক্ত হয়। ঢুকলো কিছু?

কেতু ॥ ঢুকলো নিজে ধোঁয়া টানেন না, অন্যেরে টানিয়ে বেড়ান (স্বগত) শালা মগজে জ্ঞান থাকলে কতোভাবেই না লোকের সব্বোনাশ করা যায়

বৃহস্পতি   যা বলছিলাম উপত্যকার ব্যাপারে আমার কিন্তু একটু স্পেসিফিকেশন আছে .. উপত্যকাটি এমন হবে, যেখানে একবার গিয়ে পড়লে কেউ আর পাহাড় ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না আছে এইরকম উপত্যকা ফ্রম হোয়ার নো বডি রিটার্নস?

চাঁদ ॥ অবশ্যই আছে।

তারাবুড়ো ॥ না থাকলেও করে দেবো ও নিয়ে আপনি ভাববেন না আপনাকেও আমরা খালি হাতে ফিরতে দেবো না প্রভু

বৃহস্পতি   বাই দ্য বাই, উপত্যকাটি কিন্তু তোমাদের ওই অন্ধকার অঞ্চলটিতে চাই।

চাঁদ ॥ (আনন্দে) আমরাও তাই চাই আচার্যদেব।

অবাবুড়ো ॥ আমরা সবাই আপনাকে অন্ধকারেই পাঠাতে চাই

ধ্রুবতারা । অন্ধকারে এইরকম একটা মৃত্যুফাঁদ কার জন্যে পেতে রাখছেন প্রভু জানতে পারি কি?

কেতু ॥ কোনো দুষ্কৃতীকে সাজা ভোগে পাঠাবেন নিশ্চয়?

বৃহস্পতি   কেন, কোনো সুকৃতীকে পাঠালে তোমার আপত্তি আছে?

কেতু ॥ বিন্দুমাত্র না আপনার জ্ঞান আপনি ল্যাজে কাটুন মুড়োয় কাটুন আমার কী আসে যায় তবে কে তিনি জানতে পারলে আজ এখানে আসাটা সার্থক হতো। কে সে মহাজন? কাকে পাঠাবেন?

বৃহস্পতি   কাকে নয় বলো কাদের পাঠাবো? (শূন্য পাইপে বারকয় টান দিয়ে) ওখানে থাকবে গ্রেট ইনটেলেকচুয়ালস অব মাই প্ল্যানেট।

ধ্রুবতারা ॥ (চমকে) অর্থাৎ?

কেতু ॥ আজ্ঞে?

বৃহস্পতি   আমার দেশের ইনটেলেকচুয়ালদের পাঠাবো যারা তাদের বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে নিয়ত শাস্ত্রচর্চা করে জ্ঞানে বিজ্ঞানে মহাজগতের শীর্ষস্থানে তুলে নিয়ে গেছে আমার গ্রহটিকে।

ধ্রুবতারা   তাদের ওই উপত্যকায় পাঠাবেন যেখানে থেকে কেউ ফেরে না?

কেতু ॥ যারা দেশের উপকার করল-এই তাদের পুরস্কার?

বৃহস্পতি   ঠিক, যারা দেশে উর্ধ্বগতি ঘটালো, তাদেরই পাঠাবো। প্রশ্ন উঠবে, কেন? এর উত্তর দিতে গেলে তোমাদের এখন বোঝাতে হয় ইনটেলেক্ট বস্তুটি আসলে কী?

কেতু ॥ বোঝান।

বৃহস্পতি । ফুল ফোটা দেখেছো তো?

কেতু ॥ ইনটেলেক্ট বস্তু বুঝতে গেলে আগে ফুল বস্তু বুঝতে হবে? বেশ তাই বোঝান

বৃহস্পতি   আস্তে আস্তে ফুটতে ফুটতে ফুলটি একসময় পূর্ণ প্রকাশ পায়

কেতু ॥ পেল

বৃহস্পতি   ওই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকলো   সময়ের একটা পয়েন্টে পৌঁছে তাদের বিকাশ স্তব্ধ হয়। তারপরই মিইয়ে যেতে লাগে

কেতু ॥ ইনটেলেক্টও তাই? ফোটে   খানিকক্ষণ থাকে   তারপরই মগজ ঝিমুতে আরম্ভ করে। তাই বলছেন?

বৃহস্পতি । এটুকু মূর্খরাই বুঝতে পারে দেখা যাচ্ছে।

তারাবুড়ো ॥ কিন্তু পূর্ণমাত্রায় কতক্ষণ ফুটে থাকে?

বৃহস্পতি । ছমাস থেকে নমাস।

চাঁদ ॥ তারপরই ঝিমুনি?

বৃহস্পতি । এই ঝিমুনির কালটিই হল সর্বনাশের কাল। তখন ইনটেলেকচুয়ালরা আর ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। নিজেদের আপগ্রেড করতে পারছে না। অথচ ভাবছে তারা আগের মতোই আছে-দেশের অগ্রগতিতে নাক গলিয়ে তারা তখন মারাত্মক গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে। নিজেরাই ব্যাকগিয়ারে চলছে, বুঝতে পারছে না, যা মুঠো করে ধরতে যাচ্ছে সেটাই ব্যাকগিয়ারে পেছন দিকে গড়াতে লাগছে।

ধ্রুবতারা । তখনি আসবে ওই উপত্যকায়-ফ্রম হেয়ার নো বডি রিটার্নস?

বৃহস্পতি । পাঠাতে হবে। না হলে দেশের নবীন ইনটেলেকচুয়ালরা গোঁসা করবে যে বৎস ধ্রুবতারা।

কেতু ॥ মানে তাদের প্রাইম টাইমে আপনি ইনটেলেকচুয়ালদের চান? ওই ছমাস থেকে নমাস? আচ্ছা এই প্রাইম টাইমটা বেঁধে দিচ্ছে কে?

বৃহস্পতি । ওটা আমি নিজের হাতেই রেখেছি কেতুশ্রী। আমার হিসেবে চল্লিশের পর থেকেই ব্যাকগিয়ার শুরু হয়।

তারাবুড়ো ॥ (কেতুর কানে) ওনার নিজের কিন্তু এদিকে দাড়ি পেকে সাড়ে চুয়াত্তর হয়ে আছে।

ধ্রুবতারা । হিমালয়ের পাদদেশে এইরকম কিছু উপত্যকা আছে। ঘোড়ার মালিকেরা তাদের বুড়ো অক্ষম ঘোড়াগুলোকে ফেলে দিয়ে আসে। বরফের দেশে জীবগুলো জল পায় না। খাবার পায় না। ওইখানেই চক্রকারে ঘুরতে থাকে। এক সময় পা ভেঙে পড়ে যায় ...আর উঠতে পারে না... পড়ে থাকে কতোগুলো হাড়....

চাঁদ ॥ (জোড় হাতে) প্রভু যদি অনুগ্রহ করে নিজের দেশেই ওদের কারাবাসের ব্যবস্থা করেন।

বৃহস্পতি । কারবাস? কোন অপরাধে? অ্যাপারেন্টলি ইনটেলেকচুয়ালরা কোনো অপরাধ করেনি। তাদের সাজা দিলে দেশবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। মেধাশক্তিতে আস্থা হারাবে। না, না, আমার ওই উপত্যকাই চাই। আর তোমার দেশেই চাই-

[মস্ত একটা ঝাঁটা হাতে কুঠি থেকে বেরিয়ে আসে চাঁদের মা]

চাঁদের মা । কখন সন্ধে উতরে গেছে। এখনও উঠোনে ঝাঁট পড়েনি তারাবুড়ো।

[ঝাঁটাখানা উঠোনে ছুড়ে দেয় চাঁদের মা। চাঁদ ছুটে যায় মায়ের কাছে]

চাঁদ ॥ কী করিস মা? দেখতে পাস না তোর অঙ্গনে বসে আছেন কারা?

চাঁদের মা । কারা? তেমন কাউকে তো দেখি না। ওই তো দুটো আঁস্তাকুড় আর শ্মশানঘাট। জীব। তাই না রে ধ্রুবতারা?

ধ্রুবতারা । হ্যাঁ বুড়িমা তাই। একজন আবর্জনা ফেলবে। আর একজন হত্যা করবে মেধা। বিপক্ষে কথা বললেই নামিয়ে দেবে উপত্যকায়। পড়ে থাকবে জীবাশ্ম।

চাঁদের মা । মার ঝাড়ু, মার ঝাড়ু! ভরসন্ধেতে মুখ দেখাও পাপ। তারাবুড়ো ঝাঁটা মেরে তাড়াও।

[তারাবুড়ো হাতে তুলে নেয় ঝাঁটাখানা। কেতু পালাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে, বৃহস্পতি তার বস্ত্র টেনে ধরেছে]

বৃহস্পতি ॥ উঠছো যে! ওই সম্মার্জনী চালনা কি তোমায় লক্ষ্য করে কেতুশ্রী?

কেতু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি বসুন। আপনার কোনো ভয় নেই। আমাকে ছাড়ুন

[বৃহস্পতি ছাড়ে না।]

চাঁদের মা ॥ (অবাবুড়োকে) ঠায় দাঁড়িয়ে রইলে যে? আমাকে দাও

[চাঁদের মা ঝাঁটাখানা কেড়ে নিয়ে উঠোনে চালায়। খরখর আওয়াজ হয়। বৃহস্পতি অপমানে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়।]

বৃহস্পতি ॥ ওরে নক্ষত্রমণ্ডলের অধিপতি চাঁদ, এই তোর দেশের সংস্কৃতি!

ধ্রুবতারা ॥ সংস্কৃতি তোমাদের কাছে শিখবো! তোমরা যারা নিজের দেশের আবর্জনা অন্যদেশে চালান করো, মেধাবীদের মেরে আমার দেশটাকে বধ্যভূমি বানাও...তোমরা শেখাবে সংস্কৃতি!

[চাঁদের মা ঝাঁটা চালাতে চালাতে বৃহস্পতি ও কেতুর দিকে ধেয়ে আসছে। চাঁদ ছুটে যায় তাদের কাছে।]

চাঁদ ॥ প্রভু! প্রভু! আমাকে একদণ্ড সময় দিন। পাগল! পাগল হয়ে গেছিস তুই ধ্রুবতারা! (ফিরে এসে মাকে ধরে) তুই সারা দেশের সর্বনাশ করলি রে রাক্ষসি!

[মাকে টেনে নিয়ে কুঠিতে ঢুকে যায় চাঁদ। ধ্রুবতারা ও অবাবুড়ো বাজনা বাজাতে বৃহস্পতি ও কেতুকে বাইরের পথ দেখিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। চাঁদ বেরিয়ে এলো কুঠি থেকে।]

আজ থেকে কুঠির বাইরে পা দিবি না তুই! থাক, শেকলে বাঁধা পড়ে থাক বুড়ি

[চাঁদ ঘুরতেই আচমকা অন্ধকার ফুঁড়ে তার দিকে ছুটে এলো মূর্তিমান শনিগ্রহ। হাতে ধারালো অস্ত্র। ভাবভঙ্গি রকমসকম পাক্কা একজন সন্ত্রাসবাদী জঙ্গির। ভীতত্রস্ত চাঁদের গলার কাছটা খামচে বুকের ওপর অস্ত্র চেপে ধরে।]

শনি মহারাজ!

শনি ॥ তোর দক্ষিণের ওই চির অন্ধকার কলঙ্কভূমিটা কার? (চাঁদ কী বলবে বুঝতে পারে না) বল কার

[চাঁদ শনির ধমকে কেঁপে ওঠে।]

ওটা কি বৃহস্পতির? (চাঁদ ঘাড় নাড়ে) কেতুর? (চাঁদ ঘাড় নাড়ে) রাহুর? (চাঁদ চুপ) বল রাহুর কিনা?

চাঁদ ॥ আপনার

[শনি হা-হা করে হাসে।]

শনি ॥ আমার সেবকদের অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ চলবে ওখানে। অন্ধকারে চলবে গুপ্তহত্যার কৌশল শিক্ষণ। ওটা হবে সন্ত্রাসবাদীর আঁতুড়ঘর। আজ থেকে কেউ ওদিকে তাকাবি না।

চাঁদ ॥ তাকাবো না।

শনি ॥ মনে থাকবে?

[শনি আবার হাতের অস্ত্রটা চাঁদের বুকে চাপে।]

চাঁদ ॥ (চিৎকার করে) থাকবে৷

শনি ॥ (হেসে) বল আমার জয়-

চাঁদ ॥ জয় শনি মহারাজের জয়

[শনি খুশি হয়ে চাঁদের পিঠ চাপড়ায় অতীত দর্শন শেষ হলো।- কুঠিঘরের জানালায় চাঁদের মা অশ্রুপাত করছে, টিয়ে ও মঞ্জরী সজল চোখে সেদিকে তাকিয়ে।]

মঞ্জরী । চল্ টিয়ে, বুড়িমার শেকলটা খুলে দি-

টিয়ে ॥ হ্যাঁ মালকিন-

চাঁদের মা ॥ পারবি না বাছা, শেকলে তালা লাগানো-

টিয়ে হাতদুটো আছে কেন? আমি ছিঁড়ে দেব দিদা আমি ছিঁড়ে দেব।

[টিয়ে লাফ দিয়ে কুঠিঘরে ঢুকলো।]

বিরতি

ওই চাঁদ

□ অঙ্ক ॥ দুই □ দৃশ্য ॥ এক

[আবার ফিরে এলো প্রাঙ্গণ শৃঙ্খলমুক্ত চাঁদের মা-কে নিয়ে কুঠি থেকে বেরিয়ে এলো টিয়ে ও মঞ্জরী বুড়ি চোখের জল ফেলছে]

চাঁদের মা । সেই যে আমায় কুঠিতে আটকে রেখে ঐ কাল শনির সঙ্গে বেরিয়ে গেল আর বাড়ি ফেরেনি আমার চাঁদ কোথায় গেছে, কী করছে কেউ কিছু বলতেও পারে না । একবার কি মায়ের মুখখানাও দেখতে ইচ্ছে করে না তার?

মঞ্জরী করতো, ইচ্ছে খুবই করতো যদি ঘরে একটা বউ থাকতো এই দরজার মুখে এসে ছুকছুক করতো তবে হ্যাঁ ছেলে তোমার পড়তো যদি আমার মতো বউ এর পাল্লায় টাঁ ফোঁ করতে দিতাম না বল টিয়ে? এই টিলার সামনে ওই বড় বঁটিখানা পেতে নিয়ে বলতাম এসো খোকন এসো ইলিশমাছের মতো তোমারও গাদা পেটি আলাদা করে দিচ্ছি চাঁদু'

চাঁদের মা ॥ চুপ কর ছুঁড়ি। আমার ঘরছাড়া ছেলেটা....

টিয়ে সেই তো' মালকিনের ধাত খুব কড়া' 'চানচ পেলেই আমি অন্য মাছঅলার কাছে চলে যাবো

মঞ্জরী । কী বললি'

টিয়ে না মানে মালকিন ঠিক কথাই বলে, তুমি কীগো দিদাবুড়ি তোমায় পাগলি বলে আটকে রাখলো, আর তুমি তাকে এখনও ভালোবাসছো?

চাঁদের মা বাসবো না' সে তো শুধু আমার ছেলে না, এ দেশের মাথা। সে যদি চলে গেলো দেশটাও গেলো জানিনে চাঁদ আমার কোথায় আছে, কেমন আছে' আবার এই কৃষ্ণপক্ষ পড়লো। এখন তো তার শরীরের অবস্থা দিনদিন খারাপ হবে

মঞ্জরী ও বাবা' ছেলে কি পক্ষে পক্ষে একেক রকম থাকে?

চাঁদের মা তাই তো তাই তো কৃষ্ণপক্ষে ছেলে আমার যায়-যায় আর তুই ছুঁড়ি অলুক্ষুণে হাঁক পাড়িস গাদা পেটি আলাদা করবি'

টিয়ে ॥ সাধে কি মদনা বলি?

[টিলার আড়াল থেকে বাজনা বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে আসে তারাবুড়ো। তারাবুড়ো গান ধরেছে-]

তারাবুড়ো ॥ কৃষ্ণপক্ষ পড়তে..

চাঁদমামার শরীর খারাপ ...

লেগে গেল সে ঝরতে ..

ঝরতে ঝরতে যাবেরে ঝরে ..

সব তাপ উত্তাপ ...।

চাঁদমামা চাঁদমামা

শুক্লপক্ষ পড়তে

চাঁদমামার মাথাটা খারাপ

সাগরের ঢেউ বাড়তে

চাঁদমামার কাটবে অভিশাপ

লাগবে সুধা বিলোতে

বুনতে বুনতে স্বপ্নকল্প

কতো কীর্তিকলাপ

চাঁদমামা...চাঁদমামা...

[তারাবুড়ো গাইতে গাইতে টিলার আড়ালে গেল। ইতিমধ্যে টিলার মাথায় দেখা দিয়েছে চাঁদ। অসুখে পড়া বৃদ্ধের হাল। তার চাদর জড়িয়ে কাশছে অনবরত। কাশির দমকে দুমড়ে পড়ছে। হাঁপাচ্ছে, ধুঁকতে ধুঁকতে নিচে নেমে আসছে। চাঁদের মা চাঁদকে দেখে অভিমানে আকুল হয়ে উঠে ঘরে ঢুকে গেল। টিয়ে ও মঞ্জরী অবাক হয়ে দেখছে]

চাঁদ ॥ (মায়ের উদ্দেশে) মা ওমা রে! হলো না ... রাহু শুনল না... কলঙ্কভূমি সে নেবেই। কতো বললাম ... শুনলো না। তার শেষ কথা দীপাবলির রাত্রে হয় বন্ধুত্ব বজায় রেখে হস্তান্তর করতে হবে ... নয়তো ... নয়তো কী করবে সেই জানে। হস্তান্তরই হবে। বাধ্য হয়ে স্বীকার করে এলাম।

চাঁদের মা ॥ (কুটির জানলায়) ওরে আমাদের কী সর্বনাশ হলোরে!

[চাঁদের মা মাথা চাপড়ায়।আড়ালে যায়।]

চাঁদ ॥ চুপ কর (বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে) হস্তান্তর না করলে দীপাবলির রাত্রে আমাকে গ্রাস করবে, রে, গ্রাস! তোরা ঠেকাতে পারবি রাহুকে? কেউ পারবে? কোথায় তোর ধ্রুবতারা? চমকদার ভাষণটি দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কেন, এখন পাশে নেই কেন?

[হঠাৎ টিলার আড়াল থেকে শনি বেরিয়ে এসে চাঁদের ঘাড় টিপে ধরে]

মাগো!

শনি ॥ কাকে দিবি কলঙ্কমহল?

চাঁদ ॥ তোমাকে-

শনি ॥ আবার বল-

চাঁদ ॥ তোমাকে-তোমাকে-

শনি ॥ আবার !

চাঁদ ॥ তো-তো-

[চাঁদ লুটিয়ে পড়ে]

শনি ॥ (হেসে ওঠে) খেঁটু -

[খেঁটু ঢোকে।]

খেঁটু ॥ ইয়েস বস্-

শনি ॥ অন্ধকার প্রদেশে খুঁটি পুঁতলি?

খেঁটু শুধু খুঁটি পাঁচ রকেট ওয়েনও ফেলে দিয়েছি চাঁদের কলঙ্কমহলে।

শনি ॥ বহুত আচ্ছা-

খেঁটু বস, তোমারে স্কোয়াড ট্রেনিং শুরু করে দিয়েছে দুহাতে দুখানা ইনস্ট্রুমেণ্ট ধরে ঘ্যাট ঘ্যাট-ঘ্যাট-ঘ্যাট-

শনি . (খেঁটুর পিঠ চাপড়ে) কী রকম জায়গাটা বেছেছি বস লাগাও জগত জুড়ে ধুন্ধুমার লাগিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ো চাঁদের অন্ধকার পিঠে! কোনো চেয়ারম্যান প্রেসিডেণ্ট আমার টিকি ছুঁতে পারবে না'

খেঁটু তবে বস বিশ্বজগতে চাউর হয়ে গেছে চাঁদের দেশে অনেক ফাঁকা জমি। কেউ সহজে ছাড়বে ভেবো না ওই কেতুশ্রী' জানিয়ে দিয়েছে, একবার যখন খানিকটা আলোচনা হয়েছে, কেনাবেচা হোক না হোক বজ্য পদার্থ এদেশেই ফেলা শুরু করবে।

শনি। তুই সবার ভাব রেখে যা, ওদের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে ওদের বিভ্রান্ত কর। আমি স্কোয়াডে লোক বাড়াই (টিয়ে মঞ্জরীকে দেখে) ওরা?

খেঁটু ॥ যাদের কথা তোমায় বলেছিলাম। মেয়েটা চাম্পু আছে না?

শনি ॥ দুটোকে আমার কাছে আন। স্কোয়াডে ঢোকাই।

[ভয় পেয়ে টিয়ের হাত ধরে মঞ্জরী। টিয়ে ছুটে গিয়ে প্রাঙ্গণের ঘণ্টায় হাতুড়ি পেটাতে শুরু করে]

খেঁটু বস, রাহু কেতুরা আশপাশে থাকতে পারে, কেটে পড়া ভালো।

শনি ॥ দুটোকে চাই রে খেঁটু -

[শনি ও খেঁটু বেরিয়ে যায়। চাঁদের জ্ঞান ফিরেছে বাজনায়।]

চাঁদ ॥ এর বাঁচবো নারে মা' দীপাবলির আগেই আমি শেষ হ্যাঁ, বেঁচে যাবো। কারও কথা ভাবতে হবে না তুই না তারাবুড়ো না ধ্রুবতারা না রাহু না শনি না বেস্পতি না (কুটির সামনে এসে) আমার বুকে একটু হাত রাখ মা। মা মা' তোর দুয়োরে পড়ে আছি, তুই বাইরে আসবি না'

[দমকে দমকে কাশি আসছে চাঁদের টিয়ে এর মঞ্জরী দেখছে চাঁদ ধুঁকছে, টলে পড়ে যাচ্ছে টিয়ে এগিয়ে এসে চাঁদের হাত ধরে]

কেরে? টিয়ে৷ কবে এলিরে৷ হাঁ করে কী দেখছিস৷ অ্যাই টিয়ে৷

[চাঁদ দুহাতে টিয়েকে ঝাঁকুনি দেয়। এখন এর তার কাশি নেই, রোগ নেই, শোক আক্ষেপ ক্লান্তি কোনোটাই নেই। ঝরঝরে কথা কইছে চাঁদ।]

টিয়ে ॥ চাঁদমামা!

[টিয়ে ডুকরে ওঠে। চাঁদ তাকে বুকে টেনে নেয়।]

চাঁদ ॥ দূর পাগল। আমাকে দেখা হলে কাঁদতে হয় নাকি! দেখলি না তোর গা ছোঁয়া মাত্র আমার মধ্যে জীবন জেগে উঠল! টিয়ে, টিয়ে, তুই যে আমায় শক্তি দিলি রে! সত্যি, অনেকদিন তোদের খবর রাখতে পারি না। কিন্তু তুই যে শিগগিরি আমাদের এখানে আসবি, আমি ঠিক জানতাম। কেন বলতো?

টিয়ে ॥ কেন আবার? আমরা যে দুজনে কাছে যাওয়ার জন্যে ছটফট করি গো চাঁদমামা। আমি সেই ছোট্টবেলা থেকে-

চাঁদ ॥ ঠিক তাই। দুজনে আমরা দুজনকে ধরতে চাই! দুজনে দুজনের দিকে হাত বাড়িয়ে আছি। যেন কতো জন্ম ধরে

[অগাধ বিস্ময় নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে মঞ্জরী ওদের কথা শুনছে।]

তোর বাবা ওইভাবে মারা যেতে আমি এর তোর মুখোমুখি তাকাতে পারিনি টিয়ে।] ওঃ একটা ঘর, একটু জমি দুটো ফলফুলুরির জন্যে কী না করেছে লোকটা। অথচ একসময় তোদেরই কতো না ব্রহ্মপুত্রকূলের সেই বাগানটা। (চাঁদের মা কুটির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে)। তালগাছে বাবুই পাখির বাসা। জষ্টিমাসের আমের মুকুল। কতো মৌমাছি গুনগুন করতো।

চাঁদের মা ॥ এর রাতের বেলার শিশির টুপটুপ করে ঝরে পড়তো জলপাই এর পাতা বেয়ে

চাঁদ ॥ ওদের পৃথিবীটা যে আমার সাজানো বাগানটা, নারে মা?

[তারাবুড়ো ঢুকে একমনে বাজনা বাজায়। শুনতে শুনতে মঞ্জরীর দীর্ঘশ্বাস চাঁদের কানে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে সে।]

কে?

টিয়ে ॥ আমার মালকিন! সেই বৈঠকখানা বাজার। মাছউলি মঞ্জরী। মাছ বিক্রি করে। আমি ওর সেই দোকানে মাছের আঁশ ছাড়াই। আমার মালকিন কোনদিন তোমার দিকে তাকাবার ফুরসৎ পায়নি গো!

চাঁদ ॥ দাঁড়া দাঁড়া। বৈঠকখানা বাজারেরে মাছউলি মঞ্জরী? মঞ্জরী বললি? না! না! ও তো মদনমঞ্জরী

মঞ্জরী ॥ কে? কী আমি? আমি কে?

চাঁদ ॥ মদনমঞ্জরী! হ্যাঁ! তোমার নাম মদনমঞ্জরী

মঞ্জরী ॥ আমি মদনমঞ্জরী

চাঁদ ॥ জানতে না তুমি?

মঞ্জরী ॥ না তো

চাঁদ ॥ কেউ কখনও ডাকেনি ও নাম ধরে?

টিয়ে ॥ আমি ডেকেছি। একবার মদনা বলে ডেকেছি

চাঁদ ॥ তুই তো না জেনে ডেকেছিস

চাঁদের মা ॥ তাও ওটা ডাক নয়, গাল পাড়া।

মঞ্জরী   তবু ও-ই যা ডেকেছে এর কেউ ডাকেনিওনি, কোনদিন বলেওনি আমার নাম মদনমঞ্জরী পিথিবিতে কেউ জানে না তবু টিয়ে না-জেনেও জানে৷ কিন্তু তুমি যা বললে সত্যি?

চাঁদ ॥ আমি তোমাকে জানি মদনমঞ্জরী তোমার ঠাকুদ্দাকে যে আমি চিনতাম৷

মঞ্জরী ৷ ঠাকুরদা পরাশয় নুলিয়া৷

চাঁদ ॥ আরে হ্যাঁ নুলিয়া পরাশয় ভরা জোয়ারে নৌকা ভাসাত পরাশয় অথৈ সাগরে জাল বিছিয়ে বিড়ি ফুঁকতো ঢেউয়ের দোলায় দুলতো এর বেটা সারারাত আমায় গান শোনাত-কী যে মধুর গান তার বল মা, সাতটা পাখি সাগরে ডানা ভাসিয়ে বেড়াত যেন-

[চাঁদের কথার ধরনে হাসে মঞ্জরী।]

একদিন বল্লে আমার নাতনি টেঁপিকে একবার দেখতে যাবে না মামা? ওর কপালে একটা চুম দেবে না? বললাম ধ্যাৎ, টেঁপি একটা নাম৷ ওর নাম হবে .. টিয়ে৷ মদনা'

[সবাই হাসলো।]

মঞ্জরী   মামাবাবু তুমি আমার ঠাকুরদারও মামা তোমার বয়েস কতো গো?

চাঁদের মা   অরে তোদের চাঁদমামার নিজের বয়েস থাকে নাকি৷ যখন যার সঙ্গে, তখন তার বয়েস কৃষ্ণপক্ষে মামার বয়েস যতটা বাড়ে, শুক্লপক্ষে ঠিক ততটাই কমে আমার চাঁদ চিরকাল একই রকম থাকে৷

[আবার এক ঝাঁক হাসি। তারাবুড়ো বাজনা থামায়।]

তারাবুড়ো ॥ হাট বাজাবে শুক্তুর ফেটে ফিকটি ভাইডা দেওয়ালির রাতে শনি বৃহস্পতি কেতু

[কাশি শুরু হল চাঁদের। বেদম কাশি। দুমড়ে দুমড়ে পড়ছে।]

চাঁদ ॥ (খিঁচিয়ে) আমি জাননে কিছু জানিনে যাও ধ্রুবতারাকে গিয়ে বলো ওই টিয়ে মঞ্জরী আছে, ওদের বলো যে যা পারে করুক আমি এর বাঁচবো না এই অমাবস্যেতে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না মা'

[চাঁদের মা চাঁদকে নিয়ে কুঠির মধ্যে চলে গেল।]

টিয়ে ॥ মালকিন৷ চাঁদমামা তো আমাদের হাতে সব ছেড়ে দিলে৷

মঞ্জরী   হুঁ, যা করতে হবে সব তোতে-আমাতে' এর সেই ধ্রুবতারা' শোন, তুই ধ্রুবতারার খোঁজ কর। আমি মামাবাবুর সেবা করি

তারাবুড়ো ॥ এই যে টিলাটা দেখছিস, এটা ডিঙিয়ে গেলে একটা পাহাড় পড়বে সেটা পেরোলে আরেকটা এই সাতটা পাহাড় ডিঙিয়ে যদি বুঝতে পারিস তুই উল্টোদিকে এসে পড়েছিস তাহলে ধ্রুবতারাকে পেলি না পেলে আবার পাহাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ফিরে চলে আয়...যা এগো.....

[তারাবুড়ো বাজনা শুরু করল টিয়ে টিলার দিকে ছুটল। তারাবুড়ো তার যন্ত্রটি বাজাতে লাগল]

মঞ্জরী। হারিয়ে যাস না টিয়ে-

অঙ্ক . দুই দৃশ্য ॥ দুই

[দীপাবলির রাত্রি। দীপ জ্বলেনি একটাও তাই তমসা ঘনঘোর চাঁদের নিরালোক কুঠির সামনে গুঁৎ পেতে বসে আছে খেঁটু পাল মাঝে মাঝে কুঠি থেকে ভেসে আসছে চাঁদের মায়ের বিলাপঃ 'চাঁদ, বাছা আমার একবার চোখ মেলে তাকা-চাঁদ, ও চাঁদ!' খেঁটু ঘড়ি দেখছে। বৃহস্পতি সন্তর্পণে ঢুকল।]

বৃহস্পতি কী হে... কী বুঝছ হে খেঁটু?

খেঁটু আজ্ঞে স্যার কেস যে ভারেবল্-আজ অমাবস্যার শেষ রাত বুড়িমায়ের কান্নাকাটি শুনে মনে হচ্ছে, কোমা স্টেজে চলে গেছে চাঁদ-

বৃহস্পতি আরে প্রতিবারই তো তাই যায় কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতে চাঁদ সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্ত এর দীপাবলির রাতে তো কথাই নেই

খেঁটু এই মরে-সেই মরে! রাত পোহালেই চাঁদের দেশে আপনার নামে খুঁটো পুঁতে ঝাণ্ডা বেঁধে দেবো স্যার আপনি খালি আপনার ব্যাকগিয়ারের বুড়ো ঘোড়াগুলোকে নামিয়ে যাবেন স্যার...

বৃহস্পতি ব্যাকগিয়ারের ঘোড়া!

খেঁটু ॥ ওই যে ইনটেলেকচুয়ালদের!

[কুঠির ভেতর থেকে চাঁদের যন্ত্রণাকাতর গলাঃ মা মা কই তুই?]

বৃহস্পতি (শূন্য পাইপের গোড়া চিবুতে চিবুতে) ঐ তো চাঁদের গলা! এই যে বললে কোমায় চলে গেছে সে!

খেঁটু স্যার মাঝে মাঝে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ফিরছে। এক সময় একেবারে যাবে এর ফিরবে না

বৃহস্পতি আরে মূর্খ, অনন্তকাল এই তো চলছে। অমাবস্যায় প্রাণশিখা নিভতে নিভতে শুক্লপক্ষ এসে পড়ে, আবার জ্বলে ওঠে চাঁদের প্রাণপ্রদীপ। এবারেও যে তাই হবে না, গ্যারান্টি কোথায়?

খেঁটু হাতে ঘড়ি বাঁধা আছে স্যার। অমাবস্যার শেষ হবার পনেরো মিনিট আগে কুঠিতে ঢুকব-মরা আধমরা যে অবস্থায় পাইমা-বেটা দুটোকে নিয়ে গিয়ে গভীর খাদে ফেলব-

বৃহস্পতি অ্যাঁ!

খেঁটু যেখান থেকে ফেরা নেই। ফেলেই মাটি-চাপা দিয়ে দেব! মাটি পাথর কাঁকর নুড়ি যা পাই সব ঢাকা দিয়ে আপনার খুঁটো পুঁতে দেবো স্যার

বৃহস্পতি ব্রেভো! ব্রেভো! মাই ডিয়ার খুঁটো-

খেঁটু খুঁটো না স্যার আমি খেঁটু! অবিশ্যি খুঁটো পুঁতে পুঁতে জমি বাগিয়েই পৃথিবীতে খেঁটু নামটা কিনেছি

বৃহস্পতি ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট!

[আড়াল থেকে হাততালির আওয়াজ এলো। ওরা সতর্ক হলো]

ক্লাপ দিচ্ছে কে৷

খেঁটু ॥ আঁধারে গা ঢেকে কেউ আপনাকে ফলো করেছে স্যার৷

বৃহস্পতি আমাকে কী করে বলছ? তোমাকে নয় কেন?

[তালি এগিয়ে আসছে খেঁটু কিছু বলতে যাচ্ছিল। বৃহস্পতি তার মুখ চেপে একটা টিলার আড়ালে গেল। চাপড় মেরে মশা মারতে মারতে কেতু ঢুকল। মশা তাকে অস্থির করে তুলেছে।]

কেতু ॥ কী মশারে বাবা৷ মশা না খোদার খাসি আমার রক্ত খেয়ে আমারই কানে বাজাচ্ছে বাঁশি৷ (একটাকে মেরে) এর মশাকেই বা দোষা কেন (হাতের তালুতে দৃষ্টি রেখে) তোরা তো এর নিজে থেকে জন্মাসনি। আমিই তোদের জনক আমারই জলের বোতল এর প্লাস্টিকের থলিতে মনের সুখে জন্মেছিস বলতে গেলে তোরা আমারই ঔরসজাত। জন্মের বাপকে তাড়া করেছিস বাপধনেরা৷ বিদেশি এসেছি, সেখানেও পিতৃভক্তরা পিতার অনুগমন করেছো৷ উঃ দেশজোড়া ওই বর্জ্য এদেশে চালান করতে না পারলে

[কেতু মশা মারতে ঠিক সেই টিলার আড়ালেই গেল, যেখানে খেঁটু এর বৃহস্পতি লুকোয়। কেতু যেতে-না-যেতে বৃহস্পতি এর খেঁটু উল্টো দিক দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এলো লুকোচুরি খেলার মতো]

বৃহস্পতি পাজিটা কিন্তু মশা মারছে না মশার ছল করে আমাদের পেছন নিয়েছে দাট মিশ্চি ভস রোগ শনি রাহুর শয়তানি বোঝা যায় এটা বাইরে মুর্মমিষ্টি ক্যাবলা গোপনে অনাছিস্টির ঘাপলা৷ আবর্জনা ফেলবে বলে দুকাঠা জায়গা চায় ব্রাদার ইন ল তুমিও কদিন ওর পিছন পেছন ঘুরেছ খেঁটু

খেঁটু তার ফলাফল তো দেখছেন স্যার, ক্যাশকড়ি ফাঁক করে দিয়েছি৷ পরণের কাপড় তিন ফালি করে এক টুকরো কোমরে এক টুকরো গলায় এক টুকরোয় পাগড়ি-

বৃহস্পতি । দ্যাট স গুড৷ আর এক টুকরো ওর গলায় জড়াতে পারলে-

খেঁটু ॥ গলায় ফাঁস?

বৃহস্পতি পারো?

খেঁটু দালাল প্রমোটার সিন্ডিকেট -আমাদের সব পারতে হয় স্যার৷ একদিন খাদের পাশে নিয়ে গিয়ে টুক কনুই-এর একটি গুঁতোয়-তারপর মাটি চাপা-

[অন্ধকারের মধ্যে থেকে একখানা হাত এগিয়ে এসে খেঁটুর কাঁধে চাপল

কে রে৷

কেতু ॥ তুই একটা মশা-আমি তোর বাপ৷

বৃহস্পতি কেতুশ্রী নাকি?

কেতু ॥ (স্বগত) ন্যাকামি সহ্য করতে পারি না (প্রকাশ্যে) আমি জানতাম এই বিচ্ছিরি রাতে এখানে আপনার দেখা পাওয়া যাবে

বৃহস্পতি আমিও জানতাম আজই তুমি দুকাঠার জন্যে চেষ্টা চালাবে

কেতু ॥ সেইদিনই তো হয়ে যাচ্ছিল৷ মাঝখানে আপনি ঢুকে বাগড়া দিলেন। আচ্ছা কেন? গ্রহজগতে আমরা সবাই আপনাকে এতো ভক্তিছেদ্দা করি, তবু আমাদের পেছনে হুড়কো দেন কেন?

বৃহস্পতি সে প্রতিশোধ তো তুমি নিয়েছো আমার বেলায় সেদিন বতো কুয়েরি আবস্তু করলে সব ব্যাপারটাই ওপেন হয়ে গেলো

কেতু ॥ যান, আপনি আপনার কাজে যান, আমি আমার কাজ করি। আমাদের আর দেখা না হওয়াই ভালো।

বৃহস্পতি আমার খুঁটোপোঁতা খেঁটুকে ছাড়ো কেতুশ্রী-

কেতু ॥ আপনার আগে ও আমার খুঁটো পোঁতা তারও আগে শনির আমার ছাল ছাড়িয়ে তিন টুকরো করেছে শালা।

বৃহস্পতি একটা বোঝাপড়ায় এসো ব্রাদার দ্যাখো, এদেশে তোমারও ব্যবস্থা হতে পারে আমারও হতে পারে. মিলেমিশে থাকলে ওর-ও জায়গা হয় প্লাস্টিক কি ইনটেলেকচুয়াল দুয়েরই জায়গা হয় এবং তার দরকারও আছে তবে ভাবনার কথা হলো, এখানে আরও পার্টি আছে

কেতু ॥ আছে নাকি?

বৃহস্পতি যতদূর গেস করতে পারছি....

[বাইরে একটা হাসি ওঠে। বৃহস্পতি কেতুর হাতটা চেপে ধরে]

কেতু

কেতু ॥ রাহু! আপনিও ওকে ভয় পান?

বৃহস্পতি অবভিয়াসলি ধড়ে মুণ্ডু বসাবে যদি কোনো দিন আমার মুণ্ডু তোমার ধড়ে উফ্ বিজ্ঞান ওকে ভয়াবহ করে তুলেছে

[হঠাৎ রাহু ঢুকলো। বা বলা যায় রাহুর ছিন্নমুণ্ডুটি শূন্য থেকে ছিটকে এসে পড়লো মুকুটে এবং নানা সাজসজ্জায় জিনিসটা বেশ বড়সড় বর্ণময় আলোকছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে জিনিসটার গা দিয়ে। রাহু খুব মেজাজে আছে। ঢুকেই প্রথমে সে কিছুক্ষণ প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে নানারকম হাসি ছড়ায় যেন হাসির প্রদর্শনী চলছে রাহুকে দেখামাত্র খেঁটু ও হেসে উঠে তার দিকে ধেয়ে যেতে উদ্যত। কেতু ও বৃহস্পতি তাকে টেনে ধরেছে। খেঁটু ছাড়াবার চেষ্টা করছে]

বৃহস্পতি কোথায় যাস, খেঁটু তুই আমার-

কেতু ॥ তুই আমার-

খেঁটু ॥ খেঁটু কারুর না। খেঁটু বিগবসের। ছাড়ো ছাড়ো...

[খেঁটু নিজেকে মুক্ত করে এলো রাহুর কাছে বৃহস্পতি ও কেতু মাথা চাপড়াতে বেরিয়ে গেল]

রাহু আয় আয় রে আমার সখা খেঁটু কই চাঁদ কই আমার প্রাণকান্ত, প্রাণশশী নিশিকান্ত, দেখা দাও সখা বিলম্ব সয় না শুরু হোক গবেষণা ...এবং উৎপাদন... সখা....সখা....

[ক্রমশ কণ্ঠস্বর তীব্র এবং কর্কশ হয়ে ওঠে রাহুর।]

প্রিয় চাঁদ ॥ আমি তোমার প্রিয়তম রাহু! রাহু!

খেঁটু ॥ বস্, মরতে দেরি নেই!

রাহু। (কৌতুকে কাঁদে) মরছে, প্রিয় সখা চাঁদ মরছে!

রাহু ও খেঁটু ॥ হায় হায় হায় রে-প্রিয় সখা যায় রে-

[কুঠির দুয়ার খুলে গেলো দুয়ারে মঞ্জরী সাজসজ্জায় সেও যেন আজ স্বর্গের কিন্নরী]

মঞ্জরী (করজোড়ে) প্রভু আপনার প্রিয় সখা আপনার আগমনে বেজায় খুশি হয়ে আমাকে পাঠালেন-আজ রজনীতে আমি পাওনার সেবা করে ধন্য হতে পারি।

[কাতা মুণ্ডু নাচতে লাগে যেন।]

রাহু অহো অহো কী আনন্দ সেবা চাই অবশ্য অবশ্য চাই! তুমি কে সুন্দরী?

মঞ্জরী দাসী মদনমঞ্জরী!

কেতু ॥ অহো। মদনমঞ্জরী! খেঁটু রে মরি মরি!

খেঁটু ॥ বলো হরি!

[একটি টিলার মাথায় আলো পড়ে দেখা যায় বৃহস্পতি ও কেতুও মদনমঞ্জরীতে বিমোহিত ভালো করে দেখার জন্যে ওরা ঠেলাঠেলি করছে।]

রাহু। অহো! অহো! মদনমঞ্জরী .. আমি হরষিত ...

খেঁটু ॥ আমি শিহরিত!

রাহু। আমি মদনবাণে জর্জরিত

কেতু ॥ ব্যাটা যেন পুতুলনাচের দৈত্য!

রাহু। এসো এসো প্রিয়ে মদনমঞ্জরী, এসো তোমায় বক্ষে ধরি-

বৃহস্পতি। কী করে করবিরে! তোর তো ধড়টাই নেইরে!

মঞ্জরী প্রিয়তম, তোমার চরণদুটি কই আমি আঁচল দিয়ে মুছে দেবো তোমার কটিদেশ কই, আমি বাহুডোরে বাঁধবো তোমার বক্ষদেশ কই, এই পাখিটা তার একটি নীড় বাঁধবে....

কেতু ॥ আরাম পাবিনে, ওর তো কাঠের বডি!

বৃহস্পতি তুমি চুপ করো! প্রণয়বাক্য বোঝ কিছু? তোমার প্লাস্টিকের মাথা ঢুকবে না

কেতু ॥ না না, কী করে বাসা বাঁধবে? সত্যিকারের বক্ষদেশ কটিদেশ কোথায় পাবে? বিজ্ঞানসাধক দৈত্যের যে সব কাঠের

রাহু (মঞ্জরীকে) হবে.. হবে একটি মনোহর দেহ হবে আমার.. সব হবে প্রিয়ে উৎপাদন শুরু হলে হবে সুগঠিত ধড় খুঁজে নিয়ে আমার মুণ্ডু প্রতিস্থাপন করা হবে চাঁদ! চাঁদ! যথাসত্বর ওই কলঙ্কমহল এর এই রমণীরত্নটি কে আমার হস্তে সমর্পণ করো। নইলে তোকে আমি কাঁচা খেয়ে ফেলবো!

মঞ্জরী না না, এর কিছু খাবার আগে তোমাকে মদনমঞ্জরী ল্যাংচা খেতেই হবে প্রিয়! খাবে না যদি আমি পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে এলাম কেন শুনি! আহা!

[রাহুর গালে টোকা দিয়ে আড়াল থেকে অব মাগুরের হাঁড়িটা টেনে নিয়ে এলো মঞ্জরী]

রাহু ল্যাংচা ল্যাংচা খাবো-অহো মদনমঞ্জরীর ল্যাংচাসুধা পান করবো

[মঞ্জরীর হাতে হাঁড়িটা। রাহু ভেতরটায় চোখ দেয়।]

হো হো' ল্যাংচা লম্ফ দেয়' ল্যাংচা কি লম্ফ দেয় রে খেঁটু ?

খেঁটু ॥ নাতো'

রাহু। চোপ' এই তো দিচ্ছে

খেঁটু না ল্যাংচা নিজে লম্ফ দেয় না বস যে হাতে পায় সে লম্ফ দেয়' লম্ফ দিতে দিতে খায়-

মঞ্জরী আমার ল্যাংচা নিজেও লাফায় যে খায় সেও লাফিয়ে লাফিয়ে খায়।

রাহু। আমিও তাই খাবো' ধরো, আমার মুখে ধরো লাফানো ল্যাংচা....

মঞ্জরী। না, তুমি হজম করতে পারবে না গো প্রিয়'

রাহু ছোঃ ছোঃ' বর্তমানে কাঠের উদর যাঁতাকলে পেষণ হবে নো প্রব্লেম' ধরো ধরো'

[মঞ্জরী মুখে ধরতে রাহু এক চুমুকে পাত্রটা ফাঁকা করে দেয়।]

আঃ' তৃপ্তি' পরিতৃপ্তি মরি' মরি' ল্যাংচা কি চমৎকারি' আরও খেতে ইচ্ছা করি' আয় চাঁদ এবার ধরি চাঁদ আঁ আঁ

[শব্দটা শেষ হলো না। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে রাহুর।]

মঞ্জরী। প্রাণনাথ, ল্যাংচা ভালো না?

রাহু। (সামলে নিয়ে) ভালো! ভালো! ভা...আ-আ-আ-

খেঁটু ॥ বস্?

মঞ্জরী। অমন করে কেন গা খেঁটু দা?

খেঁটু ॥ কিছু একটা হচ্ছে!

রাহু (সামলে) না না! কী হবে হাঃ হাঃ! ইস দৈত্যরাজ রাহু সামান্য ল্যাংচায় কাতর নয়-

খেঁটু ॥ কাঠের পেটে পেয়াই চলছে না বস?

রাহু তাই, তাই! হাঃ! হাঃ আ আ (সামলে) না কিছু না খেলা দেখালাম তোমায়। (গলা) ঝেড়ে রেওয়াজও করে নেয় কিছুটা এবং ওই রেওইয়াজেই অবস্থা কাহিল) আঁ আঁ আঁ। খেঁটু খেঁটু

[কেতু ও বৃহস্পতি সবটাই টিলার মাথায় বসে দেখেছে। তাদের নিঃশব্দ প্রতিক্রিয়াও ছিল এবার বেশ সাড়া ফেলে দিয়ে বলে]

কেতু ॥ কী হচ্ছে বলুন তো?

বৃহস্পতি খাদনালির ড্যামেজ কন্ট্রোলিং করতে পারছে না ঠিক মতো! কী হে রাহু, গলায় কিছু ফুটে গেছে মনে হচ্ছে। ওই লম্ফঝম্ফ দেওয়া প্রাণীটা ভালো করে দেখে নিয়েছিল?

রাহু। (মঞ্জরীকে) কি দিলি! কি দিলি তুই! কী খাওয়ালি!

মঞ্জরী কেলেশশী! দাঁতআলা কাঁটাআলা হাইব্রিড কেলেল্যাংচা! কাঁটার মারণ বিষ!

খেঁটু ॥ তাই বল্! বসের গলায় বিষকাঁটা বিঁধেছে!

রাহু তবে রে রাক্ষুসি। রাহুকে চিনিস না-আঁ-আঁ ধর খেঁটু খেঁ-খেঁ-খেঁ-খেঁ

[মঞ্জরীকে তাড়া করে রাহু ও খেঁটু মঞ্জরী নাগাল এড়িয়ে চিৎকার করে]

মঞ্জরী। টিয়ে! টিয়ে!

[ততক্ষণ টিলা ছেড়ে নেমে এসেছে বৃহস্পতি ও কেতু।]

বৃহস্পতি। অরে ভয় নেই...নেই তোর মদনমঞ্জরী। আয় আয়....

[মঞ্জরী বৃহস্পতির নাগালে গিয়ে পড়ে।]

এই বুকেই তোর বাসাটি বাঁধ মদনমঞ্জরী

[বৃহস্পতির আলিঙ্গন অসহ্য ঠেকে মঞ্জরীর তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে অন্য দিকে ছোটে।]

ধরো ওকে ধরো কেতু...

কেতু ॥ ধরছি ধরছি কিন্তু আপনার জন্যে নয়....

[রাহু কেতু বৃহস্পতির ব্যূহে মঞ্জরীর দশা ফাঁদেপড়া হরিণের মতো]

মঞ্জরী। (ডাকে) টিয়ে টিয়ে

[নেপথ্যে বোমার আওয়াজ প্রাঙ্গণে সবাই যখন বিমূঢ়, বিকট হাসি ছেড়ে শনি ছুটে এলো]

শনি ॥ পালাও পালাও। এদেশে থাকা যাবে না।

বৃহস্পতি। কী কী হলো বৎস শনি!

শনি ॥ বোমার আওয়াজ পেলেন তো!

কেতু ॥ বুক কাঁপছে ভায়া!

শনি ॥ জঙ্গির দল গরে তুলেছি। চাঁদের ঐ আঁধারে হাঃ হাঃ!

বৃহস্পতি। জঙ্গি!

শনি। দক্ষিণের ঐ অন্ধকার রাজ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির বসিয়েছি প্রতিদিন পৃথিবী থেকে লোক ডেকে এনে ট্রেনিং দিচ্ছি হো হো-ঐ টিয়ে ছোঁড়াটাকে দলের পাণ্ডা করে নিয়েছি!

বৃহস্পতি তুমি রক্ষে করো বাবা শনি!

[রাহুর গলায় যন্ত্রণাটা দেখা দিলো। গোঙাতে শুরু করলো]

শনি। যন্ত্রনা হচ্ছে তো! হবেই! এদের সামলাতে পারবে না! হাইজ্যাক করা থেকে শুরু করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেড়-দুশো তলা বাড়ি উড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত ওই যে! ওই দেখ! চাঁদের আধারে ট্রেনিং পাওয়া আমার আত্মঘাতী বাহিনীর লিডারকে দেখ।

[সবাই ঘুরে দেখল টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে টিয়া তার হাতে একটি বোমা]

মঞ্জরী। টিয়ে-টিয়ে-কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি তুই?

সবাই ॥ রক্ষে করো বাবা শনি-

শনি। (হাসিতে চারধারে কাঁপিয়ে) স্বীকার করো আমি সবার ওপরে মহাজগতে আমার ঊর্দ্ধে কোনো শক্তি নেই

সবাই ॥ নেই, কেউ নেই

শনি নত হও রাহু কেতু বৃহস্পতি যে হও সে হও নত হয়ে পদতলে এসো

[সবাই শনির সামনে নত হতে শনি বিজয়ের হাসিতে উত্তাল হয়।

টিয়ে ॥ এবার তুমিও নিচু হও কালশনি!

[টিয়ের আওয়াজে শনি চমকে ওঠে।]

তোমার খেলাও শেষ একটি বিস্ফোরণ তোমার কলঙ্কমহলের ডেরা চুরমার! এবার শেষ বিস্ফোরণ সব শয়তানকে উড়িয়ে দি চাঁদের দেশ থেকে?

[বোমা তুলতে হাত তুলেছে টিয়ে।]

শনি । এর ছোঁড়া আমি তোকে ট্রেনিং দিলাম-আমারই মন্ত্র দিয়ে আমাকে ভয় দেখাস। জানিস, জানিস আমি কে?

[খেঁটু হঠাৎ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে মঞ্জরীকে।]

খেঁটু মার, কী করে মারিস দেখি! মারলে তোর মালকিনও বাঁচবে না-

[বৃহস্পতি রাহু, কেতুও মঞ্জরীর ডাইনে বাঁয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পরে মঞ্জরীকে ঢাল হিসেবে দাঁড় করিয়ে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে]

মঞ্জরী মার। আমি মরি সেও ভালো চাঁদমামার দেশটাকে বাঁচা টিয়ে টিয়ে

[টিয়ে বোমাটা ছুঁড়ল কেঁপে উঠল চন্দ্রলোককে। ধুলো এর ধোঁয়ার আস্তরণ সরে যেতে বিধ্বস্ত প্রাঙ্গণে টিয়ে এর মঞ্জরী বাকি সব অন্তর্ধান করেছে।]

মঞ্জরী । (চোখ মুছে) টিয়ে টিয়ে-

টিয়ে ॥ মালকিন-

মঞ্জরী আমি কি বেঁচে আছি টিয়ে টিয়ে, তুই আমায় মারিসনি?

টিয়ে মালকিন স্বপ্নের ঘোরে সব করা যায় শুধু মানুষ খুন করা যায় না। তুই যে আমার স্বপ্ন মালকিন-

[মঞ্জরী টিয়ের বুকে মুখ লুকোয়।]

মঞ্জরী (টিয়ের হাত ধরে) না, এর মালকিন না-টিয়ে তুই আমার মালিক।

টিয়ে (আকাশের দিকে তাকিয়ে) অমাবস্যা পার হয়ে গেছে রে মঞ্জরী

মঞ্জরী চাঁদমামা জেগে উঠবে এবার-

টিয়ে মামা ও চাঁদমামা তোমার রাহু কেতু শনি সব ভাগিয়ে দিয়েছি গো বেরিয়ে এসে দ্যাখো!

মঞ্জরী বল আমরা এখন চলে যাবো ব্যবসাপত্তর ফেলে এসেছি! সেদিকে তো সামলাতে হবে-

[চাঁদের মা বেরিয়ে আসে।]

চাঁদের মা । কেনরে মঞ্জরী তুই যে বলেছিলি আমার চাঁদের দেশে পুকুর কাটবি?

মঞ্জরী না গো দিদা তোমার ছেলে আমায় সমুদ্দুর দিয়েছে, এর আমি পুকুর নেব কেন বুড়িমা?

[মঞ্জরী চাঁদের মা-কে প্রণাম করে]

জোছনা রাতের সমুদ্দুর জোয়ারের ঢেউয়ে পরাশর নৃসিয়া ঢেউ-এর দোলায় পরাশায় দোলে তোমার ছেলে আমার নাম রেখেছে মদনমঞ্জরী, পুকুরে এর তো ধরবে না বুড়িমা

টিয়ে বুড়িমা, আমি কিন্তু আঁটি না পুঁতে এখান থেকে যাবো না।

[তারাবুড়ো টিলার পেছন থেকে বেরিয়ে আসে।]

তারাবুড়ো ॥ আই আই! গোটা কতক তালের আঁটি বেলের আঁটি নিয়ে তুই যে শেষ অবধি আট কুড়ি একশো ষাট খেল্ দেখাবি, আগে বলসিনি কেন? কী উদ্দেশ্য-বিধেয় ছিলো তোর?

মঞ্জরী অগো তারবুড়ো আঁটি পুঁততে জমি লাগে তার জমির দখল পেটে বোমা লাগে এই সোজা কথাটা এর কবে বুঝবে তোমরা

তারাবুড়ো ॥ আমরা সোজা কথা বুঝতে পারিনে তুই উলটো করে বল আমরা ঘুরিয়ে যদি বুঝতে না পারি বুঝতে পারবি আমাদের মগজে সত্যিও যা মিথ্যেও তাই

[ধ্রুবতারা এসে দাঁড়ায় টিলার উপর]

টিয়ে ধ্রুবতারা ও ধ্রুবতারা আমার জমি নেই। আমার কেউ নেই। কোথায় পুঁতবো আঁটিগুলো? আমার বাবাটা আমায় এগুলো দিয়ে গিয়েছিলো তাকে দিয়েছিলো তার বাবাটা এর কতো কাল বয়ে বেড়াবো?

[টিয়ে ডুকরে কাঁদে। চাঁদ বেরিয়েছে কুঠি থেকে। নিশি শেষে শুক্লপক্ষ পড়েছে শান্ত চন্দ্রালোকের উদ্ভাস চতুর্দিকে চাঁদ এখন প্রাণবন্ত।]

চাঁদ ॥ দেবো, তোকে ভুমি দিতে হবে টিয়ে।

টিয়ে ॥ চাঁদমামা-

ধ্রুবতারা . তোকে ভুমি দেবো না তো কি দেবো ঐ রাহু কেতু শনির দলকে যারা আমাদের দেশটাকে ধ্বংস করবে?

চাঁদের মা আমার চাঁদ চিরকাল তোদের সবাইকে আলো দিল, শোভা দিল, চোখে চোখে স্বপ্ন দেখাল-কতো গান কতো কবিতা

ধ্রুবতারা ॥ তার বদলে বিশ্বজগত চালান করে-শনির সন্ত্রাস রাহুর অভিশপ্ত বিজ্ঞান, কেতুর আবর্জনা এর বৃহস্পতির মেধার কলুষ জানে না চাঁদের দেশ কলুষিত করলে তুষারগিরি গলে উষ্ণস্রোত বইবে। বনে দাবানল জ্বলবে, দিগ্বলয়ে আশ্রয়হীন পাখিরা উড়বে, ছটফট করবে-সমুদ্রতলে বিস্ফোরণ ঘটবে

চাঁদ ॥ টিয়ে মঞ্জরী, কতোকাল তোদের মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি কেন থেকেছি? একদিন তোরা আসবি, একদিন তোরা আসবি, তোদের সুন্দর পৃথিবীর মতো আমাকেও সাজাবি, কতোকাল ধরে ডাকছি তোদের-আয়, আয়

[চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত ওরা দুজন-টিয়ে এর মঞ্জরী।]

ধ্রুবতারা ॥ ব্রহ্মার মানস সরে

ফুটে টলটল করে

নীলজলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী...

পাদপদ্ম রাখি তায়

হাসিহাসি ভাসি যায়

ষোড়শী রূপসী বালা পূর্ণিমা যামিনী।

যবনিকা

দেবী সর্পমস্তা

চরিত্রলিপি

কথকঠাকুর

লোকেন্দ্রপ্রতাপ

ধনঞ্জয়

রঙ্গলাল

প্রভাকর

চাহক

দেওয়ান

উদাস

প্রহরী

প্রথম সৈনিক

দ্বিতীয় সৈনিক

ব্যাঘ্রের দল

শ্রোতার দল

সপমুণ্ডধারিণী

গৌরী

কুণ্ডলা

ইচ্ছে

❑ দেবী সর্পমস্তা ❑

উৎসর্গঃ অতনু ও ময়ূরী

❑ মিনার্ভা রেপার্টরি থিয়েটার প্রযোজনা ❑

প্রথম অভিনয় ○ঃ ৩ সেপ্টেম্বর ২০১১

মঞ্চ ও নামাঙ্কনঃ হিরণ মিত্রমঞ্চ শিল্পঃ কৌশিক দাস

আলোক পরিকল্পনাঃ দীপক মুখোপাধ্যায় অতিরিক্ত গান ও সুরঃ অনির্বাণ ভট্টাচার্য

সংগীতঃ অভিজিৎ আচার্য মঞ্চ-সামগ্রী নির্মাণঃ রাম পাকড়ে

নৃত্যঃ সুদর্শন চক্রবর্তীপোশাক নির্মাণঃ গোবিন্দ সরকার

রূপসজ্জাঃ মহম্মদ আলিপ্রযোজনা নিয়ন্ত্রণঃ লোকনাথ দে

সহকারী রূপসজ্জাঃ সঞ্জয় পালনির্দেশনা সহকারীঃ শুভব্রত দে

মঞ্চ নির্মাণঃ বিলু দত্তআলোকসম্পাতঃ অঞ্জন দাস মদনগোপাল সাহা

সম্পাদনা, পোশাক, সামগ্রিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনাঃ দেবেশ চট্টোপাধ্যায়

❑ অভিনয়ে ❑

কথক লোকেন্দ্র অনির্বাণ ভট্টাচার্যদেওয়ান অধিকারী কৌশিক

ধনঞ্জয় : সুমিত দত্তউদাস : কৌশিক কর

রঙ্গলাল : প্রসেনজিত বর্ধনইচ্ছে : লোপামুদ্রা গুহনিয়োগী

প্রভাকর শর্মা : বিশ্বজিৎদাসছোট গৌরী : মেরি আচার্য্য

ডাহুক · লোকনাথ দেবড় গৌরী · মামনি দাশগুপ্ত

ব্যাধের দল সৌমেন দত্ত শান্তনু নাথ সুমন্ত রায় সৈকত ভকত, প্রতাপকুমার মণ্ডল গম্ভীরা ভট্টাচার্য, সুলতা রায়

সৈনিক ও শ্রোতার দল অভীক চক্রবর্তী শান্তনু রায় দিব্যেন্দু দাস শুভঙ্কর দাশশর্মা রাতুল সরকার

রচনাকাল ১৯৯৫

প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'আজকাল' ১৯৯৫

দেবী সর্পমস্তা

❑ অঙ্ক ॥ এক দৃশ্য ॥ এক ❑

দূরে দূরে পাহাড়-নিবিড় অরণ্যে ঢাকা। শ্যাম সবুজে আঁকা পাহাড়ের সানুদেশে টিলা ও একটি জলাশয় বা কুণ্ড জলকুণ্ড ঘিরে ন্যাড়া পাথুরে জমি একটি মাত্র গাছ। প্রাচীন, পত্রহীন, কঙ্কাল। বনপাহাড়ি অঞ্চলে আজ লোকদেবী সর্পমস্তার উৎসব জঙ্গল পাহাড়ের অধিবাসীদের ভিড় কারও কারও হাতে পতাকা। ধামসা মাদল ঢোল শিঙা বাজছে। সর্পমস্তা সেজে একটি মেয়ে নাচছে মেয়েটির ঘাড়ের ওপর মাথাটি মানুষের নয় সাপের মস্তবড় ফণা। নাচের মধ্যে জনতার হর্ষধ্বনিঃ জয় মা সর্পমস্তার জয়। নৃত্যবাদ্য শেষে মেয়েটি তার সাপের মুখোশ খুলে মুক্ত নিঃশ্বাস টানতে লাগে।

পুঁথিহাতে কথকঠাকুর এগিয়ে আসে।]

কথকঠাকুর ॥ ধন্য দেবী সর্পমস্তা, ধন্য তোমায় পুণ্যতীর্থ। মা মাগো....

[নত হয়ে ভূমিতে প্রণাম করল কথকঠাকুর। দেখাদেখি আর সকলে]

এসো মায়ের মানবলীলাকথা শোনাই তোমাদের এই সেই তীর্থস্থান, যেখানে মানবী মূর্তি ধরে একদা আবির্ভূত হয়েছিল তোমাদের দেবী সর্পমস্তা

[সমবেতদের গুঞ্জন।]

.ওই যে দূরে শ্যামল মেঘস্তূপের মত তৃণাঞ্চিত পর্বতমালা প্রভাতে দেবী চপল চরণে ওই চূড়ায় চূড়ায় ছুটে বেড়াত. অরুণ আলোয় উড়ত তার বসনপ্রান্ত

[সমবেতরা দূর পর্বতশ্রেণির দিকে নির্নিমেষ কথক গুনগুন করে-]

ও দেবী তোর কেমন পা, ধুলা লাগে না

ধুলায় গড়া পুতলি, ধুলা ধরে না।

[কথকঠাকুরের পিছু পিছু সকলে গাছতলায়।]

মধ্যাহ্নে দেবী শুত এই গাছতলায় মুখর ভোমরা না হারাত, পাছে দেবীর তন্দ্রা ছুটে যায়। পাতা কি ফুল একটা দুটো ঝরত কি ঝরত না পাছে দেবীর কোমল অঙ্গে আঘাত লাগে। ওই যে সরসী

[কথকঠাকুরের পিছু সকলে জলাশয়ের কিনারে-সাপের মুখোশ পরা মেয়েটি ও]

সায়াহ্নে দেবী গা ধুত এই কুণ্ডের জলে। চারধারে পাখিরা ওড়াউড়ি করত. কলকল করত.যাতে কেউ হঠাৎ এধারে এসে পড়ে দেবীর চান করা না দেখে ফেলে

[কথকঠাকুর গান করে।]

ও দেবী তোর কেমন গা, বারি ধরে না

পদ্মবনে চন্দ্রমণি, কে কার গহনা।

দেবী সর্পমস্তা কবে কেমন করে সিংহগড়ের রাজপ্রসাদ ছেড়ে উঠে এলেন এই পার্বত্য অরণ্যে সেসব অনেক কাল আগের কথা ভারতবর্ষে তখন ইংরেজের দাপট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজত্বের শেকড় ছড়াচ্ছে সিপাহি বিদ্রোহেরও আগে (থেমে) এ কাহিনি শুনতে হলে আমার সঙ্গে পিছিয়ে যেতে হবে অতকাল আগে যেতে হবে সিংহগড়ে পার্বত্য অঞ্চলের ছোট্ট সেই করদ রাজ্য সিংহগড়ে রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ বাহাদুরের রাজবাড়িতে

[জনতা হইচই করে জানালে-তারা প্রস্তুত বনপাহাড়ি অঞ্চলে অন্ধকারে লীন হল]

□ অঙ্ক ॥ এক দৃশ্য ॥ দুই □

[জেগে উঠল সিংহগড়ের রাজার মন্দির সংলগ্ন চত্বর। সন্ধ্যালগ্নে মন্দিরে দেবীর আরতি হচ্ছে। মুক্ত দ্বারপথে তারই আলোকচ্ছটা চত্বরে যুবক নৃপতি লোকেন্দ্রপ্রতাপ তার সমবয়সী বয়স্য রঙ্গলাল ও মধ্যবয়সী সেনাপতি ধনঞ্জয়কে নিয়ে দেবীপূজা দেখছে অন্তরালস্থিত দেবীমূর্তির দিকে তারা অপলক। আরতির ঘণ্টা ঝাঁক বেঁধে আসে থামে শঙ্খ চক্র চামর ইত্যাদির আরতির ফাঁকে ঘণ্টাধ্বনির বিরাজ। ওই নৈঃশব্দে মুখ খুলছে তারা।]

রঙ্গলাল (বিস্ফারিত চোখে) কুলোপানা চক্কর' চকচক করছে' হোমাগ্নিতে কীরকম ঘেমে উঠেছে মহারাজ' (লোকেন্দ্রপ্রতাপ সাড়া দেয় না) চোখদুটো দেখেছেন সেনাপতিমশাই? যে দিক দিয়ে দেখুন, ঠিক আমাদেরই তাক করেছে' এই বুঝি ছোবল মারল

ধনঞ্জয় ॥ রঙ্গলাল পাথরের ফণা ছোবল মারে না। ঠিক হয়ে বসো কৃত্রিম ত্রাসসঞ্চার তোমার একটি অভিনব খেলা বটে'

রঙ্গলাল খেলা বলেছেন? আমার তো সত্যি সত্যি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই' উঃ!

[রঙ্গলাল চোখ ঢাকে]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দেখ দেখ রঙ্গলাল, রূপ দেখ, এমন সুগঠিত শিল্পকলা। কী চমৎকার নারীদেহ'

রঙ্গলাল (গলায় হাত দিয়ে) সে তো এই পর্যন্ত কিন্তু ঘাড়ের ওপর মাথা'টি 'একটা মেয়ে যেন নিচু থেকে বাড়াতে বাড়াতে হঠাৎ ঘাড়ের কাছে গিয়ে ফণা ধরেছে' কিংবা একটা সাপ হঠাৎ গলার পর থেকে মেয়েমানুষ'

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (দেবীর দিকে করজোড়ে) দেবী সর্পমস্তা।

[আরতির ঘণ্টাধ্বনি কিছুক্ষণের জন্যে ওদের নির্বাক করে দিল ঘণ্টা বন্ধ হতে-]

আমার প্রপিতামহ যাদবেন্দ্র সিংহ ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র দিন চলত না তাঁর অভাবের তাড়নায় একবার ভাগ্য অন্বেষণে দেশান্তরী হলেন যাদবেন্দ্র। বহুদিন পরে ফিরে এলেন এই মূর্তি নিয়ে

রঙ্গলাল কোথায় পেয়েছিলেন এ দেবী' ভূভারতে সর্পমস্তা বলে কোনও দেবী নেই নামও শুনিনি।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ সত্যি' দেবী বলে কেউ মানতেও চায়নি' যে দেখে সেই বলে কোত্থেকে জোটালে যাও ফিরিয়ে দিয়ে এসো সর্পমস্তা দেবী নয়, প্রাণঘাতী ডাকিনী' প্রপিতামহ কারও কথা শুনলেন না গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন দুবেলা নিজের হাতে দুধকলা ধরতেন তাঁর সর্পমস্তার মুখে,রঙ্গলাল কিছুদিনের মধ্যেই যাদবেন্দ্রর রাজত্বলাভ' এই সিংহগড়'

ধনঞ্জয় ॥ রঙ্গলাল আমরা একটা বিশেষ কাজের জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি এখানে না থাকলেই ভালো হয়।

রঙ্গলাল   একটু শুনতে দিন না সেনাপতিমশাই। আমি এদেশে নতুন মানুষ। অনেক কিছু জানি না মহারাজ, শুনেছি, যদ্দিন বেঁচে ছিলেন আপনার ঠাকুর্দার বাবা নাকি দেবীর ফোঁসফোঁসানি শুনতে পেতেন?

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ অমনি বুঝতেন দেবী কিছু চাইছেন। কী চাইছেন দেবী? সারা জীবন বৃদ্ধ তটস্থ ছিলেন কীসে দেবীর তুষ্টি ওই যে কণ্ঠমালা একশো আট মরকতখণ্ডে গাঁথা

রঙ্গলাল   ওর প্রত্যেকটাই কি মরকত? মানে টুটোফুটো একটাও নেই?

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (উত্তেজিত হয়ে) টুটো ফুটো! দেবীর গলায় পরানোর সাহস আমার প্রপিতামহের ছিল না নিজের হাতে ওই মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন দেবীর গলায়

ধনঞ্জয়   এ প্রসঙ্গ এখন থাক মহারাজ দূর অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে কাজের জন্যে আমরা এসেছি, মনটা শক্ত না রাখতে পারলে

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ হুঁ, কাজই বটে ' এত পুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কণ্ঠহার হরণ। কাজ নয়? মস্ত কাজ। গোপনে চোরের মত অপেক্ষা করছি মন্দির দুয়ারে। আরতি শেষ হবে, হারটা ছিনিয়ে নেব। অভিশপ্ত কী অভিশপ্ত রাজা তুমি লোকেন্দ্রপ্রতাপ

[এক ঝাঁক আরতির ঘন্টা আছড়ে পড়ে লোকেন্দ্রপ্রতাপকে থামাল]

ধনঞ্জয় , আপনি মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছেন মহারাজ দেবী সপমস্তা যদি সত্যিই সিংহগড়ের মঙ্গলদাত্রী আপন অলঙ্কার খুলে দিয়ে তিনি আজ সিংহগড়কেই সুরক্ষিত করবেন। অন্যরকম ভাবনা আসছে কেন?

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ কেন সত্য গোপন করছেন সেনাপতি মশাই? দেবী স্বেচ্ছায় অলঙ্কার খুলে দিচ্ছেন না, এই অপদার্থ রাজাই তাঁকে নিরাভরণ করে কণ্ঠমালাটি তুলে দেবে বৃটিশ প্রভুর হাতে।

রঙ্গলাল দেবী সেটা টের পেয়ে গেছেন দেখুন মহারাজ তাই চোখদুটো ক্রমশ কিরকম ভয়ংকর

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ নাঃ, আমি পারব না।

ধনঞ্জয় ॥ মহারাজ,

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ না কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

রঙ্গলাল উঠুন মহারাজ, শিগগির উঠে পড়ুন...

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (উঠে দাঁড়ায়) আপনি আমাকে অনুরোধ করবেন না সেনাপতি।

ধনঞ্জয়, মহারাজ আপনি আমার পরমাত্মীয় প্রীতিভাজন। আমি নিশ্চয় আপনাকে কোনও অন্যায্য অনুরোধ করব না অশুভ পরামর্শ দেব না। সিংহগড় অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির রেসিডেন্ট সাহেব ওই হারটি পেলে আপনার ওপর বিশেষ প্রীত হবেন আপনার বাৎসরিক করের গুরুভার লাঘব হবে মাত্র ওই কণ্ঠমালাটির বিনিময়ে আমাদের করদ রাজ্য লাভ করছে মহাশক্তিধর বৃটিশরাজের প্রীতি শুভেচ্ছা আনুকূল্য।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (উত্তেজিত গলায়) জানি, সবই জানি অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধন আরো দৃঢ় হবে আপনার পরামর্শ ফেলনা নয় কিন্তু তবু গৃহদেবীর কণ্ঠহারটি রেসিডেন্ট সাহেব না চাইলেই পারতেন

রঙ্গলাল ॥ হ্যাঁ, একেবারে দেবদেবীর গায়ে হাত

ধনঞ্জয়, ওহে ভাঁড় চুপ করবে একটু? মহারাজ, আমাদের রেসিডেন্ট সাহেব একজন প্রকৃত ভদ্রলোক অত্যন্ত সংকোচ আর বিনয়ের সঙ্গেই তিনি হারটি কামনা করেছেন। আসলে উনি পড়েছেন ফাঁপরে। মানে ম্যাডাম হারটি দেখে এমনি মুগ্ধ তিনি তাঁকেও থামাতে পারছেন না আবার আপনার ওপরেও চাপ সৃষ্টি করতে বাধছে এমতাবস্থায়

রঙ্গলাল এমতাবস্থায় লন টেনিস মানে টেনিস বলটা উনি আপনার কোর্টে ঠেলে দিয়েছেন প্রভু এখন আপনি খেলবেন কি খেলবেন না, আমি বলি কি, সময় নিয়ে দেখে শুনে খেলুন.

[এবার মন্দিরে পঞ্চপ্রদীপের আরতি শুরু হল ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে চক্রাকার আলোকচ্ছটা চত্বরে ঘূর্ণি সৃষ্টি করল]

হারটা জ্বলে উঠল মহারাজ। পঞ্চপ্রদীপের আলো পড়তেই.

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ একশো আট মরকত খণ্ডে একশো আট দীপশিখা।

রঙ্গলাল এমন দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি প্রভু আমার বাপঠাকুর্দা বহু বহু রাজ্যে ভাঁড়গিরি করেছে বহু বহু ধনদৌলত দেখেছে কিন্তু আপনার দেশে বয়স্যগিরির চাকুরি করতে এসে এ যা দেখছি । কত দাম হবে? একশো আটখানা মরকত অযুত নিযুত কোটি পদ্ম মহাপদ্ম কত হতে পারে? বলতেই হবে সেনাপতিমশাই, আপনার রেসিডেন্ট একটা দাঁও মারছেন বটে

ধনঞ্জয় ॥ তুমি একটি অজমূর্খ

রঙ্গলাল আজ্ঞে না অজেয় মূর্খ (একান্তে চাপা গলায়) ভেঙে বলুন তো, হারটা রেসিডেন্টের মেমসাহেবকে পরিয়ে আপনি কি পুরস্কার পাচ্ছেন?

ধনঞ্জয় । মহারাজ আপনার এই নবনিযুক্ত বয়স্যটি নিতান্তই কষ্ট করে লোক হাসায়।

রঙ্গলাল ॥ বাঃ হাসির কথা কই বললাম। আমি তো সত্যি সত্যি বলছি, হেসে উড়িয়ে দেবেন না। সত্যিই তো

[ঘণ্টাধ্বনি থামল। আরতি শেষ করে প্রৌঢ় পুরোহিত প্রভাকর শর্মা চত্বরে দেখা দিল। শান্তিজল ছেটাল। লোকেন্দ্রপ্রতাপ নতশিরে শান্তিজল নিল]

প্রভাকর ॥ আর সবাই কোথায় গেলেন? মায়েরা এসেছিলেন.

ধনঞ্জয় ॥ সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহারাজ আপনাকে একান্তে কিছু বলতে চান ঠাকুরমশাই

প্রভাকর ॥ আপনাকে বড় চিন্তিত লাগছে মহারাজ। কোনো বিঘ্ন ঘটছে কি?

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দেবীর কণ্ঠহারটি একবার আমার হাতে দিতে পারেন ঠাকুরমশাই?

প্রভাকর ॥ (অবাক হয়ে) আজ্ঞে।

রঙ্গলাল ॥ দিন না, একবার হাতে এনে দিন না..একটু কাছ থেকে দেখি..

প্রভাকর ॥ দেবীর গলা তো কখনও খালি করা হয় না মহারাজ..

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ কখনও যা হয় না, তাই আজ হবে।

রঙ্গলাল ॥ হতে চলেছে।

প্রভাকর ॥ ক্ষমা করবেন মহারাজ। আপনার প্রপিতামহ সেই যবে পরিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যেও

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (আর্তনাদের মতো) খুলে দিন ওটা। আমার দরকার

ধনঞ্জয় ॥ বদলে দেবীকে অন্য হার দিচ্ছি আমরা। প্রায় একই রকম।

[ধনঞ্জয় হাতের গহনার বাক্সটা প্রভাকরের সামনে খুলে ধরে।]

দেখুন, কোনও তফাত চোখে পড়ছে? দেবীর গলা আমরা খালি রাখছি না ঠাকুরমশাই

রঙ্গলাল ॥ (গহনার বাক্স আর মন্দিরের ভেতর দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে) একই রকম। ওই বর্তমানে আর চাঁপাকলায় যেটুকু তফাত

ধনঞ্জয় ॥ (রঙ্গলালের প্রতি ধমক ছোঁড়ে) আঃ! বাচাল নির্বোধ! এটা ধরুন ঠাকুরমশাই

প্রভাকর ॥ (রক্তশূন্য মুখে) ঝুটো মালা! দেবীর গলায়

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ আপনাকে যা বলা হচ্ছে তাই করুন।

প্রভাকর ॥ (সহসা ধৈর্য হারিয়ে) তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে লোকেন্দ্রপ্রতাপ, নাকি দেউলে হয়ে গেছ? দেবীর গহনা বেচে খাবে ফুর্তি করবে, নাকি বৃটিশের খাজনা মেটাবে?

ধনঞ্জয় ॥ একী! একী! এসব কী বলছেন আপনি।

প্রভাকর ॥ (ধনঞ্জয়কে) হার বদলে দেব, না? প্রায় একইরকম।

[প্রভাকর ধঞ্জয়ের হাত থেকে গহনার বাক্সটা ছোঁ মেরে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে]

যার দৌলতে রাজত্ব তাকেই অবহেলা।

রঙ্গলাল (ঝুটো হারটা কুড়িয়ে এনে) আরে ঠাকুরমশাই, ম্যাডাম ম্যাডাম। দেবীর হার ম্যাডাম পরবেন ম্যাডাম রেসিডেন্ট

প্রভাকর তাই তো তাই তো। সাহেবদের ভেগেই তো সব যাবে। কাপুরুষ নির্বীর্য রাজা দেশটাকে বন্ধক রেখেছে সাহেবের ক্লাবে গিয়ে বলড্যান্স নাচছে টেনিস খেলছে এরপর যখন ওরা তোমার রানির বস্ত্র ধরে টানবে কী করবে তখন কী করবে তুমি?

ধনঞ্জয় ॥ প্রহরী' প্রহরী

[প্রহরী ছুটে এল]

প্রভাকর শর্মাকে বেঁধে কারাগারে নিয়ে যা.

প্রভাকর আয় কে বাঁধবি আয় তিনপুরুষ ধরে আমরা দেবীর সেবক। প্রাণ থাকতে দেবীর গায়ে হাত দিতে দেব না

[প্রহরী প্রভাকরের দিকে এগুতে লোকেন্দ্রপ্রতাপ হাত তুলে তাকে নিষেধ করে]

লুটেরার দল একী তোদের বাপ পিতামহের দেবী তাকে নিয়ে যা খুশি করবি তোরা

রঙ্গলাল । এ তো ঘোর উন্মাদ। আরে মহারাজের দেবী না তো কার দেবী?

প্রভাকর । কার দেবী (লোকেন্দ্রপ্রতাপকে দেখিয়ে) ওই ওর ঠাকুদার বাবা যদুবেন্দ্র সিংহ যার কাছ থেকে চুরি করে এনেছিল তার দেবী

রঙ্গলাল । মানে মহারাজের প্রপিতামহ চোর ছিলেন.

প্রভাকর আবার কী' ভাগ্য ফেরাতে দেশান্তরী হয়ে দেবীমূর্তি মাথায় নিয়ে ফিরল কোথায় পেল, কে দিল। কেউ কারও ঘরের দেবী স্বেচ্ছায় অন্যের হাতে তুলে দেয় খোঁজ করে দ্যাখ, চুরি বাটপাড়ি রয়েছে পেছনে। চোরের বংশ নির্বংশ হবে

[একটানা খেয়ালশূন্য চিৎকার করে শান্ত প্রভাকর বালকের মত কাঁদে]

ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়ে এখন মা সর্পমস্তকে ঝুটো মালা। ভাল হবে না কারুর ভাল হবে না

[প্রভাকর থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে চত্বরে ঢলে পড়ে।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (ঝিম ধরে বসেছিল এবার সজাগ হয়) আপনি আমার কুলগুরু, বংশের পুরোহিত। কায়িক শাস্তি আপনাকে দেব না তবে প্রভাকর শর্মা কাল সূর্যোদয়ে আপনাকে যেন এ মন্দিরে না দেখি সিংহগড়েও না। এসো রঙ্গলাল।

ধনঞ্জয় ॥ আসল কাজটাই তো সারা হলো না মহারাজ।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ রাত পোহালে হবে (কয়েক পা এগিয়ে থামে) ব্যস্ততার কী আছে সেনাপতি মশাই? ওই মরকতমালার জন্যে যুগ যুগ অপেক্ষা করা যায় রেসিডেন্ট সাহেব সামান্য একটি রাত্রি পারবেন না?

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ রঙ্গলাল ধনঞ্জয়, প্রহরী বেরিয়ে গেল শূন্য চত্বরে প্রভাকর। আলো নিভলো]

◻ অঙ্ক ॥ এক দৃশ্য ॥ তিন ◻

[নিশুতি রাত মন্দিরের ভেতর থেকে চত্বরে বেরিয়ে এল একটা বারো তেরো বছরের ফুটফুটে মেয়ে চোখ কচলে রাতের আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল মেয়েটি। এবার মন্দির থেকে বেরিয়ে এল প্রভাকর। কাঁধে বোঁচকা সন্তর্পণে চারপাশটা দেখে নিয়ে মেয়ের হাত ধরল প্রভাকর।]

প্রভাকর ॥ চল

[মেয়েটি চোখ মুছতে মুছতে প্রভাকরের পিছু ধরে। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে দেখা দিল রঙ্গলাল]

রঙ্গলাল (দুঃখিত গলায়) চললেন? আমাদের মায়া কাটিয়ে দেশ ছাড়ছেন? কত দেশ ঘুরে এলাম আপনাদের কাছে ভাল করে চেনাজানাও হল না (মেয়েটি কাঁদছে) কী করবি রে বোনটি তোর বাবাই যে দুর্ভাগ্য ডেকে আনল (প্রভাকরকে) তবে হ্যাঁ, আপনার সন্ধেবেলার ওই রুদ্রমূর্তি বাহবা দেব আপনাকে ঠাকুরমশাই। মামদোবাজি বিদেশি বানিয়া ধর্মস্থানে হাত বাড়াবে আর মহারাজকেও আচ্ছা ঝাড়টি ঝেড়েছেন৷ পায়ের ধুলো দিন ঠাকুরমশাই (ধুলো নিয়ে) দিন চাবিটা দিয়ে যান

প্রভাকর ॥ চাবি ..?

রঙ্গলাল মন্দিরে তালা দিয়ে যাচ্ছেন সকালবেলা মাকে দুধকলা খাওয়ার কী করে? ভারটা মহারাজ আমাকে দিলেন কিনা মন্দিরের চাবিটা দিয়ে যান

[প্রভাকর চাবির গোছা বার করে দেয়।]

যান আর আপনাকে আটকাব না। সাবধানে যাবেন (মেয়েটির থুতনি নেড়ে) ভাল হয়ে থাকিস বোনটি

[চাবি নিয়ে মন্দিরের দিকে দ্রুত বেরিয়ে গেল রঙ্গলাল প্রভাকরও পায়ে পায়ে বাইরের দিকে চলেছে রঙ্গলাল হঠাৎ দুদ্দাড় ছুটে বেরিয়ে এসে প্রভাকরের কাঁধের বোঁচকা খামচাতে লাগল।]

কই, কোথায় রাখলেন? আরে কোথায় ঢোকালেন মালটা? তখনি আমার বোঝা উচিত ছিল, হারটা আপনি ছাড়তে চাইছেন না, তাই বলুন৷ ওটায় আপনার লোভ৷ ভীষণ লোভে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন

[রঙ্গলাল প্রভাকরের বোঁচকা টেনে নামিয়ে খুলে ফেলতে উদ্যত হয় প্রভাকর বোঁচকায় উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে]

প্রভাকর ॥ নিও না, নিও না৷ ওটা ছেড়ে যেতে পারবো না৷

রঙ্গলাল হুঁ, আপনিও মশাই কম ঘুঘু না৷ ভাবছিলাম নীতির কারণে লড়ছেন, দেখছি সবাই আমরা এক গর্তের শেয়াল৷ তা কোথায় বেচবেন ওটা, কার কাছে?

প্রভাকর ॥ না বাপু, বেচব না।

রঙ্গলাল তবে কি কাছে রাখবেন? রোজ একবার চোখের সামনে দোলাবেন? ও কম্মোটি করবেন না৷ চোর ডাকাতের হাতে মালটা তো যাবেই, সঙ্গে গলাটাও বেচে কাঁচা টাকা বানান অযুত নিযুত পদ্ম।.. যাচ্ছেন কোথায় বলুন তো? আসল কথাই তো জানলাম না, আপনার গন্তব্য উদ্দেশ্য বিধেয়....

প্রভাকর আমি কিছু জানি না ছেড়ে দাও বাপু রঙ্গলাল তোমায় আশীর্বাদ করছি

রঙ্গলাল কাছাখোলা আর কাকে বলে? শুধু মালটা হাতিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। আরে কাল সকালে মহারাজ এবং

রেসিডেন্ট দুপক্ষেই যে পেছনে ধাওয়া করবে সে খেয়াল আছে? কাজেই এই রাতের মধ্যেই আমাদের এমন জায়গায় সরে পড়তে হবে

প্রভাকর ॥ আমাদের! তুমিও কি আমাদের সঙ্গে ...

রঙ্গলাল প্রভু ভাঁড় আমি, পেশা ভাঁড়ামি.

হার চাই আমি, বাট কিন্তু নট হারামি।

ঠাকুর একা তুমি ও মাল হজম করতে পারবে না আমার সঙ্গে হিস্যায় এসো দুজনে মিলে কিস্‌সাটা জমাই তুমি যেমন বংশপরম্পরায় পুরোহিত, আমিও পরম্পরায় ভাঁড়। বাপঠাকুদা অনেক আশা নিয়ে নাম রেখেছিল রঙ্গলাল বুঝলে সন্ধেবেলা হারটা দেখার পর থেকেই ব্রহ্মতালু দপদপ করছে' কখন হাতাবো ও হরি, চোরের ওপর বাটপাড়ি' (থেমে) যাকগে ফালতু কথায় রাত কাটাবে না সিংহগড়ের ভূগোলটা জানা আছে কি?

প্রভাকর ॥ ভূগোল কী কাজ?

রঙ্গলাল আরে ভূগোলই জান না মাল পাচারের লাইনে এলে' শোন, পাঁচ হাজার ফুট পাহাড়ের উপর এই দাঁড়িয়ে আছি আমরা উত্তর পূব পশ্চিমে ভয়ংকর অরণ্য. বাঁদর নেকড়ে গন্ডার অরণ্য পেরিয়ে পাহাড় পাহাড়ের ভয়াল ভিষন.. পদে পদে মৃত্যু না না ঘাবড়িও না ঝুঁকি না নিলে বেঁচে থাকার মানে নেই' যদি কোনোক্রমে অরণ্য আর পর্বত ডিঙোতে পারি পড়ছি গিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে' ইংরেজ মহারাজ দুপক্ষই কেটে গেল' দাও বোঁচকাটা আমার কাঁধে চাপিয়ে দাও... (প্রভাকর সেটা করল না। রঙ্গলাল মেয়েটির হাত ধরল) তবে বোনটি মামার বাড়ি যেতে গিয়ে কামারবাড়ি গেছিস কি, মাথায় পড়বে হাতুড়ির ঘা জয় মা

[আলো নিভল। অন্ধকারে কথকঠাকুরের কন্ঠ ভেসে এল।]

কথকঠাকুর ॥ উত্তর সীমান্তের সেই দুর্ভেদ্য পার্বত্য অরণ্যে দিশা হারিয়ে ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে তিনদিন তিনরাত পড়ে এক পড়ন্তবেলায় প্রভাকর শর্মা পৌঁছাল এই সরসী তীরে।

▢ অঙ্ক ॥ এক দৃশ্য ॥ চার ▢

[পূর্বদৃষ্টি বনপাহাড়ি অঞ্চল ভেসে উঠল জনহীন। পত্রহীন গাছের ডালে পশুর চামড়া ঝুলছে জলকুণ্ডের কিনারে প্রভাকর। বুকের ওপর মেয়ে। প্রভাকরের কাঁধে এলিয়ে ধুঁকছে মেয়েটি।]

প্রভাকর . (মেয়ের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে) মা ওমা গৌরী একবার তাকা মা আর ভয় নেই বন শেষ হয়ে গেছে দ্যাখ কোথায় এসেছি আমরা....জল খাবি গৌরী?

[একপেট জল খেয়ে কুণ্ডের খোল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে পাড়ে উঠে এল রঙ্গলাল.]

রঙ্গলাল আঃ। মিছরির মতো মিষ্টি জল আঃ, অ্যাদ্দিনে একটা ফাঁকাফুঁকো জায়গা পেলাম' ওঃ তিনদিন তিনরাত কী করে যে যমের মুখ এড়িয়ে বেঁচে আছি মহাভারত লেখা যায়' কী জানি, আছি তো বেঁচে? (গায়ে চিমটি কেটে) আছি, আছি (দূরের পাহাড় দেখে) ঠাকুর এবার পাহাড় পাহাড়ের পর পাহাড় টপকাতে হবে মনে হচ্ছে পেরে যাব পারতেই হবে তোমার-আমার জুড়ির মার নেই ঠাকুর' বিশ্বজগতও টপকাতে পারি ...

প্রভাকর ॥ ...শেষপর্যন্ত লোকালয়ের সন্ধান মিলল।

রঙ্গলাল লোকালয়' কোথায় গো?

প্রভাকর ॥ (গাছে ঝোলা চামড়া দেখিয়ে) ওই যে!

রঙ্গলাল ॥ (লাফিয়ে ওঠে) ওরে বাবারে! ভাল্লুক!

প্রভাকর ॥ ভাল্লুকের চামড়া!

রঙ্গলাল ॥ আরে শালা চামড়াটা গাছে ঝুলিয়ে ভাল্লুকটা কোথায় গেল!

প্রভাকর ॥ (খিঁচিয়ে ওঠে) থামো! রসিকতা ভাল লাগছে না। পারিপার্শ্বিক জ্ঞান নেই, সব ব্যাপারে ভাঁড়ামি! (জোরে) ওগো কে আছ... কে কোথায় আছ বাপু, আমি ব্রাহ্মণ। সঙ্গে আমার মেয়েটি মরমর। আমাদের বাঁচাও গো... পরমেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবেন।

[পাহাড় পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ছড়াল। সাড়া এল না।]

রঙ্গলাল ॥ খালি নিজের আর নিজের মেয়ের কথাই জানান দিচ্ছ। আমার কথাটাও বলো। আমিও যে পরিশ্রান্ত, অসহায়...

প্রভাকর ॥ যাও, কাউকে দেখতে পাও কিনা আন্দাজ। চামড়া শুকুতে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় কাছেপিঠে মানুষের বসবাস। যাও না।

রঙ্গলাল ॥ ওঃ! তিনদিন ধরে তুমি কিন্তু যাবতীয় কঠিন কাজগুলো আমার কাঁধে চাপাচ্ছ! কাল একা পেয়ে দুটো বাঁদর আমায় নিয়ে কী ভাবে চু-কিৎ-কিৎ খেলেছে....তারপরেও তুমি....

প্রভাকর ॥ অযথা কালহরণ কোরো না বাপু রঙ্গলাল। সূর্য ডোবার দেরি নেই। একটা আশ্রয় না পেলে মেয়েটা মরবে।

রঙ্গলাল ॥ তা ওকে ডেকে আনলে কোন আক্কেলে? এসব চুরি বাটপাড়ি গয়নাগাঁটি পাচার করা এসব ব্যাটাছেলের কর্ম। এর মধ্যে কেউ পুঁচকে মেয়ে ঢোকায়? ও না থাকলে কোনকালে পাহাড় ডিঙোতাই! বস্তুয় হাজারবার বলেছিলাম, মেয়েকে মামাবাড়ি রেখে এস।

প্রভাকর ॥ দেবীর কন্ঠহার চুরি করে পালাচ্ছি। মেয়েকে ছেড়ে রেখে আসব কি উম্মত্ত লোকেন্দ্রপ্রতাপের প্রতিশোধের সুবিধা করে দিতে?

রঙ্গলাল ॥ তবে ভোগো। মরকতমালাটা না বেচা তক তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমারও ভোগান্তির একশেষ। দেখি, হারটা দাও তো। যত্তোসব উদ্ভট লোক! আরে এখনও পর্যন্ত হারটা একবার হাতে রেখে দেখতে দিল না!

প্রভাকর ॥ তোমার ধারণা, দেবীর কন্ঠহার আমি হাতছাড়া করব!

রঙ্গলাল ॥ আহা মালটা বেচবে তো? ঠিক আছে, তোমাকে হাতে করে বেচতে হবে না, পাপটা আমিই করব। তুমি ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে আর্দ্ধেক ভাগ নিও।

প্রভাকর ॥ তুমি এখন এসো বাপু রঙ্গলাল।

রঙ্গলাল ॥ এসো মানে?

প্রভাকর ॥ পথ দ্যাখো....

রঙ্গলাল ॥ কেন!

প্রভাকর ॥ হ্যাঁ তোমার সঙ্গে আমার মেলে না। না গোত্রে না চরিত্রে। বেশিদিন আমাদের একত্রে না থাকাই ভাল।

রঙ্গলাল   কে থাকতে চায়? পাহাড় ডিঙিয়ে বিদেশে পৌঁছব, সুবিধেমত বিক্রিবাটা সেরে ব্যাস, তুমি তোমার মত, আমি আমার মত।

প্রভাকর ॥ তুমি আমায় এখনো চেনোনি রঙ্গলাল।

রঙ্গলাল   এর বেশি চেনাচিনির কী দরকার।

প্রভাকর ॥ হার বেচা হবে না।

রঙ্গলাল   বেচা হবে না। তবে চুরি করা হল কেন?

প্রভাকর   (চিৎকার করে) ইংরেজকে দেব না বলে। দেশের সম্পদ ওদের থাবা থেকে বাঁচাতে বুঝেছ? ওটা বেচা কি নষ্ট করার শক্তি আমার নেই। (ঊর্ধ্ব মুখে) মা, হে মা সর্বমঙ্গলা নিরাভরণ করেছি তোমায়। মা মাগো, সিংহগড়ে আজ কি সম্প্রতি হচ্ছে?

[দূরে জলকুণ্ডের ওপারে টিলার আড়াল থেকে বৃদ্ধা ব্যাধরমণী কুণ্ডলার আবির্ভাব হয়। প্রচণ্ড কৌতূহলে সে এদের দেখছে]

রঙ্গলাল   তুমি ঠাকুর দেখতে ন্যালাখ্যাপা রকমসকম দেখে ধারণা হচ্ছে, আমাকে কাটিয়ে দিয়ে মালটা একাই ভোগ করবে।

প্রভাকর ॥ ভোগও করব না...ভাগও করব না।

রঙ্গলাল   না, না...সত্যি কী বলতে চাইছ?

প্রভাকর ॥ একরকম কথাই তোমাকে আমি আগাগোড়া বলে আসছি।

রঙ্গলাল ঃ তাহলে আমি তোমার পিছু পিছু আসছি কেন?

প্রভাকর ॥ সে তুমি জান।

[সহসা রঙ্গলাল একহাতে নিজের কান টেনে ধরে, আর এক হাতে নিজের গালে চড় মারতে শুরু করে]

ওকী। ওকী।

রঙ্গলাল   (নিজের উদ্দেশে) আরে এই বোকা ভাঁড়। তুই বনের মধ্যে কেন রে। তোর তো ব্যাটা রাজসভায় বসে মস্করা করার কথা। এই বামুনটার পেছনে শুয়োরের মতো ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে দৌড়ে এলি কেন আহাম্মক? কেন, কেন?

প্রভাকর   লালসা লালসাই তোমাকে তাড়িয়ে এনেছে বাপু। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

রঙ্গলাল   (পূর্ববৎ আত্মপীড়ন করতে করতে) কী করে ফিরবি? খাবারদাবার সব শেষ। জঙ্গলে কোথায় যেতে কোথায় যাবি ভাল্লুকের পেটে জমা পড়বি (চড় ও কানটানার হাত পালটে নিয়ে) চোদ্দোপুরুষের পুণ্যে যদি বা ফিরলি সেখানে গিয়ে পাবি তো রেসিডেন্ট সাহেবের বুটের লাথি। লোকেন্দ্রপ্রতাপ তোর গর্দান নেবে রে বেয়াকুফের বাচ্চা।

[টিলার আড়াল থেকে বুড়ো ব্যাধ ডাহুক বেরিয়ে আসে দশাসই চেহারা। হাতে বর্শা। নেশায় টইটম্বুর দু চোখ রক্তজবা কুণ্ডলা ও ডাহুক নিজেদের মধ্যে কী সব ইশারা ইঙ্গিত করে।]

প্রভাকর   হ্যাঁ তা তোমার জন্যে এবার সত্যিই আমার ভাবনা হচ্ছে বাপু রঙ্গলাল

রঙ্গলাল   থাক। মাথা ন্যাড়া করে আর সিঁথিতে সিঁদুর পরাতে হবে না। হার বার করো।

প্রভাকব এখনও তোমাব লোভ গেল না

রঙ্গলাল   যাবে না' একশো আট খানা মবকতে গাঁথা মালা একশো আট দীপশিখা শেষ না দেখে ছাড়ব না' বাব করো আধখানা মালা ছিঁড়ে নেব'

প্রভাকর ॥ দূর হও। দূর হও' মুখে পোকা পড়ুক তোমার'

রঙ্গলাল   ঠাকুব আমি কিন্তু বহু ঘাটের জল খাওয়া আঁদোড়' হব কি করে নিতে হয় দেখবে তুমি

[রঙ্গলাল একটা ভারী পাথর তুলে প্রভাকরের দিকে ছোটে। আতঙ্কে গৌরী প্রভাকরকে জড়িয়ে ধরে ডাহুক টলমল পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় রঙ্গলালের সামনে।]

ডাকাত

[ডাহুক বর্শার গোড়া দিয়ে একটা টোকা মারতেই পাথরসুদ্ধ রঙ্গলাল ধরাশায়ী]

ডাহুক ॥ (প্রভাকরকে) দে' যো কছু আছে...সব দে'

প্রভাকব ॥ বাবা আমি গরিব ব্রাহ্মণ....তোমার তো কোনও ক্ষতি করিনি....

ডাহুক   ?(বর্শা উঁচিয়ে) বতনমালা দে   বতনমালা। নাই দিবি তেঁ যাঃ' তুহিব কনেরে দিব না'

[আচমকা গৌরীকে তুলে নিয়ে কুণ্ডের পাড় বেয়ে ছুট লাগায় ডাহুক]

গৌবী ॥ বাবা .. বাবাগো..

প্রভাকব । (ডাহুককে) বাবা বাবা ওকে ছেড়ে দাও এই নাও বাবা, বত্নমালা নিয়ে যাও।

[প্রভাকব মবকতমালা বাব করে। ডাহুক ফিরে এসে গৌবীকে নামিয়ে হাবটা নেয় শুন্যে চক্কর ঘুবিয়ে হাসে]

ডাহুক   বতনমালা, বতনমালা' (প্রভাকবকে) যা ভাগ' ভাগ হেথা হতে' হে বে কুণ্ডলা, ধ্বা আয় ধ্বা আয়

[বুড়ি কুণ্ডলাও নেশা করেছে। টলমল পায়ে ছুটে আসে।]

কুণ্ডলা ॥ আই আই আই কী শোভা পেখনুঁ বুড়া, নয়ান সাবথক বে'

[ডাহুক কুণ্ডলার গলায় হারটা পরিয়ে দিয়ে তার গলা জড়িয়ে গান ধরে]

ডাহুক ॥ কন্ঠে পরে মালিকা....

কী রূপ ধরে বালিকা....

রঙ্গলাল   (পাগলের মত বুক চাপড়ায়) গেল' গেল' সব গেল' কী সর্বনাশ করলে ঠাকুব .. ওরে দেবীর মরকত মালা ও কার গলায় উঠল'

ডাহুক ॥ চলহ চলহ কান্তা লো

গোকুল কবহ আলা লো

[বুড়োবুড়ি গলা জড়াজড়ি করে নাচতে নাচতে কুণ্ডের পাড় বেয়ে টিলার দিকে ছুট লাগায় টিলার আড়ালে ব্যাধপুরী কুণ্ডলার পায়ের বেড়ি খড়মড় বাজে।]

রঙ্গলাল   (চেঁচায়) দিয়ে যা' দিয়ে যা' জ্বলে পুড়ে মরবি' মা সর্পমস্তার অভিশাপে খাক হয়ে যাবি তোরা

কুণ্ডলা ॥ (চমকে ঘোরে) সর্পমস্তা'

রঙ্গলাল   সর্পমস্তা' কুলোপানা চক্কর' ঝিকিমিকি বিষদন্ত' এক ছোবলে চোদ্দোপুরুষের প্রাণান্ত'

কুণ্ডলা ॥ কোথাকে হেরিলি তুহি সর্পমস্তা'

রঙ্গলাল   সিংহগড়ে' রাজার পুরে' জানিস কার ও হার? দেবী সর্পমস্তার'

কুণ্ডলা ॥ হে রে রে সর্দার, শুনলি তুহি, মোদের দেবী সিংহগড়ে'

ডাহুক ॥ হঁ, হঁ' তেঁ এতেক দিনে মিলল মোদের দেবীর নিশানা'

প্রভাকর ॥ (চমকে) সর্পমস্তা তোমাদের দেবী'

ডাহুক   হঁ' মোদের দেবী নিষাদের দেবী', পাহাড় বনবনানীর দেবী' কতেক দিবস খুঁজিনু দেবীরে. পাহাড়ে জঙ্গল ঢুঁড়ি দেবীরে না হেরি...মোরা দেবীহারা আছি কতো কাল' মোরা ছন্নছাড়া ব্যাধ'

প্রভাকর ॥ ব্যাধসর্দার, কী করে হারালে তোমাদের দেবী'

ডাহুক   মোর পূর্বপুরুষের কহে গেল, পাষণ্ড এক চুরি করি নিল মোদের সর্পমস্তা'

প্রভাকর । যাদবেন্দ্র সিংহ' অভাবের তাড়নায়, বড়লোক হবার বাসনায়, লুট করেছিল তোমাদের দেবী সর্দার তার বংশধর আজ সিংহগড়ের রাজা।

ডাহুক   কোথাকে সিংহগড়' মোরা বানচারী ব্যাধ' কছু জানি না' হে ঠাকুর, দিবি আনি মোদের দেবীর ? মোয় ব্যাধসর্দার ডাহুক, তুহুঁর চরণের দাস হয়ে থাকব'

প্রভাকর   ডাহুক নিত্য তোমার দেবীর পুজা করেছি আমি। এই সন্ধ্যাবেলা নিত্য করেছি আরাধনা' তবু তোমার দেবীকে চিনিনি' বুঝিনি সে কার দেবী, কোথা থেকে গেল সিংহগড়ে' (ঊর্ধ্বাকাশে মুখ তুলে) দেবী, আজ তোমারে চিনলাম'

রঙ্গলাল । (কুণ্ডলাকে) দে, মালা ফিরিয়ে দে বুড়ি'

ডাহুক ॥ দে, দে কুণ্ডলা, খুলি দে-

কুণ্ডলা ॥ দিব না' দেবী নাই, তার কণ্ঠ হার...ইথে মোদের অধিকার।

রঙ্গলাল (প্রভাকরকে) হল তো, পুরাকথা শোনাতে গিয়ে মালটাই হাতছাড়া!

প্রভাকর কুণ্ডলা কুণ্ডলা কে বল্লে দেবী নাই! তোমাদের চোখের সামনে দেবী

[প্রভাকর গৌরীকে দেখায়।]

ডাহুক ॥ এহি অবলা!

কুণ্ডলা ॥ ফণা কইরে ঠাকুর, চক্কর!

রঙ্গলাল আরে ফণা কোত্থেকে আসবে বোকার মত কথা বলে! দেবী তো মানবজনম নিয়েছে!

ডাহুক ॥ কভুঁ না, তুহুঁর কথায় আস্থা হয় না। হে রে ঠাকুর সত্য!

প্রভাকর সত্যি সত্যি। (বাষ্পরুদ্ধ গলায়) সিংহগড়ের বন্দিনী দেবী আমাকে স্বপ্ন দিল আর পাথর হয়ে থাকব না রাজার ঘরে দাসী হয়ে থাকব না! আমি বনে যাব আমার আপন মানুষের কাছে যাব দেবী আমার কন্যা হয়ে জন্ম নিল! ওই পাহাড় যেমন সত্যি, বাতাস যেমন সত্যি এই সন্ধ্যার ছায়া যেমন সত্যি তেমনি সত্যি ডাহুক, এই তোমাদের সেই মানবী দেবী

কুণ্ডলা ॥ জয় মা!

[কুণ্ডলা ছুটে এসে গৌরীর গলায় হারটা পরিয়ে দিয়ে সামনে আছড়ে পড়ে]

আই আই আই! মোর দোষ নাই সব পাপ এই বুড়াটার! ছন্নছাড়া নেশাখোর, তুহুঁর হার কাড়ল

ডাহুক (খেপে) দিব শেষ করি মোয় নেশা করি ঝিমঝিমাই পাপপুণ্যের খেয়াল থাকে। তৈঁ?

কুণ্ডলা তৈঁ দেবীরে শূন্যে তুলে ঘোরাবি! যা, গড় কর!

ডাহুক ॥ (জোড় হাতে) হে মা, মোয় তুঁহুর পাষণ্ড শিশু!

কুণ্ডলা ॥ শিশু! হেরিস না মা ভূমিতে গড়ায়! অসন পাতি দে....

ডাহুক ॥ হাঁ হাঁ

[বর্শা ফলা দিয়ে গাছ থেকে ভল্লুকের চামড়া পাড়ে ডাহুক। কুণ্ডলা

গৌরীকে কোলে নিয়ে সেই চামড়ার আসনে বসে। কোলে নাচায়।]

কুণ্ডলা ॥ আই আই আই হে মা, ডর নাই ডর নাই. মোয় তুঁহুর কন্যে! হেরে বুড়া, মায়ের হিয়া তাতল ঠেকে, অধরদুটি থরথর! নিদান দে ...নিদান দে ...

ডাহুক ॥ হাঁ হাঁ

[ডাহুক তাড়াতাড়ি কুণ্ডে নেমে যায়। কুণ্ডলা কোলের ওপর গৌরীকে নাচায়]

কুণ্ডলা ॥ খাই লাগে? কী খাবি মা? ছেলেরা শিকার হতে ফিরুক! হরিণ দিব হরিয়াল দিব মেষ দিব মোর গোটা চার ভেড়া আছে মা,

দুধ নিঙড়ি দিব সবটুকু। ও মোর সোনার পুতলি, পাহাড়ে ওধার হতে সওদাগর মৃগনাভি আর চামড়া সওদায় আসে, বিনিময়ে তুহির তরে গড়ন নিব। পায়ের নিকন ...হাতের কাঁকন ....মাথার মুকুটি ....

[ডাহুক করতলে লতাপাতা ডলতে ডলতে কুণ্ড থেকে উঠে আসে গৌরীর কপালে প্রলেপ দেয়]

ডাহুক ॥ হে রে কুণ্ডলা, মায়েরে ঘরে লয়ে যাই

কুণ্ডলা ॥ (কোল নাচাতে নাচাতে) আই আই'এহন ভাঙা ঘরে মা কৈছনে থাকে রে! নতুন ঘর গড়ে দিবি বুড়া

ডাহুক ই হঁ ছেলেরা ফিরুক (বাইরে দেখিয়ে) হোথাকে গড়ে দিব মায়ের পাথরের ঘর-চন্দনকাঠের মোচলী দিব তাঁহে কুসুমের শেয-

রঙ্গলাল আরে ধুত্তেরি নিকুচি করেছে পাথরের ঘরে! এ তো উল্টো কচু গাল নিল। ঘরদোর কি কম্মে লাগবে রে রাত পোহালে আমরা পাহাড় পার হব.....

কুণ্ডলা ॥ তু যেথাকে যাবি যা ভাগ। মোদের মা মোদের ঘরে থাক।

রঙ্গলাল ও ঠাকুর' কী বলছে এরা? আরে ভাবছ কী?

প্রভাকর দ্যাখো রঙ্গলাল কী আরাম পেয়েছে আমার মেয়েটা। মুখচোখের ভয়ত্রাস মুছে যাচ্ছে বহুকাল পরে আপন আশ্রয়ে ফিরে এসে ডাহুক তোমাদের দেবী বড় খুশি!

রঙ্গলাল। আরে দূর মশাই। হারটা ...হারটার কী হবে?

প্রভাকর। হার নিয়ে আর আমার ভাবনা নেই যাদের দেবী, তারাই পাহারা দেবে দেবীর অলঙ্কার লোকেন্দ্রপ্রতাপ কি ইংরেজ সাহেব কি তুমি কেউ আর কাড়তে পারবে না নিশ্চিন্ত, এবার আমি নিশ্চিন্ত!

[সন্ধ্যার ছায়া ঘনায় কুণ্ডলার দ্রুত কোল-নাচানো মন্থর হয়ে আসে দূরে ব্যাধদলের কোলাহল, ঢোল বাজনা.]

ডাহুক ওই ওই মোর দলের ছেলেরা ফেরে! (ছেলেদের উদ্দেশে) ত্বরা আয় ত্বরা আয় মোদের সপমস্তা ফিরে এল রে মোদের হারানো দেবী মানুষ হয়ে দেখা দিল আয়, ত্বরা আয়.

[ডাহুক চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল ছেলেদের উদ্দেশে]

রঙ্গলাল ভাল হবে না সন্ধেবেলা বলছি, এভাবে আমাকে ফাঁকি দিলে তোমার ভাল হতে পারে না ঠাকুর, তোমার মেয়েরও না আমিই বুদ্ধি করে তোমাদের বনে ঢোকালাম আমিই মানবজননীর ছকিটা ছাড়লাম, তার সুযোগ নিয়ে আমারই মুখের গ্রাস কাড়ছে (কেঁদে ফেলে) আমিও এর শেষ দেখে ছাড়ব প্রভাকর শর্মা ....

[সদলবলে সর্পমস্তার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে এল ডাহুক। শিকার ফেরত ব্যাধদের কারও হাতে বর্শা, লাঠিসোঁটা কারও কাঁধে তির ধনুক কারও পিঠে রক্তমাখা চামড়ার ঝুলিতে নিহত পশু। কারও সঙ্গে বনের জন্তু তাড়ানোর ঢোল সবাই মিলে গৌরীকে ঘিরে নাচ বাজনা শুরু করে প্রভাকর, রঙ্গলাল, কুণ্ডলা গৌরী, ডাহুক ঢাকা পড়ে যায় ওদের আড়ালে নাচগান শেষ হলে গৌরী ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না গৌরীও বালিকা নেই, পূর্ণ যুবতী। নাচের ফাঁকে কেটে গেছে সাতটা বছর গৌরী দাঁড়িয়ে আছে সেই পত্রহীন বৃক্ষকঙ্কালের নিচে যেখানে পাথরের পর পাথর চাপিয়ে গড়া হয়েছে বেদী। বেদীর গায়ে শুকনো ফুলপাতা ছড়ানো পাশে পাথরের মালসায় আগুন তার রক্তচ্ছটায় মাখামাখি মানবী সর্পমস্তা গলায় বনফুলের মালা এবং দেদীপ্যমান মরকতমালা।

নিত্যদিনের এই নৃত্যগীতাদির পর গৌরী এক স্নায়ুবিক উত্তেজনা বোধ করে। বড় বড় শ্বাস টানে। বুক নামে ওঠে মাথা ঝাঁকায় ক্লান্তিতে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলায়। নাচগান শেষে শিকারী ব্যাধেরা চলে যাওয়ার আগে একে একে গৌরীর সামনে হাঁটু মুড়ে

বসে। গৌরী ওদের মাথায় আশীর্বাদী ফুল দেয় মাথায় বুকে ঠেকিয়ে ওরা ফুল চিবুতে চিবুতে চলে যায় ব্যাধপুরীর দিকে। ডাহুক ও কুণ্ডলা ঢোকে সাতবছরে বুড়োবুড়ি কিছুটা শিথিল নেশা করুক না করুক বুড়ো ডাহুককে সব সময় সন্দেহ হয় কুণ্ডলার হাতে চর্মপাত্রে জল গৌরী তার কিছুটা খায় বাকি জল দিয়ে কুণ্ডলা গৌরীর পা ধোয়ামোছা করে]

কুণ্ডলা ॥ তোহর সপমস্তা বয়স্থা হৈল রে সর্দার!

ডাহুক হাঁ, ভাবি হৈল' তেঁই আর কোলে তুলি নচাতে পারবি না রে বুড়ি.

কুণ্ডলা ॥ পায়ের গোছাখানি হেরিস? মুঠিতে ধরে না।

ডাহুক হঁ সপ্ত বরষ পার সপ্ত বরষায় বারি, বসন্তের বায়ু। সুন্দরী রূপের আগছি

কুণ্ডলা ॥ বিয়ার বাবস্থা কর'

ডাহুক ॥ হোঁ?

কুণ্ডলা পুরুষ বিনা প্রকৃতি শোভে না! যৈছন তুহুঁ মোর শোভা'

ডাহুক ॥ হাঁ মোয় তুহুঁর শোভা, তুহুঁ মোর বেদনার পরাকাষ্ঠা!

কুণ্ডলা ॥ (খেপে) অরে বুড়া ছন্নছাড়া বান্দর' মোয় তোর বেদনা' (গৌরীকে) কে মা, এ বুড়া মোরে মুকতি দিবে'

ডাহুক হেরে শোন শোনরে কুণ্ডলা মোদের দেবী সপমস্তা বিয়া করে না'

কুণ্ডলা ॥ সে তুহুঁর শাস্তরের দেবী, পাথরের দেবী' এ যে জীয়নকন্যা' আইবুড়ি থাকে কৈছনে? দে, মোরে একটো জামাই আনি দে

ডাহুক জামাই' (খিকখিক করে হেসে মরা গাছটার গায়ে চাপড় মেরে) এহি তো জামাই'

কুণ্ডলা ॥ কহে কী? মরা গাছ! সে তুহুঁর জামাই, মোর নয়।

ডাহুক হাঁ মোর জামাই' শাস্তরে আছে সপমস্তা বিয়া করে গাছেরে। বাস করে বৃক্ষের কোটরে'

কুণ্ডলা ॥ হোঁ গাছেরে বিয়া করে তুই যা, ওই মান্দার গাছটারে বিয়া কর। গায়ে পিঠ ঘষি কনটাকে জ্বলি ম

ডাহুক মান্দার গাছেরেই তো করলাম বিয়া' (ডাহুক কুণ্ডলার পিঠে পিঠ ঘষে) উঁহুহু, হিয়ার ভিতর দিয়া কনটাক মরমে গাঁথিল রে

কুণ্ডলা ॥ ওরে ছন্নছাড়া বুড়া' বিয়া না দিবি তো, দেবী ফের চলি যাবে সিংহগড়

ডাহুক ॥ (চমকে, ভয়ঙ্কর গলায়) কোথাকে যাবে?

কুণ্ডলা ॥ সিংহগড় জনমভর তুহুঁর জঙ্গলে পড়ে থাকবে কন রে কুলবতী কন্যা?

ডাহুক (গৌরীর সামনে এসে গজরায়) যা পা-ও বাড়া' কোঁড়া মারি পোঁড়া করি রাখি দিব তোহরে' হোঁ ঃ সিংহগড় যাবে' সেথাকে মণ্ডামেঠাই পাবি, তেঁই যাবি' লুভনি কোথাকের..

[ডাহুক তার লাঠি তোলে গৌরীর মাথায়।]

কুণ্ডলা ॥ (ডাহুককে টেনে সবায়) হে রে বুড়া কী করিস? ফের নেশা করেছো

ডাহুক সিংহগড়ে রাজত্ব গড়ি দিল মোদের কছু দেয় না' মোরা কছু চাহিও না' তবহি যাবে সিংহগড় ছাড়া দিব শেষ করি

[ডাহুক তেড়ে যেতে হঠাৎ গৌরী ডাহুকের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তাকে মারতে যায়। কুণ্ডলা ডাহুকে টেনে নিয়ে দূরে সরে যায়।

গৌরী তখন পাথরের ওপর লাঠিটা পেটায়-প্রবল আক্রোশে।]

গৌরী ॥ যাব সিংহগড়' ছাড় ছাড় তোরা আমায়' আমায় সিংহগড়ে যেতে দে

কুণ্ডলা ॥ (ডাহুকের কানে ফিসফিস করে) হেন গোঁসা কুছু দেখি নাই

ডাহুক ফোঁসফোঁসানি

কুণ্ডলা ॥ হঁ ফোঁসানি'

ডাহুক হঁ' সর্পমস্তা বয়স্ক হৈল তেই ফোঁসানি ধরেছে এবারে ফণা ছাড়বে হেলবে দুলবে .. (হাঁটু ভেঙে জোড়হাতে বসে) হে মা হে দেবী, শান্ত হ, শীতল হ, .

গৌরী ॥ (নিষ্ফল আক্রোশ লাঠি আছড়ায়) দেবী না আমি দেবী না' (বিকট জোরে আর্তনাদ করে) আমি দেবী না শুনতে পাচ্ছিস তোরা, আমি দেবী না'

[প্রভাকর শর্মা দ্রুত বেরিয়ে আসে খালি গা পরনে পশুচর্ম' চুলদাড়ি উস্কোখুস্কো রাজপুরোহিতরে লালিত্য আভিজাত্য চলে গিয়ে আদিম বন্যতা। প্রভাকরের হাতে একটা মোটা আকারের জীর্ণ মলিন গ্রন্থ প্রভাকর গৌরীর হাতের লাঠিটা কেড়ে নেয়।]

প্রভাকর ॥ চল, ঘরে চল . .

গৌরী ॥ না, আর থাকব না আমি' বনের মধ্যে থাকব না'

[অদূরে অন্তরালে গৌরীর পাথরের ঘর প্রভাকর সেদিকে নিয়ে যাচ্ছিল মেয়েকে। গৌরী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গাছতলার পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়ে। শ্বাসাঘাতে তার দেহ কাঁপছে]

প্রভাকর . যাও তোমরা কুণ্ডলা, খানা বানাবে না? ছেলেরা দিনভর শিকার করে এল। ওদের খিদে পেয়েছে আমাদেরও পেয়েছে কুণ্ডলা।

কুণ্ডলা ॥ হঁ হাঁ দেবীর ভোগ দে। খাই পেলে দেবী উচাটন করে ক্ষুধায় বিবশ সর্পমস্তা' চল চল আগ ধরাই

[ডাহুক তার লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে টিলার দিকে বেরিয়ে যায়। পিছু পিছু কুণ্ডলাও প্রভাকর গৌরীর মাথায় হাত বোলায়]

প্রভাকর . যখন তখন আজকাল এমন তেতে উঠিস' এরকম করতে হয়? বার বার চলে যাব চলে যাব করলে এরা কষ্ট পায় না? এরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। কত ভক্তি করে।

[প্রভাকর শর্মা জীর্ণ বইটা খোলে।]

ইস' মহাভারতখানার পাতা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে আর কদিন টিকবে? কদিনই বা পড়তে পারব? নতুন একখানা কোথায় মিলবে? শোন, মহাভারত শোন

[প্রভাকর সুর করে পড়ে।]

বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে

পরম পবিত্র কথা ব্যাসের বচনে।।

অনেক কঠোর তপে ব্যাস মহামুনি

রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারতকাহিনি।

[গৌরী গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে।]

গৌরী ॥ কতকাল, আরও কতকাল এ খেলা চালাবে আমায় নিয়ে সাতটা বছর গেল। শুনতে পাচ্ছ? এই জংলিদের আর আমার সহ্য হচ্ছে না।

প্রভাকর ॥ চুপ! চুপ!

গৌরী ॥ পারছি না, আমি আর পারছি না

প্রভাকর ॥ কী করছি? এরা যদি তোকে না ছাড়ে।

[প্রভাকর পড়ে।]

ভারতে অধিক নাই মহাভারত।

উচ্চ নীচ সবে মিলে, স্বর্গ ও মরত।

গৌরী ॥ (পিছন থেকে প্রভাকরের কাঁধ খামচে ধরে) কেন বলতে গিয়েছিলে, আমায় স্বপ্নে পেয়েছ! সর্পমস্তা তোমার মেয়ে হয়ে জন্মেছে?

প্রভাকর ॥ আর কোনও উপায় ছিল না সেদিন।

(পড়ে) সবার চরিত্র এই ভারত ভিতর।

নদনদীগণ যেন প্রবেশে সাগর

(থেমে গৌরীর দিকে ঘুরে) হ্যাঁ মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছি। দেবীর কণ্ঠহার রক্ষে করতে তোকে রক্ষে করতে। তবু সব মিথ্যের মধ্যেও কোথায় একটা সত্য রয়েছে, টের পাসনে গৌরী?

(পড়ে) সুজন সুবুদ্ধি হৈয়া লোক ষটপদী।

ভারত পঙ্কজ মধু পিয়ে নিরবধি।

[সবলে প্রভাকরকে নিজের দিকে টেনে ঘুরিয়ে বুকের কাপড় সরায় গৌরী]

গৌরী ॥ এদিকে দেখ

প্রভাকর ॥ ছাড়া নষ্ট হয়ে গেলে আর পড়তে পারব না। পড়তে দে।

গৌরী ॥ দ্যাখো মরকতের দাঁত আমার বুকের মাংস কতটা খুবলে খেয়েছে, দ্যাখো

[গৌরী হারটা উঁচু করে দেখায়, বুকের ওপর রক্তবর্ণ দাগ কুণ্ডের ওপারে টিলার ওপর ব্যাধেরা দল বেঁধে হইচই করে মাংস পোড়াচ্ছে আগুনের হল্কায় দেহগুলো টকটকে প্রভাকর গলা চড়িয়ে মহাভারত পড়তে থাকে-]

প্রভাকর ॥ ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগু মহামুনি।

পুলোমা নামেতে কন্যা তাঁহার গৃহিণী।।

রূপবতী পুলোমারে রাখি নিজ ঘরে।

মহামুনি ভৃগু গেল স্নান করিবারে।।

[ব্যাধেরা দূর থেকে হইচই করে তারিফ করছে।]

হেনকালে তথা আসি দৈত্য ভয়ংকরে

কামেতে পীড়িত চিত্ত ধরিল পুলোমারে।।

[একটা পাতার থলি নিয়ে রঙ্গলাল ঢুকল তারও পরনে পশুচর্ম চুলদাড়ি বিচিত্র মুখের ভাষাও বদলে গেছে]

রঙ্গলাল (ব্যাধদলের উদ্দেশে) হেরে ব্যাধেরা, তুহঁকার মাংস পোড়ানো হৈল?

ব্যাধেরা ॥ চুপ যা। ভাগ ভাগ। বাবাঠাকুর, শোনাও ...

রঙ্গলাল শুনি কী হবে? চাকরি করবি? তৈঁ? উদাস। উদাস। ডাহুকের ব্যাটা উদাস আছবে হেথাকে?

উদাস (ভীড়ের মধ্যে থেকে) হাঁ কন?

রঙ্গলাল কোঁড়া মারি ভাঙি দিব তোহর ঠ্যাঙ্গা। ব্যাটা কালি মোরে বান্দরের পিলা খাওয়ালি। মোর উদরে বান্দরের পিলা আই আই আই মোয়ে বমি করলম। হ্যাক হ্যাক থুঃ-(ব্যাধেরা হাসে) ঐছন হাসনের কী হৈল রে। আজি মোরে মৃগের পিঞ্জর দিবি। সওদাগরের ঠেঁই লবণ আনলি? আচ্ছা করি মাখি দিবি।

জনৈক ॥ চোষণের লাগি?

রঙ্গলাল হুঁ খরগোসের পোলিকানি বানা। ব্যাটাদের পোলিকানি মানে আমাদের পিঠে। শালা আমাকে যে খরগোসের পশ্চাদ্দেশের পোলিকানি গিলে জীবনধারণ করতে হবে, জনমকালে ঠাকুমাও ভাবেনি। (প্রভাকরকে) তুহঁক পাল্লায় পড়ি মোর এইছন দুরগতি।

প্রভাকর খবদার রঙ্গলাল কেউ তোমাকে বেঁধে রাখেনি। এখানে কেউ তোমাকে চায় না। কেন আছ তুমি এখানে?

রঙ্গলাল কন আছি? শুনলি তো বোনটি বাপের কথা। যন কছুই জানে না। আছি, তেই আছি। মোয় কাহার তরে হেথাকে মাহ বরষ পার করি দিলম ভুলি গেলম পার করি, তেই পার করি। জগৎ সম্পর্কে হেন দৃষ্টিভঙ্গি মোর কৈছনে হৈল ভুলি গেলম ভুলি গেলম তেই ভাবি না

প্রভাকর আমার মত হতভাগা কে আছে জগতে? আমি জানি এই লোকটা যে কোন সুযোগে মরকতমালা হাতিয়ে পালাবার তালে

রয়েছে সব জেনে বুঝেও একটা বইপাড় নিয়ে ঘর করছি সে কী খাবে, কী পরবে, কীসে তার স্বাচ্ছন্দ্য তা নিয়েও আমাকে ভাবতে হয়

(থামে, পড়ে) ধরিয়া কন্যারে চলে দানব সত্বর

বাহুতে লুটায়ে কন্যা কাঁদে থরথর....

গৌরী ॥ ডাহুক বলেছে, এই গাছটার সঙ্গে বিয়ে দেবে আমার...

প্রভাকর ॥ ওঃ! পড়তে দিবি তুই?

রঙ্গলাল এই গাছটা! এই টাকমাথা গাছটা! এর চেয়ে যে আমিও ম্রুপাওর চল মোরা দুইজনে কেটে পড়ি একমুখো!

গৌরী ॥ (প্রভাকরের বইটা কেড়ে নেয়) বিষ খাবো! বিষ খেয়ে মরব আমি! (জীর্ণ মহাভারত গাছের গোড়ায় আছড়ায়) কোনদিন দেখবে, মরে পড়ে আছি

[বনভূমি অন্ধকারে মিশে গেল। পৃথক আলোকবৃত্তে কথক ঠাকুর ও তার শ্রোতারা]

কথখঠাকুর। (গান) রোষবশে ফোঁসে গৌরী দেবী সর্পমস্তা

কী যে তার ভাগ্যে লিখা কেবা জানিস তা।

কী বা হৈল সিংহগড়ে, বাঁচে কারা বেঁচে মরে

সাহেবসুবার মিত্রতা আক্রা নাকি শস্তা

কী যে কার ভাগ্যে লিখা, কেবা জানিস তা।

[কথকঠাকুর ও তার সহচরেরা নিষ্ক্রান্ত হল।]

অঙ্ক। এক দৃশ্য ॥ পাঁচ

[সিংহগড়ের মন্দির-দ্বার সেনাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় ব্যস্তভাবে মন্দিরে এল]

ধনঞ্জয় ॥ মহারাজ! মহারাজ

[মন্দিরের ভেতর থেকে বৃদ্ধ দেওয়ান বেরিয়ে এল।]

দেওয়ান ॥ মহারাজ প্রার্থনায় বসেছেন।

ধনঞ্জন ॥ ও হোঃ আজকাল দিনের বেশি সময় লোকেন্দ্রপ্রতাপ দেখছি মন্দিরে ব্যয় করছে।

দেওয়ান সন্তান একটি সন্তান কামনায় দেবী প্রসন্ন হলে রাজবংশ রক্ষা পায় রাজান্তঃপুরের বিষাদ ঘোচে আমরা সবাই খুশি হই ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়। সে তো একশোবার তবে রাজকার্যে বড় অবহেলা হয়ে যাচ্ছে দেওয়ানমশাই। প্রজাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে

দেওয়ান   প্রজাদের ক্ষোভ' নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে আমায় বলতে পার সেনাপতি তবে এটা যদি তোমার রেসিডেন্ট সাহেবের মনগড়া বাহানা হয় ...

ধনঞ্জয়   (হেসে) আচ্ছা দেখা হলেই আপনি আমায় রেসিডেন্ট সাহেবের খোঁটা দিয়ে কথা বলেন কেন দেওয়ানমশাই? আমার রেসিডেন্ট নয় সিংহগড়ের রেসিডেন্ট' চুক্তিমত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত হিসেবেই তিনি সিংহগড়ে অবস্থান করছেন তিনি সিংহগড়ের অতিথি।

দেওয়ান   কিন্তু অতিথির আচরণ তিনি করছেন না। এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে তিনি শাসনকার্যে নাক গলাচ্ছেন তাঁর এই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাসে মুখ দেওয়া....

ধনঞ্জয় ॥ যেমন?

দেওয়ান   যেমন মহারাজকে পাশ কাটিয়ে সিংহগড়ের সেনাপতির সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য, ঘন ঘন সাক্ষাৎ এটা খুব ভাল চোখে আমরা দেখছি না।

ধনঞ্জয়   (হেসে) দেওয়ানমশাই নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের সাক্ষাৎকার একেবারেই সৌজন্যমূলক। রেসিডেন্ট একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক। সবসময় সিংহগড়ের মঙ্গলচিন্তা নিয়েই আছেন বিশ্বাস না হয় চলুন একদিন আমার সঙ্গে ওঁর বাংলোয় আপনিও ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। যাবেন? সাহেবের টেনিস খেলা দেখবেন, ম্যাডামের পিয়ানো শুনবেন সুদৃশ্য পেয়ালায় সুস্বাদু কোকো পান করতে করতে

দেওয়ান   কোকোয় আমি তেমন স্বাদ পাই না পানের মধ্যে শিউলিপাতা আর কালকাসুন্দির রস পিয়ানোতেও ঠিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। বরং ঢোল কিংবা মৃদঙ্গ হলে.....

ধনঞ্জয়   (হেসে) বসুন, বসুন দেখি (দুজন চত্বরে বসে) আচ্ছা দেওয়ানমশাই, আমরা দুজনে রাজসরকারে দুই উচ্চপদে আসীন দেওয়ান সেনাপতি অথচ দেখা হলেই আপনি আমায় খোঁচা মারেন' কেন আমাদের দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতার সেতু এখনো গড়ে উঠল না বলুন তো?

দেওয়ান   বল তো সমঝোতার সেতুটা কেন সাহেবের বাংলায় গিয়ে গড়তে হবে ধনঞ্জয়?

ধনঞ্জয়   এখানেই গড়তে পারি (চাপা উত্তেজনায়) একটা জরুরি কথা বলি আপনাকে, আমরা কিন্তু একটা ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে আছি দেওয়ানমশাই

দেওয়ান ॥ ক্রান্তিকাল

ধনঞ্জয় ॥ খুব শিগগির দেশে একটা ওলট পালট হতে চলেছে।

দেওয়ান ॥ কী রকম?

ধনঞ্জয়   লর্ড ডালহৌসি গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া শিগগিরই একটা যুগান্তকারী আইন পাস করতে চলেছেন দেওয়ানমশাই ডকট্রিন অব ল্যাপস'

দেওয়ান ॥ (চমকে) স্বত্ববিলোপ নীতি'

ধনঞ্জয় । বিলোপ লোপাট যাই বলুন। করদ রাজ্যের অধিপতি যদি হন নিঃসন্তান তাঁর হাত থেকে রাজ্যটি সোজা চলে যাবে কোম্পানির হাতে'

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ মন্দির থেকে বেরোবার পথে থমকে দাঁড়ায়। দেওয়ান ও সেনাপতির অলক্ষে। লোকেন্দ্রপ্রতাপের চেহারা অকালে ভেঙে গেছে। শুকনো মুখচোখ।]

দেওয়ান। হ্যাঁ কিন্তু শুনেছিলাম, আইনটা পাস হবে না শেষ অবধি?

ধনঞ্জয়। হচ্ছেই এই তো রেসিডেন্ট সাহেবের মুখে শুনে আসছি। বুঝতেই পারছেন কোম্পানি এবার তার পছন্দসই ব্যক্তিকে বসাবে সিংহাসনে।

দেওয়ান বুঝতে পারছি। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি, পিছু পিছু এল স্বত্ববিলোপ।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ॥ (চিৎকার করে) নিপাত যাক সাহেকুত্তার দল তাড়াও আমার দেশ থেকে তাড়াও

দেওয়ান॥ মহারাজ।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ॥ আমার সিংহগড় ছিনিয়ে নেবে বলে ওরা আইন বাঁধছে, বুঝতে পারছেন না আপনারা লক্ষ্য আমার সিংহগড় আমি অপুত্রক নিঃসন্তান। সুযোগটা ধরছে বলেই...

ধনঞ্জয়। মহারাজ আইন কেবল আপনার জন্যে নয়, ভারতের সব করদ রাজ্যের জন্যেই.

লোকেন্দ্রপ্রতাপ॥ সব রাজাই আমার মত হতভাগা নয়, অভিশপ্ত নয় সেনাপতিমশাই

দেওয়ান। সামরিক কৌশল বিচারে সিংহগড়ের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত রাজ্য পাহাড়ের মাথায় ছলে বলে সিংহগড়ের দখল ওরা নেবেই আমাদের উচিত হবে হবে আইন পাস হবার আগেই আগেকার সব চুক্তি ভেঙে কোম্পানির কবল মুক্ত হওয়া

ধনঞ্জয়॥ সেক্ষেত্রে লড়াই অনিবার্য।

দেওয়ান হবে লড়াই তা বলে আইনে ছলনায় প্রতারিত হব। স্বাধীনতার জন্যে যে কোনো মূল্য

ধনঞ্জয়। মহারাজ সিংহগড়ের সীমিত সামরিক শক্তিতে সেটা কি সম্ভব? আমাদের সিপাহিরাও চাইবে না যেচে শহীদ হতে এমনিতেই তাদের মধ্যে নানা অসন্তোষ তবে হ্যাঁ, মহারাজ যদি সত্যিই সংঘর্ষ চান, আমি নিশ্চয়ই আমার শেষ রক্তবিন্দু দেশের জন্যে উৎসর্গ করব

লোকেন্দ্রপ্রতাপ॥ আচ্ছা ঠিক আছে ওদের আইনেই ওদের ঠকাব। মহারানি দত্তক গ্রহণ করবেন আপনি সব ব্যবস্থা করুন দেওয়ানমশাই

ধনঞ্জয়॥ লর্ড ডালহৌসি দত্তক মানবেন না।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ॥ আলবৎ মানতে হবে একজন নিঃসন্তান মানুষের অধিকার আছে, দত্তক গ্রহণের-

ধনঞ্জয়। মহারানি যদি কোন লম্পট বখাটে বাউণ্ডুলেকে দত্তক নেন, দেশে সুশাসন বলে কিছু থাকবে? প্রজাদের ঘোর দুর্দশা। লর্ড ডালহৌসি সঙ্গত কারণেই দত্তক অগ্রাহ্য করছেন....

দেওয়ান তুমি কার সেনাপতি ধনঞ্জয়? সিংহগড়ের না ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির?

ধনঞ্জয়। আমি কেবল আইনের বয়ানটুকুই বিবৃত করছি, এবং মন্তব্য টীকা টিপ্পনির অধিকার আমি আপনাকে দিচ্ছি না দেওয়ানমশাই আপনি কি মনে করেন স্বত্ববিলোপ নীতি আমাকে বিচলিত করেনি? সিংহগড়ের মহারানি আমার বৈমাত্রেয় ভগিনী। সন্তানহীনা ভগিনীর ভাগ্য বিপর্যয়ে আমি খুব খুশি? (আবেগরুদ্ধ গলায়)

সিপাহিদের কুচকাওয়াজ আছে মহারাজ অনুমতি দিলে আমি এখন সেনা ছাউনিতে যেতে পারি

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ আসুন।

[ধনঞ্জয় অভিবাদন করে চলে যায়।]

দেওয়ান মহারাজ আপনার শ্যালক সম্পর্কে এখুনি সতর্ক না হলে দেশের সমূহ

সর্বনাশ! আপনার তারুণ্যের সুযোগ নিয়ে ইনি যেভাবে ছড়ি ঘোরাতে আরম্ভ করেছেন!

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দোষ কাকে দেব? সর্বনাশ আমি নিজে ডেকে এনেছি দেওয়ানমশাই!

দেওয়ান আপনি বুদ্ধিমান নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন সেনাপতি সিংহাসনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন যারপরনাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয় বৃটিশের সঙ্গে গোপন সমঝোতাও হয়েছে। ক্ষমা করবেন আমাকে আমার ধারণা মহারানিও প্রশ্রয় আছে

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ আমি আমি! সব সর্বনাশের মূলে আমি। গৃহদেবীকে যেদিন আমি নিরাভরণ করেছি (মন্দিরের দিকে ঘুরে) যেদিন দেবীর গলায় ওই ঝুটো মালা পরিয়েছি....

দেওয়ান অলৌকিক শক্তির দোহাই দিয়ে নিজের দুর্বলতা আড়াল করা বুদ্ধির কাজ নয় মহারাজ

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দেওয়ানমশাই কান পাতলে আমি যে সর্পমস্তার গর্জন শুনতে পাই। প্রপিতামহ যেমন শুনতেন ফোঁসফোঁসানি...আমিও শুনি! সারক্ষণ শুনছি....

দেওয়ান একটা অপরাধবোধ আপনার পিছু নিয়েছে। ক্রমশ আপনাকে দুর্বল করে তুলছে লোকেন্দ্রপ্রতাপ উঠুন, শক্ত হোন দেশের সংকটে আপনাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ঘরে বাইরে শত্রু বীরের মত মোকাবিলা করুন এভাবে হাল ছেড়ে দিলে

[আচমকা দুদ্দাড় ছুটে এসে লোকেন্দ্রপ্রতাপের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে লোকটা-চুলদাড়ি আর বেশভূষায় তাকে চেনা বড় মুশকিল। লোকেন্দ্রপ্রতাপের পা জড়িয়ে সে হাপুস কাঁদছে।]

আরে কেহে বাপু তুমি? কী হয়েছে তোমার? (লোকটা থামছে না) আহা, বলবে তো কী চাই তোমার?

[লোকটি লোকেন্দ্রপ্রতাপের মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদেই চলেছে]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ রঙ্গলাল!

রঙ্গলাল প্রভু....

[রঙ্গলালই বটে। আরও জোরে কাঁদছে]

দেওয়ান ॥ তাই তো! সাতবছর পরে!

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ অনেক খুঁজেছি তোমাদের ভেবেছিলাম, দস্যু ডাকাতের হাতে পড়ে মারাই গেছ

[রঙ্গলালের কান্নার জোর বাড়ল]

দেওয়ান ॥ প্রভাকর কোথায়, প্রভাকর শর্মা?

[রঙ্গলাল ঊর্ধ্বে হাত তুলে আকাশ দেখায়।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ ঠাকুরমশাই বেঁচে নেই!

রঙ্গলাল ঠাকুর মারা যেতেই ওরা আমাকে কান মুলে তাড়িয়ে দিলে প্রভু।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ কারা? (রঙ্গলাল কাঁদে) অঃ বলবে তো কারা?

রঙ্গলাল যেই বলেছি খরগোসের পশ্চাদ্দেশের পোলিকানি আর খাবো না

[রঙ্গলাল ভীষণ জোরে কেঁদে উঠল]

দেওয়ান ॥ আঃ! থামো না। হারটা কোথায়, মরকতের মালা!

[রঙ্গলাল ভীষণতর জোরে কাঁদল]

আছে না গেছে!

[রঙ্গলাল কেঁদের ভাসাচ্ছে]

❑ অঙ্ক ॥ এক দৃশ্য ॥ ছয় ❑

[বনপাহাড়ে সূর্যডুবির আগে। গৌরী গাছতলায় বেদীর ওপর তার পাশে মরা আধমরা ফুলের টিপিটা দিনে দিনে ফুলে উঠছে। ব্যাধতরুণী ইচ্ছে জলাশয়ের পাড় দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। হাসিখুশি মেয়েটা গৌরীর চেয়ে সামান্য ছোট।]

ইচ্ছে ॥ গৌরী লো গৌরী ...

গৌরী ॥ কোথায় ছিলিরে! দুপুরবেলাটা এতো চেয়েছিলাম তোকে

ইচ্ছে ॥ তুহুঁর পূজার ফুল কুড়াতে গেলমরে গৌরী ওই সুদূর পাহাড়ে

গৌরী ॥ কোন সুদূরে! আমায় নিবি তো সঙ্গে!

ইচ্ছে ॥ আই আই আই দেবী কভু আপন পূজা আপনে সাজায়!

[ইচ্ছে আঁচল খুলে একরাশ ফুল ঢেলে দেয় গৌরীর থানে।]

গৌরী ॥ আহা কী ফুল কী ফুল রে ইচ্ছে? কত বড় বড়! ইস! কী মাতানো গন্ধ রে

[গৌরী গভীর টানে ফুলের গন্ধ নেয়।]

ইচ্ছে ॥ হুঁ হুঁ মধুবাসে অজগর হাঁকুপাঁকু। কালভুজঙ্গ ছুটি গিয়ে বিষ ঢালি দেয় এই কুসুমে বিষধর কুসুম রে গৌরী বিষবল্লরী

গৌরী ॥ বিষবল্লরী!

ইচ্ছে ॥ হঁ, হঁ, লতায় বিষ পাতায় বিষ, তবহি রূপের বাহার। বশীকরণ জানে কুসুম

গৌরী ॥ (দুহাতে ইচ্ছের কোমর জড়িয়ে) আমিও তোর বশে রে ইচ্ছে৷ বল কী চাই, কী নিবি আমার কাছে৷

ইচ্ছে ॥ দিবি৷ কহব তুহেঁ একটি বাসনা? দেবী, বল পুরাবি?

গৌরী ॥ (মজা করে) দেবী ইচ্ছে করলে তার ইচ্ছের সব ইচ্ছে মেটাতে পারে৷ ইচ্ছে তুই যে আমার ইচ্ছে।

ইচ্ছে ॥ (ঝুপ করে গৌরীর পা ধরে) মোর কপাল পুড়ল রে দেবী৷ ইচ্ছা করে এ পরাণ পাখিটারে গলা টিপে মারি৷

গৌরী ॥ ও মুখপুড়ি, তোরও যে আমার দশা৷

ইচ্ছে ॥ কী কহব দেবী, মোর কালাচিতা আর মোর বশে নাই রে।

গৌরী ॥ উদাস৷ তোর পিরিতের গোঁসাই

ইচ্ছে ॥ হঁ, হঁ, গোঁসাই আর গোঁসাই নাই গো উদাসের ভাব বুঝি না। মোয় যবে তার নয়ানে নয়ন রাখি সোহাগের কথা কহি, তত সে গম্ভীর হয়, যনু বোবা হিমালয়৷ মোরে কোনকালে চিনে না৷

গৌরী ॥ সে কি রে৷ কুণ্ডলা মা বলছিল যে, ইচ্ছের সঙ্গে ছেলের বিয়ের ঠিকঠাক৷

ইচ্ছে ॥ আর বিয়া৷

গৌরী ॥ কেন, ঝরনার তীরে আর তোরা দুই মিলে সোহাগ জমাতে যাস না?

ইচ্ছে ॥ আমি গিয়া বসি রই, উদাসের দেখা নাই৷

গৌরী ॥ ইস৷

ইচ্ছে ॥ দেবী উদাসের মোর বশে আনি দে৷ কহবি তারে, আজি চাঁদনিতে যদি মোরে লয়ে না যায় ঝরনাঝোরায়, সাঁও দিব নিশ্চয় কহবি তুই? দেবী, মোর ইচ্ছা পুরাবি?

গৌরী ॥ উহুঁ৷ কথা ছিল আমরা দুজনে আইবুড়ি থাকব। তুই ঢুকবি বরের ঘরে, আমার কী হবে৷

ইচ্ছে ॥ কেন, তুহুঁর বর তো আগেই আছে.....এই যে৷

[গৌরীর পিঠের গাছটার গায়ে হাত বোলায় এবং চমকে ফেটে পড়ে হে গৌরী দ্যাখ দ্যাখ তোহর বুড়া বরের যৌবন ফিরেছে৷

[গৌরী ঘাড় হেলিয়ে দেখে মরা গাছটার একটা ডালে একগোছা কচি পাতা]

আই আই আই৷ আহ্লাদে কচি পাতা মেলেছে লো৷ হঁ হঁ, দিবারাতি গায়ে গা দিয়ে বঁধূ বসি আছে

[ইচ্ছে গান ধরে।]

ও দেবী তোর বুড়া বর টোপর পরেছে....

গোড়ায় পেয়ে রস, আগায় টসটস

ঘাটের মড়া খুকুর খুকুর হাসতে লেগেছে...

কোথাকে আছো কুণ্ডলা মা, লখ লখ কী কাণ্ড!

[ইচ্ছে চেঁচায় গৌরী দুলে দুলে হাসে হাসিটা হাসির মত নয়, জলেভরা ছলেভরা উদাস শিকার হতে ফিরল পিঠে তার পাতায় বোনা টুকরি হাতে বর্শা গম্ভীর থমথমে উদাসকে দেখে ইচ্ছে চুপ। গৌরীকে চোখ ঠেরে ইশারা করে উদাস দুজনের ওপর চোখ বুলিয়ে গম্ভীর মুখে চলে যাচ্ছে।]

শিকার হতে ফিরলি?

উদাস। (গম্ভীর গলায়) ফিরলম

ইচ্ছে ॥ দলবল কই রে উদাস?

উদাস। মোয় দলবলের ধার ধারি না।

ইচ্ছে ॥ শিকার কই? মোষ ভালুক হরিণ বান্দর?

উদাস। বান্দর গাছে বসি আছে, যা খুঁজি নে!

ইচ্ছে ॥ নিতিদিন শিকার হতে শূন্য হাতে ফিরিস বনে গিয়া করিস কী?

উদাস। (গম্ভীর গলায়) মুরলী বাজাই!

ইচ্ছে ॥ (গৌরীকে) শুনলি?

[উদাসের পিঠে টুকরিতে কী একটা লাল বস্তু উঁকি দিচ্ছে।]

কী রে! ঝোড়াতে কী!

[ইচ্ছে খপ করে টুকরি থেকে যা তুলে নেয়, তা একথোকা লালরঙের বালা]

রাঙা বলয় রে! আই আই আই কৈছন ছটা রে! কোথাকে পেলি রে উদাস?

উদাস উত্তর পাহাড়ে আজ সওদাগর এল মৃগনাভি হাড় চামড়ার বিনিময়ে নানা বস্তু দিল মোয় চার মৃগচর্মের বিনিময়ে রক্তবলয় নিলম....তুহঁর লাগি.

ইচ্ছে ॥ উদাস!

উদাস হুঁ! বিয়ার রাতে তুহঁরে সাজাব!

ইচ্ছে ॥ সত্যি? বল, দেবীর পানে চেয়ে বল।

উদাস হুঁ কহলম। দেবীর পানে কহলম।

[উদাস বলয়ের থোকাটা ইচ্ছের হাত থেকে নিয়ে দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল]

ইচ্ছে ॥ (আহ্লাদে ডগমগ) দেবী' কী কহব তোরে মোর বুকের পাহাড় নামি গেল' তুহুঁরে পূজা দিব লো, বড় পূজা

[মহানন্দে ইচ্ছে ছুটে বেরিয়ে যায় তক্ষুনি অন্য পথে উদাস ফিরে আসে গৌরীর কাছে গৌরী অন্যদিকে মুখ ঘোরায়]

উদাস (ইতস্তত করে চারপাশে দেখে নিয়ে) বলয় নিবি? তোহর লাগি আনলম কৈছন বড়ুছট্যা' হে গৌরী নিবি না? (গৌরী ফিরেও তাকায় না) হঁ, তুহুঁর কণ্ঠ হারের ভারি গরব, মোর বলয় কছু নয়'

[উদাস হঠাৎ মটমট করে বালা ভাঙে।]

গৌরী ॥ (চাপা উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে) বলেছিলি আমায় নিয়ে পালাবি সিংহগড়ে যাবি তার কী হল?

উদাস নগরে মোর তরাস লাগে' মোয় বনের ব্যাধ'

গৌরী ॥ তবে আর কোথাও চল' আমায় নিয়ে পালা উদাস'

উদাস মোর বড় তরাস লাগে

গৌরী ॥ এত কেন ভয় তোর' আমি তো বলছি, তোর সঙ্গে পালাব চল গভীর বনে চল কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না

উদাস হে গৌরী, মোর পাপ হবে'

গৌরী ॥ কীসের পাপ' আমি বলছি, কোন পাপ হবে না' গহন বনে আমরা ঘর বাঁধব'

উদাস (দুহাত জোড় করে গৌরীর পায়ের সামনে বসে) দেবী, মোরে ছাড়' মানুষে দেবীতে মিলে না' স্বরগে বসি বাবাঠাকুর বজর ছুঁড়ি মারবে মোদের' দুহুঁকার মিলন এ জনমে হবে না গৌরী'

[তীব্র জ্বালায় গৌরী উদাসের চুলের মুঠি ধরে টানাটানি করছে]

গৌরী ॥ ও যত পিরিত ইচ্ছার সাথে। তুই কার কালাচিতা'

[ইচ্ছে ঢুকতে গিয়ে দেখতে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা।]

ইচ্ছে ॥ বেশ হয়েছে' আর করবি মোর সাথে দেয়ালা? ও কালচিতা' কর, অচ্ছা কবি শাসন কবি দে গৌরী'

[ইচ্ছে গান ধরে।]

ও দেবী তোর কেমন শাসন, বাহা বাহা বা

সপ্তমস্তার ঠাঁয় কারও কুছুঁ ক্ষমা নাহি গা।

বাহা বাহা বা....

বজ্রমুঠি কালাচিতা নড়তে পারে না....

[সহসা পাহাড় কাঁপিয়ে হইচই শুরু হয় কাছে দূরে হাঁকডাক ছোটে ডাহুক কুণ্ডলা এবং অন্য ব্যাধেরা খলবল করতে করতে ছুটে আসে।

সবাই বাইরে তাকিয়ে]

ডাহুক ॥ হস্তি চাপি কে আসে রে?

[সৈনিকেরা ঢোকে।]

সৈনিকেরা ॥ জয় সিংহগড়ের মহারাজের জয়। (ব্যাধদের উদ্দেশে) দে জয়ধ্বনি দে

[ব্যাধেরা অজানা আশঙ্কায় জোট বদ্ধ। ভীতস্বরে কী বলল বোঝা গেল না একটা থমথমে ধ্বনি উঠল ধনঞ্জয় ও লোকেন্দ্রপ্রতাপ ঢুকল।]

ধনঞ্জয় ॥ (গৌরীর হার দেখিয়ে) মহারাজ, ওই সেই কণ্ঠহার।

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ ধীর পায়ে এগিয়ে এল গৌরীর কাছে।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ তুমি গৌরী? ঠাকুরমশায়ের মেয়ে?

গৌরী ॥ (আস্তে আস্তে মাথা দোলায়) হ্যাঁ মহারাজ, আমি প্রভাকর শর্মার কন্যা।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ তুমি আমার কুলগুরু বংশের মেয়ে।

গৌরী ॥ সিংহগড় ছেড়ে আসার পর, বাবা একবারও ও পরিচয় উচ্চারণ করেননি।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ ঠাকুরমশাই আমাকে ক্ষমা করতে পারেননি। তাঁকে জীবিত পেলে একবার চেষ্টা করতাম

গৌরী ॥ (ব্যাধদের উদ্দেশে) মহারাজকে বসতে দাও ডাহুক সদার।

[জনৈক ব্যাধ একটা মসৃণ পাথর ঘাড়ে করে এনে রেখে গেল]

বসুন মহারাজ।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (বসে) ছোট বেলায় তোমায় আমি দেখেছি গৌরী। আজ তোমার মুখে বালিকার সে মুখ আমি খুঁজে পাইনে (থেমে) তুমি এদের কাছে দেবী।

গৌরী ॥ স্মৃতি আমারও খুব স্পষ্ট নয় মহারাজ। বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে বনে ঢুকেছিলাম।

আতঙ্কে চোখ খুলতে পারিনি কতদিন। হঠাৎ একসময় দেখলাম সিংহগড় আমার চোখ থেকে মুছে গেছে। চারদিকে বন আর পাহাড়। আর আমি এদের দেবী

ব্যাধেরা ॥ (সমস্বরে) জয়। সর্পমস্তার জয়।

গৌরী ॥ হ্যাঁ মহারাজ, আমি দেবী.....দেবী সর্পমস্তা।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ পুজারী ব্রাহ্মণ .. দেবী হারিয়ে বড় অভিমানে তোমায় দেবীরূপে কল্পনা করেছিলেন

ধনঞ্জয় . এবার হারটা খুলে দাও গৌরী ওটা নিতেই এতদূর আসা

[জঙ্গলার মধ্যে থেকে ডাহুক চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে।]

ডাহুক ॥ না, নিবি না! মোদের দেবীর হার নিবি না তোহরা!

[অন্যেরাও চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে ডাহুকের পাশে। সৈনিকেরা তাদের বাধা দিতে এগোয়।]

বাবাঠাকুর বলি গেল, হার রক্ষে করতে। (সঙ্গীদের) যা ঠেকা!

[ব্যাধেরা সবাই মিলে গৌরীর সামনে প্রাচীর তুলে দাঁড়ায়।]

ধনঞ্জয় ॥ (সৈনিকদের) কী দেখছিস তোরা! জানোয়ারদের হটিয়ে দে

[সৈনিকেরা বন্দুক উঁচায়। একটি ব্যাধও নড়ে না। মানব প্রাচীর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে গৌরী।]

গৌরী ॥ সাবধান মহারাজ! আমার একটি মানুষের গায়ে যদি হাত পড়ে, আপনার হাতি ঘোড়া মাহুত একটিও ফিরবে না!

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ হাত তুলে সৈনিকদের নিরস্ত করে। গৌরী ডাহুকের গায়ে হাত রাখে।]

আমার বাবা নেই। ডাহুক আমার বাবা। ওই কুন্তলা আমার মা। এ আমার সাম্রাজ্য।

এখানে আপনার শাসন অচল। ফিরে যান। হার নেবার চেষ্টা করবেন না।

ধনঞ্জয় ॥ গৌরী তুমি নিশ্চয়ই মনে করতে পারো জান হারটা যাবে বৃটিশ রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে, মহারাজ তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি ওটা নেবেনই। আমাদের ফিরিয়ে দিলেও, বৃটিশ বাহিনীকে ঠেকাবে কী করে?

গৌরী ॥ বলেছি তো আমার সাম্রাজ্য। সর্পমস্তর ডাকে সবকটা পাহাড়ের লোক ছুটে আসবে। ওই নদুষকুণ্ডে ঠাঁই হবে সাহেবদের।

[ব্যাধেরা হইচই করে। লোকেন্দ্রপ্রতাপ অন্যমনস্ক ছিল। এবার খেয়াল ফিরে পায়।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ তোমরা বাইরে অপেক্ষা করো ধনঞ্জয়। আমি কটা কথা বলব।

[ধনঞ্জয় ও সৈনিকেরা বেরিয়ে গেল।]

গৌরী ॥ তোমরাও যাও ডাহুক, মহারাজের কথা শুনতে দাও ...

[ডাহুক ও তার দলের লোকেরা নিষ্ক্রান্ত হল। সূর্য ডুবেছে। বেলা ফুরোয়নি। দিবস রজনীর সন্ধিক্ষণে পাহাড়ের মাথায় সন্ধ্যাতারাটি ফুটল।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ গৌরী তোমরা হারটা নিয়ে পালিয়েছিলে, তাই ওটা রক্ষে পেয়েছে। তোমার বাবা আমাকে বড় অমর্যাদার হাত থেকে বাঁচিয়ে গেছেন। আজ তোমার তেজ দেখে বড় সাহস পাচ্ছি। তোমাদের কাছে আমার একটা দায় আছে। আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও। আমি তোমাকে এখান থেকে সিংহগড়ে নিয়ে যাব গৌরী। তোমার বিবাহ ঘরসংসারের ব্যবস্থা করে দেব।

গৌরী ॥ মহারাজ কি ভেবেছেন আমি ভিখারি কাঙাল? আমাকে উদ্ধার করতে চাইছেন?

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ রাগ কোরো না। সারাজীবন এখানে তোমার কাটবে কী করে? তোমার বাবার আকস্মিক তিরোধানের মূলে এই দুশ্চিন্তাটাও ছিল। মেয়ে বড় হচ্ছে। রঙ্গলালের মুখে শুনেছি তুমি সিংহগড়ে ফেরার জন্যে ছটফট করো।

গৌরী ॥ হ্যাঁ কবি, ছটফট করি মহারাজ। তবু সিংহগড়ের মানুষ যখন হাতি ঘোড়া সাজিয়ে আমায় উদ্ধার করতে আসেন তখন কেন যেন বনের এই কোণটা পাহাড়চূড়ার ওই সন্ধ্যাতারাটা হঠাৎ বড় সত্য হয়ে ওঠে (থেমে) আপনি ফিরে যান মহারাজ

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ এত অভিমান তোমার?

[গৌরী উত্তর দেয় না। লোকেন্দ্রপ্রতাপ মাথা নিচু করে।]

গৌরী ॥ (একটু পরে) দুঃখ দিলাম মহারাজ? (লোকেন্দ্রপ্রতাপ কথা বলে না) মহারাজ'

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (চমকে) অ্যাঁ

গৌরী ॥ আপনাকে বড় চিন্তাগ্রস্ত লাগছে।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ হুঁ

গৌরী ॥ বড় ম্লান হয়ে গেছে আপনার মুখচ্ছবি' ছোট বেলায় দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতাম মহারাজের উজ্জ্বল দৃপ্ত মূর্তি

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (গৌরীর মুখের দিকে পরিপূর্ণ তাকিয়ে) তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাইব?

গৌরী ॥ (বিচলিত হয়ে) সেকী' আমি কি আপনাকে ভিক্ষা দেবার যোগ্য?

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ বলো, বিমুখ করবে না?

গৌরী ॥ যা চাইবেন, তা আমার আছে তো?

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দেবী, তুমি দিতে চাইলে আছে, নইলে নেই!

গৌরী ॥ না মহারাজ আপনি দেবী নামে ডাকবেন না ওই মিথ্যে নিয়ে আমি ভুলে আছি, থাক আপনি বললে তখন যে নিজেকে মিথ্যেবাদী ঠেকে। কিন্তু বলুন, কী চাইছিলেন আর ধাঁধায় রাখবেন না।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (গৌরীর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে দূরের সন্ধ্যাতারার দিকে রাখল)

ওই সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারাটি ও শুনুক, মবকতে গাঁথা মালা পরা এই মেয়েটির কাছে আমি একটি পুত্র চাই

গৌরী ॥ মহারাজ'

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ আমি নিঃসন্তান সিংহগড়ের রাজত্বস্বত্ব লুপ্ত হয়ে যেতে চলেছে আমার রাজা বাঁচাতে তুমি আমার ঘরে চলো গৌরী

গৌরী ॥ ব্যাধেরা যদি রাজি না হয়...

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ গৌরী, এই বনচারী অসভ্য ব্যাধদের সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার তুমি সিংহগড়ের, তুমি আমার এখনই তোমায় সিংহগড়ের নিয়ে যাব

গৌরী ॥ না সে হয় না মহারাজ আগে কোনোদিন বুঝিনি কী মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গেছি এই বনপাহাড়ে। এই মরাগাছটিও ও মহারাজ এই গাছটিও যেন তার শেকড় নীরবে ছড়িয়ে দিয়েছে মর্মস্থলে এদের অমতে আমি এক পাও নড়তে পারিনে

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ তবে এদের রাজি করাও।

গৌরী ॥ সাতদিন সময় চাই

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ আমি অপেক্ষা করব পাশের পাহাড়ে তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করব। তোমাকে না নিয়ে সিংহগড়ে ফিরব না গৌরী বিমুখ করবে না বলো।

[আকাশের সন্ধ্যাতারাটি জ্বলজ্বল কবছে।]

গৌবী ॥ (সেদিকে দুহাত বাড়িয়ে) সন্ধ্যাতারাটি আমাব বুকেব মধ্যে আসুক

[সামনেব আকাশেব নির্মল সন্ধ্যাতারাব দিকে নির্নিমেষ লোকেন্দ্রপ্রতাপ ও গৌবী। আর পিছন থেকে ওদের দুজনকে ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে থাকতে দেখছে উদাস বাঘের চোখের মত জ্বলছে তাব দৃষ্টি]

দেবী সর্পমস্তা

▢ অঙ্ক ॥ দুই দৃশ্য ॥ এক ▢

[সূচনার সেই লোকোৎসব সর্পমুণ্ডধারিণীকে নিয়ে রঙ্গে মেতেছে বনপাহাড়ের মানুষ সর্পমুণ্ডী বিচিত্র সব ঢংঢাং করছে কথকঠাকুর না বোঝার ভণিতা করে-]

কথকঠাকুর ॥ (সর্পমুণ্ডধারিণীকে) বল দেখি, গৌরীর এখন কি অবস্থা? রাজা তো সাতদিন সময় দিয়ে গেল গৌরীকে, সাতদিন পরে নিতে আসছে তাকে তো সাতটা দিন কীভাবে কাটছে গৌরীর?

[সর্পমুণ্ডধারিণীর রকম দেখে সবাই হেসে খুন।]

আহা আহা, ওসব কী বুঝব আমরা? আমরা মুখ্যসুখ্য মানুষ (সমবেতদের) কী বলছে বল তো গৌরী কি ধান ভানছে..না চান করছে..না কি বাটনা বাটছে? ওকি ওকি, গৌরী মনে হয় তাঁত বুনছে?

[সর্পমুণ্ডধারিণীর ঘাড় নাড়ে।]

আঁ তাঁতই বুনছে? বলে কী গো, বনের মধ্যে তাঁত পেল কোথায়? সুতোর টানাপোড়েন ওহো বুঝেছি বুঝেছি গৌরী টানাপোড়েনে পড়েছে একদিকে ডাহুক সর্দার সে তো কিছুতেই তাকে ছাড়বে না ওদিকে রাজা, তাকেই বা ছাড়ে কী করে গৌরী? বন আর সিংহগড় এদিকে তার বাবার স্মৃতি রাগ অভিমান ওদিকে রাজরানির সম্মান। তার জীবন যৌবনের পরম পাওয়া বুক ভেঙে দুখানা হয়ে যাচ্ছে গৌরীর। দুঃখী রাজার জন্যে করুণা জাগছে দেবীর..

[সাপের মাথাঅলা মেয়েটি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে।]

আঁ, করুণা না? তবে কী? স্নেহ?

[আবার ঘার নাড়ে সর্পমুণ্ডধারিনী।]

তাও না? তবে কী? মমতা? ভক্তি? ভয়? ভালবাসা?

[শেষেরটি তে সায় দেয় সর্পকন্যা।]

আচ্ছা ভালবাসা, পিরিত বুঝলে গৌরী পিরিতে পড়েছে তা পিরিত জিনিসটি কেমন, একটু দেখিয়ে দে তো আমাদের

[সর্পকন্যা এবার নেচে নেচে এক একটা মূর্তি গড়ে, কথক ঠাকুর গান গেয়ে তার ব্যাখ্যা শোনায় সমবেতরা রঙ্গে ধুম হয়ে ওঠে]

যেদিকে চাহিছে গৌরী দেখে মহারাজে

না পারে রুখিতে হিয়া মরি মরি লাজে

[সর্পকন্যার দ্বিতীয় মূর্তি।]

শয্যায় পড়িয়া গৌরী এপাশ ওপাশ

ঘন ঘন মূর্চ্ছা যায় ধপাস ধপাস।

[সর্পকন্যার তৃতীয় মূর্তি]

গা জুড়াতে করে গৌরী কুণ্ডেতে গাহন

নাকে মুখে জল ঢুকে এলো রে মরণ

[সর্পকন্যা মরা গাছটির গোড়ায় মাথা কুটছে।]

ওগো বৃক্ষ প্রাণনাথ অজঙ্গম পতি

বরিব যে মহারাজে দেহ অনুমতি

[সর্পকন্যা গাছের গোড়ায় লুটোপুটি খায় তাকে ঘিরে বাজনা, কোলাহল]

◻ অঙ্ক ॥ দুই দৃশ্য ॥ দুই ◻

[বনমাঝে দুপক্ষে সভা বসেছে এ পক্ষে রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপ, দেওয়ান ও রাজার দেহরক্ষী সৈনিকদ্বয় ওপক্ষে ডাহুক কুণ্ডলা ও অন্য ব্যাধেরা দলের মধ্যে উদাস অব ইচ্ছে নাই লোকেন্দ্রপ্রতাপ কষ্ট, উত্তেজিত

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ সাতদিন সময় চেয়ে নিয়েছিল গৌরী তারপর আরও সাতদিন কেটে গেছে। সে আমার কাছে আসতে চায় তোমরা ছাড়ছ না পাথরের ঘরটায় জোর করে আটকে রেখেছ এতো স্পর্ধা তোমাদের!

ডাহুক ॥ পরাণ চাহ রাজা, তুহাঁরে সঁপে দিব। দেবীরে চাহবি না।

[অন্য ব্যাধেরা সমস্বরে সমর্থন জানায়।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ তোমরা গায়ের জোরে সিংহগড়ের মেয়েকে আটকাবে এ আমি সহ্য করব না পাথরের ঘর ভেঙে তাকে নিয়ে যাবো।

দেওয়ান ॥ ডাকো গৌরীকে, সে যদি যেতে চায়, ছেড়ে দেবে তো?

প্রথম ব্যাধ ॥ বাবাঠাকুর কহে গেল সর্পমস্তা ভাবি চঞ্চলা সে ছুট লাগাবে সিংহগড়ের মুখে পাথরের আগড় তুলি আটকাইব গেল না কহে?

সকলে ॥ হঁ হঁ।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (চিৎকার করে) সর্পমস্তা সে নয়। রক্তমাংসের মানুষ

দ্বিতীয় ব্যাধ ॥ বাবাঠাকুর মিথ্যাবাদী নহে হে রাজা!

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (দেওয়ানকে) বুঝতে পারছেন, কী গোলমাল পাকিয়ে গেলেন প্রভাকর শর্মা। এই ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন জাতির মধ্যে নির্ভয় হতে পারেননি ব্রাহ্মণ একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব গড়তেই মেয়ের ওপর আরোপ করেছিলেন দেবীত্ব! ব্রাহ্মণের দূরদর্শিতার অভাব ছিল

তৃতীয় ব্যাধ . মোদেব পাথরেব মুরতি লয়ে গেলি তোহবা, ফেব এ দেবীরেও নিবি? সব নিবি তোহবা'

দেওয়ান , মহারাজ আপনার পূর্বপুরুষ যাদবেন্দ্র সিংহেব সেই মূর্তিহবণ. আজও এদেব বুকে বাজে সেই প্রস্তরণা

দ্বিতীয় ব্যাধ হঁ বাজে' বুকেব কন্দরে গুরগুর বাজে। ফিরে যা দেবী'ব মোবা ছাড়ব না।

[সকলে সমর্থন জানায়]

দেওয়ান ॥ রাজার আদেশ শুনবে না? মানবে না তোমবা?

প্রথম ব্যাধ ॥ মোরা রাজার খাই না পরি না, তো'হরে কন মানতে যাব রে'

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দেওয়ানমশাই, সৈনিকদের বলুন এদের হটিয়ে দিয়ে গৌরী'কে মুক্ত করে আনুক।

দেওয়ান ॥ শান্ত হোন মহারাজ ..

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ না না গৌরীকে না নিয়ে ফিরব না আজ ওকে না দেখে থাকতে পারছি না নিশ্চয় গৌরীরও সেই অবস্থা (একটু থেমে হঠাৎ গর্জে ওঠে) আমার এই ব্যাধ প্রজাদের বেঁধে নিয়ে চলুন রাজধানীতে. .

দেওয়ান মহারাজ এই বনচারী মানুষদেব কোনওদিনই কি আপনি প্রজা বলে পালন করেছেন? রাজ্যের কোনও সুফল কি ভোগ করে এরা? গৌরীকে পেলে আপনার মঙ্গল সিংহগড়েব মঙ্গল। তাতে এদের কি এসে যায়? বনের পশু পাখি যদি আপনার প্রজা না হয় এরাও নয় এদের ওপর অভিমান বা ক্রোধ প্রকাশেব অধিকাব আছে কি আপনাব, কিংবা বল প্রয়োগের?

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (সহসা ডাহুকের সামনে হাঁটু ভেঙে বসে করজোড়ে) ডাহুক, তোমাব কন্যাটি কে আমায় দান কর আমি মিনতি করছি, কোনওদিন তোমাদের দেবীকে অসম্মান করব না। আমি তাকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করব

[ডাহুক ঝিম ধরে বসেছিল এবার যেন জেগে ওঠে।]

ডাহুক লখ লখ হে ব্যাধেরা, রাজা দুখলি চিতে মিনতি করে' তবহি তৈঁরে ফিরাবো শূনা হস্তে তেই কি কভু হয়' হেরে পাষণ্ড, ব্যাধের ধরম নাই? শুনলি না তোহবা, বাবাঠাকুরের পুরাণ-কথা রামচন্দ্র যবে এল বনবাসে, কাহারা দিল রে ঠাঁই? মোদের পূর্বপুরুষ' রাজাহারা পাণ্ডব আসে বনবাসে মোদেব পূর্বপুরুষ পরাণ দিল জতুঘরে পুড়ি হরিশ্চন্দ্র রাজায় ঠাঁই দিল চণ্ডালে আর সিংহগড়ের রাজার বেলা হবে ধরম নাশ কভু না উঠ বাছা দিব কন্যা' (পাথরেব ঘরের দিকে চেয়ে) হাঁরে ইচ্ছা লয়ে আয় মোদেব রূপেব আগরি....কুলবতী কন্যা সঁপে দিই সুপাত্তরে'

দেওয়ান ॥ ধন্য ডাহুক ..ধন্য ধন্য'

[অন্য ব্যাধেরা দুঃখ ক্ষোভ ভুলে নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে-ই সর্দার যখন কহেছে, সেই ঠিক কথা ন্যায্য কথা]

ডাহুক (কুণ্ডলাকে) হে রে কুণ্ডলা, জামাই চাহলি' লখ লখ রূপবান ধনবান জামাই

[কুণ্ডলা লজ্জায় মুখ ঢাকে।]

দ্বিতীয় ব্যাধ হঁ হঁ পাওনাকৌড়ি বুঝি লহ এই বেলা। কন্যে তুঁহুর কৌড়ি পাড়ি তুঁই

দেওয়ান ॥ (লোকেন্দ্রপ্রতাকে) মহারাজ, দেনাপাওনা মেটান....

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দেওয়ানমশাই আছেন কী করতে? মিটিয়ে ফেলুন।

কুণ্ডলা ॥ কৌড়ি চাহি না শপথ করে যা, মোর কন্যের পুত্তুর হবে দেশের রাজা.

বৃদ্ধ ব্যাধ ॥ হেরে, এ যে বড় পণ চাইলি রে কুণ্ডলা!

কুণ্ডলা ॥ তেঁই যদি না কঠিন হবে, মোর কন্যেরে কন পাঠাবো সতীনের ঘরে।

দেওয়ান ॥ তাই হবে। গৌরীর মা, তুমি যা বলবে তাই হবে।

ডাহুক আর এক শর্ত রাজা, বিয়া হবে সেথাকে ভোজ হবে। বাবাঠাকুরের ওই পাথরের ঘরে নিশিবাস করবি তোহরা দুহুঁ মিলি

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দেওয়ানমশাই...

দেওয়ান . মহারাজ এরা যা বলছে তা গান্ধর্ববিবাহ মন্ত্রপাঠ আচার অনুষ্ঠান কিছু নেই, কেবল বাসররাত্রি যাপন রাজি হয়ে যান

ডাহুক ॥ (বৃদ্ধ ব্যাধকে) দিন বল হে গুনিন, বিয়ার দিনলগন....

বৃদ্ধ ব্যাধ ॥ (গলা ঝেড়ে) মাহ ভাদর তিথি চান্দর ঝিরিঝিরি বরষণ

ডাহুক ॥ হুঁ হুঁ মত্ত দাদুরী ..

[সকলে হাসে। লাজবতী গৌরীর হাত ধরে ঢোকে ইচ্ছে।]

ইচ্ছে ॥ মহারাজ মোদের কনে কুসুমের বাস বিনা আনছান করে। নিতি তার মালা গাঁথি দিবে কে?

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ আমার মালীরা দেবে।

ইচ্ছে ॥ উঁহু রাজারে দিতে হবে

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ তাই হবে

ইচ্ছে ॥ নিতি তার রাঙা পা ধুয়ে দিতে লাগে। কে দিবে

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দাসীরা দেবে

ইচ্ছে ॥ উঁহু, রাজা দিবে

কুণ্ডলা ॥ আই আই আই মুখরী ছুঁড়িটে কীবা বাকছল জানে রে

ইচ্ছে ॥ কন? কনে বড় শস্তা মানবী সর্পহস্তা তার পা ধুয়ে আঁচলে মুছি দিতে লাগে কে দিবে

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (লজ্জায় লাল) আমিই দেব ইচ্ছেরানি।

কুণ্ডলা ॥ (ডাহুককে খোঁচা দেয়) হঁরে সর্দার, তুহঁর জামাতার আঁচল থাকে নাকি?

ডাহুক (কৃত্রিম কোপে) চুপ রাজারে লয়ে তামাশা শোভে না আঁচল নাই, তেঁই পা মোছন আটকায় কীসে পাগুড়ি নাই?

ইচ্ছে ॥ আই আই আই

[সকলে হাসে।]

দেওয়ান ৷ (মুচকি হেসে) মহারাজ ঘটকের বুঝি আর এখানে থাকা ঠিক হয় না!

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (কৃত্রিম ভয়ে দেওয়ানের হাত চেপে ধরে) আজ্ঞে না আমাকে একা ফেলে যাবেন না (অভিভূত) দেওয়ানমশাই, পিতার মৃত্যুর পর মাত্র পনেরো বছর বয়সে আমি সিংহাসনে বসি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও আমি স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারিনি। চারদিকে শত্রু চারদিকে থাবার মধ্যে হৃৎপিণ্ড হিম হয়ে আসছিল। এই যে কটা দিন বনে আছি, প্রাণ ভরে বাঁচছি যেন স্বপ্নে বাঁচছি। এই বনপাহাড়ের এত যে মায়া...

[গৌরী ও লোকেন্দ্রপ্রতাপকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ইচ্ছে মাথায় ফুল ছড়িয়ে দিয়ে। গান ধরে-]

ইচ্ছে ॥ ও দেবী তোর কেমন পা, ধূলা লাগে না

ধূলায় গড়া পুতলি, ধূলা ধরে না ..

[রঙ্গলালা ঢোকে সুসজ্জিত সুমার্জিত এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ বিদূষক]

তৃতীয় ব্যাধ আই আই আই, লখ আসে ব্রজের কানাই রঙ্গদাদাগো..

[ছুটে গিয়ে রঙ্গলালাকে জাপটে ধরে।]

রঙ্গলালা ॥ এই, এই! কী অসভ্যতা ছাড়ো ছাড়ো!

কুণ্ডলা ॥ (রঙ্গলালের পোশাক টেনে) লখ' লখ' হেথায় ভালুকের চর্ম পিন্ধে ঘুরত গো!

রঙ্গলালা কী হচ্ছে কি জামাকাপড় নোংরা করে দিচ্ছে। যাঃ সরে যা

ইচ্ছে ॥ রঙ্গদাদা, যন মোদের চিন না!

প্রথম ব্যাধ ॥ সাতটি বছর হেথাকে পার করি গেলো

দ্বিতীয় ব্যাধ ॥ আজি পিকপুচ্ছধারী কাকা

[রঙ্গলালের হেনস্থায় লোকেন্দ্রপ্রতাপ মহাখুশি।]

রঙ্গলাল (লোকেন্দ্রপ্রতাপকে) এই এই অতীতের কথা উঠবে বলেই আমি আপনার সঙ্গে এখানে আসতে চাইনি প্রভু! কোনও ভদ্রলোকের অতীত তুলে কথা বলতে নেই মূর্খ ব্যাধেরা কবে বুঝবে?

দেওয়ান তা বাপু যাহোক, রঙ্গলাল কিন্তু গোঁসা করতেই পারে তোমরা তাকে এখান থেকে কান মুলে খেদিয়ে দিয়েছিলে

রঙ্গলাল । (প্রথম ব্যাধকে দেখিয়ে) ওই যে! ওই যে!

প্রথম ব্যাধ ॥ (রঙ্গলালকে পাঁজাকোলা করে তুলে) এসো হে আজি বান্দরের পিলা দিব, খরগোসের পোলিকানি দিব.. (সকলে হাসে) তুহি যে মানী লোক, আগে জানি নাই

রঙ্গলালা প্রভু ওদের বলুন, অতীত মানে অতীত মানে অর্চি তিতো থুঃ থুঃ!

[ব্যাধের কোল থেকে রঙ্গলাল লাফিয়ে পড়ে লোকেন্দ্রপ্রতাপকে বলে।]

শিগগির তাঁবুতে ফিরে চলুন এইমাত্র রাজধানী থেকে অগ্রদূত এসেছে। খবর ভাল না ওদিকে আইন পাশ হয়ে গেছে স্বত্ববিলোপ আইন

[রঙ্গলাল বেরিয়ে গেল।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দেওয়ানমশাই...

দেওয়ান (দেহরক্ষী সৈনিকদের) মাহুতকে ডাক, হাতির পিঠে হাওদা চাপাক। (দেহরক্ষী সৈনিকরা চলে গেল) তবে ওই কথাই রইল ঠাকুর। পূর্ণিমা রাত্রে মহারাজ বিবাহে আসবেন (লোকেন্দ্রপ্রতাপকে) সেনাপতি ধনঞ্জয় এখন সিংহগড়ে তাকে ডেকে আনিয়ে আইনের পূর্ণ বয়ান শুনতে হচ্ছে।

[সব আনন্দে ছেদ পড়ল লোকেন্দ্রপ্রতাপ ও দেওয়ান দ্রুত পায়ে বাইরে গেল গৌরী বাদে সব ব্যাধেরা পিছু পিছু গেল বিদায় জানাতে হঠাৎ গৌরীর নজরে পড়ল মরাগাছটার আড়াল থেকে উদাস তার দিকে তাকিয়ে আছে সে দৃষ্টিতে কী যে ছিল গৌরীর মুখের রক্ত উড়ে গেল তাই দেখে উদাস হেসে উঠল শিকারীর হিংস্রতায়। লাথি মেরে গাছতলার বেদীর পাথরগুলো ছত্রখান করতে লাগল]

গৌরী ॥ (ভয়ে থরথর গলায়) ভাঙলি'

উদাস ভাঙলম' ভাঙলম' ভাঙলম'

[উদাস পাথরের ওপর পরপর লাথি মারে, গরগর করে হাসে]

গৌরী ॥ (কাঁপা গলায়) খবরদার' দেবীর থানে পা দিবি না'

উদাস। দেবী' (হেসে) দেবী নাই' থান কীসে লাগে'

গৌরী ॥ (ভয় ঠেলে সরিয়ে কোনওরকমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়) কে? কে বললে দেবী নেই' আমি আমি তো

উদাস সর্পমস্তা?

গৌরী ॥ হ্যাঁ...

উদাস। মানবজীবন ধরে আছিস'

গৌরী ॥ হ্যাঁ ..

উদাস (গর্জে ওঠে) ধাপ্পা' তোহর বাপ ধাপ্পা দিয়ে গেল ফের তুহি খেলিস পুরাতন খেলা। সর্পমস্তা সর্পমস্তা বিয়া করে না পুত্তুর কামনা করে না সে বৃক্ষ নিয়ে সুখে রহে তিরপিত রহে' (হেসে) রক্তমাংসে গড়া বাসনা ভরা বনের ভালুকি আয় তোহরে নিয়ে চলি গহন বন

[উদাস গৌরীর হাত ধরে টানে।]

গৌরী ॥ কী করছিস' শয়তান, তোর যে খুব সাহস বেড়েছে'

উদাস হঁ হঁ, আর কেন ত্রাস পাব রে তুহে' দেবীর অযত্ন তুলি রাখাই ঠাকুর কন্যারে বাঁচাল ব্যাধের কামনা হতে' আজি মোর সব দ্বন্দ্ব ঘুচি গেল! দেবী নাই, দেবী নাই' চল কান্তা দুহেঁ ঘর বান্ধি..

[গৌরী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উদাসের গালে চড় মারে।]

গৌরী ॥ বাজা! বাজাকে ভয় পাস না তোকে পশুর মত পিটিয়ে মারবে

উদাস মোয় কেহরে চিনি না গৌরী তোহরে ছাড়া কেহরে দেখি না নয়ানে! মোর হিয়ার মাঝে ফোঁসফোঁসায় এক ধবল নাগিনী! হে গৌরী তুহিঁ মোর সে নাগিনী মোর বক্ষকন্দরে হিলহিল করি ঘুরিস ওরে ও কালসাপিনী

[উদাস গৌরীকে জড়িয়ে ধরে ইচ্ছে ছুটে আসে এবং উদাসকে টেনে সরাবার চেষ্টা করে আপ্রাণ]

ইচ্ছে ॥ আই মা গো! উদাস! মাতাল হয়েছিস! মাতাল!

উদাস (ইচ্ছেকে আমলই দেয় না) যবে রাজা আসে নাই, তুঁহি কত কহিলি, উদাস, তুহিঁ মোর জনম-মরণ চল পালাই দুহেঁ মিলি গহন বনে ঘর বাঁধি! তবে মোর ধন্দ ছিল, মোয় সাহস পাই নাই! আজি আয় গৌরী, মোরা পালাই,

ইচ্ছে ॥ হঁ হাঁ তেঁই মোর পাশে তুই বয়ান মেঘলা করি ঘুরিস! ঝরনাঝোরায় লয়ে যাস না মোরে! (গৌরীকে) ওলো ও সুন্দরি, রূপের আগরি! মোর কালাচিতারে কী কুহু করলি ডাকিনি!

[ডাহুক কুণ্ডলা ও অন্য ব্যাধেরা আসে।]

সর্দার, ওই ডাকিনিরে ভাগাও আজি ভাগাও মোর উদাসেরে কুহু করেছে পিশাচিনী

ডাহুক ॥ কারে কহিস রে, পিশাচিনী!

উদাস শুন সবে (গৌরীকে দেখিয়ে) ওই কন্যে নাহি যদি মেলে মোর, পর্বত গুঁড়াব মোয় আকাশ উড়ব।

কুণ্ডলা ॥ বাছা বাছা হেন কথা না ধরিস অধরে। পাপ হবে, দাবানলে ভস্ম হবে বনভূমি!

উদাস মাগো আর পাপের ডর নাই, রাজারেও নাই যদি পূর্ণিমার রাজা আসে নিশিবাসে, রাজার বুকের রক্ত খাব মোয় লখিবে এই কুঞ্জ হবে রক্তে থইথই...

ডাহুক হঁ হাঁ ডাকিনিতে ভর করল মোর পুত্তুরে ব্যাধপুরীতে আর তার ঠাঁই নাইরে! যা, লয়ে যা ভাগা শয়তানটারে হুঁ আজি হতে উদাস মোর পুত্তুর নহে আর...ব্যাধের শত্তুর!

[ব্যাধেরা উদাসকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।]

কুণ্ডলা ॥ (কাঁদতে কাঁদতে পিছু ছোটে) উদাস! উদাস! ও মোর উদাস রে

[ইচ্ছে বাদে আর সকলে উদাসের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল গৌরী দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মত]

ইচ্ছে ॥ (গৌরীকে) নিতি ফুল তুলেছি ওই পায়ে! ওই পায়ে! রাক্ষসি! মর্ মর্ (গাছটিকে দেখিয়ে) তোহর ভাতারের ডালে পাতা গজাল! যা, গলায় রশি দিয়া ওই ডালে ঝোল...ঝুলি মর! মর! মর!

[ইচ্ছে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায় গৌরী দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল।]

অঙ্ক। দুই দৃশ্য ॥ তিন

[বনভূমির আর এক প্রান্তে পাহাড়চূড়ায় লোকেন্দ্রপ্রতাপের শিবির সংলগ্ন অঞ্চল দেওয়ান শিলা খণ্ডের ওপরে বসে মদ্যপান সহযোগে

মনোরম রাত্রি উপভোগ করছে। ধনঞ্জয় ঢুকল।]

ধনঞ্জয় ॥ এ অধমকে কেন স্মরণ করলেন দেওয়ানমশাই...

দেওয়ান আরে এসো এসো ধনঞ্জয় তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি

ধনঞ্জয় (মদের পেয়ালা ইত্যাদি দেখে) একী দেখছি! ঠিক দেখছি তো দেওয়ানমশাই! আমরা তো জানতাম, আপনি শিউলিপাতা আর কালকাসুন্দির রস ছাড়া

দেওয়ান বাহ্যত তাই বটে তবে লুকিয়ে চুরিয়ে রাত্রিবেলাতে একটু আধটু চলে ডাক্তারের পরামর্শে (হেসে) মানে ওই শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্। রাতটি ও চমৎকার। মাথায় তারা ঝলমলে আকাশ। চারদিকে পাহাড় পাহাড় বসো ভায়া, বৃদ্ধকে সঙ্গ দাও

[দেওয়ান আলাদা করে রাখা পূর্ণ পেয়ালা ধনঞ্জয়কে এগিয়ে দিল]

ধনঞ্জয় । সানন্দে (পেয়ালায় চুমুক দিয়ে) আঃ আপনি যে এই কারণে ডেকে পাঠাবেন, ভাবতেই পারিনি

দেওয়ান না, শুধু এই কারণে নয় রাজা রাজনীতি নিয়ে একটু আলোচনাও আছে। মানে ওই বৈষয়িক হিসাব নিকাশ যাকে বলে স্বত্ববিলোপ নীতি চালু হবার পর দেশের রাজনীতি যে নতুন মোড়টা নিল এই প্রেক্ষিতে তোমার এখনকার ভাবনাচিন্তা কী ভায়া? তুমি তো সিংহগড় ঘুরে এলে আচ্ছা সামনের পূর্ণমায় মহারাজের বিবাহটি সম্পর্কে সিংহগড়ের মানুষ কী বলছে, ব্যাপারটা কীভাবে কীভাবে নিচ্ছে তারা বিশেষ করে তোমার ভগ্নি মানে আমাদের মহারানি এবং আমাদের রেসিডেন্ট সাহেব?

[ধনঞ্জয় নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুতবেগে পেয়ালার পর পেয়ালা শেষ করেছে এই ফাঁকে।]

ধনঞ্জয় ॥ দেওয়ানমশাই আপনার দামি মালটাই গচ্চা গেল।

দেওয়ান ॥ কেন ভায়া?

ধনঞ্জয় , আমি যে মদের আসরে বসে বেশি কথা বলি না। (হাসতে হাসতে) যদি ভেবে থাকেন মাঝরাতে নেশা করিয়ে আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি উটকে পাটকে কথা টেনে বার করে আনবেন ঠকে গেলেন!

দেওয়ান , (হাসতে হাসতে) আমি আবার আসরে বসলে হুড়মুড়িয়ে সব বলে ফেলি! মানে নেশাদ্রব্য কাকে যে কী রূপে খেলাবে

ধনঞ্জয় ॥ তবে আপনি খেলুন, আমি দর্শক।

দেওয়ান আমার মতে ভাই ধনঞ্জয় লোকেন্দ্রপ্রতাপের এই তথাকথিত প্রণয় এবং বিবাহ অত্যন্ত গর্হিত এবং দুরভিসন্ধিমূলক

ধনঞ্জয় দূর মশাইস, এর মধ্যে দুরভিসন্ধির কী দেখছেন? প্রেমে পড়েছে বিয়ে করছে গোলমাল কী আছে?

দেওয়ান (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসিতে) আছে আছে মরকতের হারটা রেসিডেন্ট সাহেবকে দেবে না বলেই তো বিয়ে ঠিক কিনা?

[ধনঞ্জয় উত্তেজনা চেপে পানপাত্রে চুমুক দেয়।]

পাথরের মূর্তির গয়না সাহেব চাইতে পারেন, কিন্তু কোনও ভদ্রলোকই অপরের পত্নীর গলার হার চাইতে পারেন না আর রেসিডেন্ট সাহেব একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কী, ঠিক বলছি কিনা?

ধনঞ্জয় , (জড়িত গলায়) প্রশ্ন করবেন না জবাব পাবেন না আপনাকে একাই খেলতে হবে আমি দর্শক (হেঁচকি তুলে) নীরব

শ্রোতা

দেওয়ান . (ক্ষিপ্ত গলা] যেমন তুমি তেমন তোমার সাহেব' একজোড়া ভেড়া কেন রেসিডেন্ট সাহেব বলতে পারছেন না বিবাহ করতে হলে আগাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি লাগবে?

ধনঞ্জয় (নিজেকে সংযত রেখে) অনুমতির কী আছে' স্বত্ববিলোপ আইন রাজার বিবাহ বন্ধ করতে পারে না' জৈবিক ধর্মপালন স্বাধীনতা সকলের' পশু পাখি এমনকি একটা ব্যাঙেরও বিবাহের স্বাধীনতা আছে, থাকবে'

দেওয়ান (পুরো নেশাগ্রস্ত) তা এ যা বিয়ে হতে চলেছে, বনজঙ্গলে পশুর বিয়ে ছাড়া কী' কোম্পানির নিশ্চয় দেখা উচিত লোকেন্দ্রপ্রতাপ যদি অজাত কুজাতের একটা মেয়ে ঘরে এনে বাজোর স্বত্ব ধরে রাখার উদ্যোগ করে

[শিবিরের পথে ঢুকল রঙ্গলাল।]

রঙ্গলাল (দেওয়ানকে) কী হচ্ছে কী একটু চুপ করবেন ঘুমুতে দেবেন না? সারারাত ফালতু বকর-বকর, আরে ঠাকুর প্রভাকর শর্মার মেয়ে হল অজাতকুজাত'

দেওয়ান । আরে মূর্খ' কবে এতটুকু মেয়ে বাপের সঙ্গে দেশত্যাগ করল সেই মেয়েটাই যে ব্যাধের ঘরের ওই মেয়ে কে বলতে পারে'

রঙ্গলাল বাঃ ভারি ন্যায়বাগীশ হয়েছেন দেখি। কে পারে? আরে মশাই, আমি পারি বলে চোখের ওপর

দেওয়ান । (হাত বাড়িয়ে) আয় এধারে আয় আগে বল কে তুই শয়তানের বাচ্চা'

রঙ্গলাল । একী রে' বনে এসে দেওয়ানও বুনো হয়ে গেল' প্রভু, দেখে যান...

দেওয়ান   চোপ' ব্যাটা দাগি চোর তোর কথা কে বিশ্বাস করবে? লোকেন্দ্রপ্রতাপের রাজত্বে শাসন প্রশাসন বলবৎ থাকলে তোর জায়গা হত কারাগারে'

রঙ্গলাল   অতীত তুলে কথা বলবেন না মহারাজ আমাকে ক্ষমা করেছেন আপনারা করলেন না-করলেন ভাবি বয়ে গেল আমার

[ধনঞ্জয় এ তক্ষণ নিজেকে সামলে রেখেছিল-এবার ধৈর্যহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রঙ্গলালের ওপর]

ধনঞ্জয়। এই লোকটা এই লোকটা সিংহগড়ে ঢুকে সব ওলটপালট করে দিল ঐ হারটা চুরি করে' আপনি ঠিক বলেছেন দেওয়ানমশাই, ব্যাটাকে ছাড়া হবে না।

রঙ্গলাল   একী' সেনাপতি-দেওয়ান জোট বেঁধেছে।

[ধনঞ্জয় রঙ্গলালের গলা টিপে ধরে।]

ধনঞ্জয় ॥ খবরদার' ভাল চাস তো ব্যাটা আমাদের কথামতো চলবি।

রঙ্গলাল   চলব'

ধনঞ্জয়   আমাদের দাদা ভায়ে যে কথা হচ্ছে, তার একটাও যেন কেউ না জানতে পারে'

রঙ্গলাল   জানবে না'

ধনঞ্জয় ॥ তুইও জানবি না'

রঙ্গলাল । জানব না। গলা ছাড়ুন...

ধনঞ্জয়। (দেওয়ানকে) কিন্তু আপনি বাজে বকছেন' গৌরী অজাতের মেয়ে নয়। ব্রাহ্মণের মেয়ে' কিন্তু তবু লোকেন্দ্রপ্রতাপ এ বিয়ে করতে পারে না যেহেতু লোকেন্দ্র ব্রাহ্মণ না'

দেওয়ান   এই' এই হচ্ছে একটা কথার মত কথা' তবে রেসিডেন্ট সাহেব কি আমাদের জাতিভেদ বর্ণভেদ বুঝবে?

ধনঞ্জয়   বুঝে আছে সে' ভারত বিষয়ে তার মত পণ্ডিত খুব কম আছে মশাই' আপনার আমার থেকে সে অধিকতর ভারতীয়'

দেওয়ান   আরে তাই তো ভায়া' অধিকতর ভারতীয় না হলে ভারত তার বশে আসবে কেন?

ধনঞ্জয়   (দেওয়ানকে) দেওয়ানমশাই, আপনি বেশ চালাক লোক। দেশে আপনার একটা প্রভাবও আছে' কিন্তু রাজনীতি বোঝেন এই কাঁচকলা' আমার কাছে শুনুন, লোকেন্দ্রপ্রতাপের রাজত্ব শেষ'

দেওয়ান ॥ না না এত তাড়াতাড়ি না

ধনঞ্জয়। বলছি তাড়াতাড়ি শুনুন মশাই, এক পক্ষকাল পাহাড়ে বসে প্রেম চালাচ্ছে.. ওদিকে কী হচ্ছে খবর রাখেন? সব ব্যবস্থা পাকা বিয়ে করে আর সিংহগড়ে ঢুকতে হচ্ছে না' ততদিনে সিংহাসনে কে? কে বসে আছে?

রঙ্গলাল   কে?

ধনঞ্জয় ॥ আমার ভগ্নী' রেসিডেন্ট সাহেবের পছন্দ'

দেওয়ান   মহারানি। বাঃ বাঃ যোগ্য ব্যক্তিকেই পছন্দ রেসিডেন্ট সাহেবের। এসো মহারানির নামে দুভাই দু পেয়ালা খাই!

ধনঞ্জয় : আমি জানি, আপনি কথা বার করার জন্যে অনেক পাত্র খাওয়াবেন। কিন্তু আমার মুখ আপনি খুলতে পারবেন না

রঙ্গলাল   আপনার মুখ খুলেই বা কী হবে? কতটুকুই বা জানেন!

ধনঞ্জয়   কতোটুকু জানি! আরে ভাঁড় শোন তবে মহারাজকে হত্যা করা হবে

দেওয়ান   কী হচ্ছে ধনঞ্জয়? হবুচোরটার কাছে সব গুহ্য কথা ফাঁস করে দিলে?

ধনঞ্জয় ॥ ফাঁস করে দিয়েছি!

দেওয়ান   দিলে না? বললেন না মহারানি মহারাজকে হত্যা করবেন!

রঙ্গলাল   দূর! মহারানির রাজত্বে তাই কখনও হয়? স্ত্রী কখনো স্বামী হত্যা করতে পারে!

ধনঞ্জয়   স্বামী! (হেসে) ওই অক্ষম পুরুষটা আবার স্বামী কি রে? ওতো একটা ক্লীব .

রঙ্গলাল   ক্লীব! মানে!

ধনঞ্জয় : আরে যা ব্যাটা চিকিৎসকদের জিগ্যেস করে দ্যাখ, কেন ওর ছেলেপুলে হয় না তাতেও যদি সন্দেহ হয় যা আমার ভগ্নির কাছে গিয়ে শোন সাধে কি লোকেন্দ্রর প্রাণনাশ চায়? ক্রোধে ঘৃণায় ভগ্নির মনপ্রাণ বিষিয়ে আছে!

রঙ্গলাল   (দেওয়ানকে) আর দেরি করছেন কেন? সবই তো জানা হল এবার ওনাকে খাঁচায় পুরুন

ধনঞ্জয় ॥ খাঁচা! খাঁচা কী রে ব্যাটা। পাখি পুষবি?

রঙ্গলাল : তার চেয়ে খানিক বড়। ভাল্লুকের খাঁচা। গরই কাঠের।

ধনঞ্জয় ॥ (দেওয়ানকে) পাগলটা কী বলছে দাদা?

দেওয়ান   (স্বাভাবিক গলায়) সেনাপতির চোখে যদি তন্দ্রা না এসে থাকে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখুক-কতগুলো সঙ্গিন তার দিকে উঁচিয়ে আছে

[ধনঞ্জয় হতচকিত বাইরে দৃষ্টি ঘোরায় তারপর বিকট চিৎকার করে ওঠে]

ধনঞ্জয় ॥ ওরা কারা? কার খাঁচা বয়ে আনছে ওরা!

[সৈনিকরা ঢুকে সেনাপতিকে ঘিরে ধরে। ধনঞ্জয় পাগলের মতো ছোটাছুটি করে]

খর্বদার! খর্বদার সিপাহিরা! আমি তোদের সেনাপতি!

দেওয়ান   ছিলে! এখন নও। আর এই সিপাহিরা তোমার হাতের পুতুলও নয়। বৃটিশের সঙ্গে চক্রান্ত করে ভগ্নিকে সিংহাসনে বসানো মহারাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা অনেক অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে। দণ্ডও নির্ধারণ করা হয়ে গেছে

রঙ্গলাল , যান, খাঁচায় ঢুকে দাঁড়ে বসে ছোলা খান।

ধনঞ্জয় ॥ দেওয়ান! শয়তান!

দেওয়ান (পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে) তুমি বোধহয় জানতে না, শিউলি আর কালকাসুন্দি ছাড়া চিরতার জলও আমার প্রিয় পানীয়

রঙ্গলাল (ধনঞ্জয়কে) চলুন আপনাকে রওয়ানা করে দিয়ে আসি। শুভ রাই! [সৈনিকেরা ধনঞ্জয়কে টেনে নিয়েটেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল রঙ্গলালও গেল। লোকেন্দ্রপ্রতাপ ঢুকল।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ আপনি আকাশের লেখা পড়তে পারেন দেওয়ানমশাই?

দেওয়ান ॥ আকাশের লেখা।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ একমুঠো তারা বেছে নিন তারপর অক্ষরের মত সাজিয়ে নিন দেখবেন লেখা ফুটে উঠেছে আকাশের ওই তারায় তারায় কী লেখা আছে পড়তে পারেন?

দেওয়ান মহারাজ লেখা না পড়েও বলা যায়. আমাদের সামনে ভয়ঙ্কর সময়

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ . লেখা আছে সাবধান সাবধান লোকেন্দ্রপ্রতাপ! আর একটা নারীকে তুমি প্রতারিত কোরো না সেও আবার তোমাকে ঘৃণা করবে যেমন করছে মহামানি! সেও তোমাক হত্যার চক্রান্ত করবে। না, আর কোনো নারীকে ঠকাবো না

দেওয়ান ॥ মহারাজ! মহারাজ

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ পারব না গৌরীকে আমি ঠকাতে পারব না একবার যান কেউ ব্যাঘ্রপুরীতে. বলে আসুন, আমি তাকে বিবাহ করতে চাই না প্রভাকর শর্মার মেয়েকে প্রতারণা করার সাহস নেই আমার এই অক্ষম পুরুষকে সে ক্ষমা করুক! দয়া করে যান দেওয়ানমশাই, ..

দেওয়ান ॥ এই যদি আপনার মনের অবস্থা, কেন এতদূর অগ্রসর হলেন...

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (ছলছলে গলায়) মানুষ কি সব সময় তার অক্ষমতার কথা মনে রাখতে পারে দেওয়ানমশাই? এই বনপাহাড়ের কী যে আছে পা দিয়ে মনে হয় আমি পৃথিবীর সর্বশক্তিমান ঐ পাহাড় আকাশ নক্ষত্র আমিও তাদের মত

দেওয়ান অনেক আশা নিয়ে গৌরী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে!

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ তার আরও অনেক আশাকে যে গলা টিপে মারা হবে দেওয়ানমশাই, যদি তাকে ঘরে আনি

দেওয়ান মহারাজ সামনে ঘোর দুর্যোগ একটা। একটাই শুধু আনন্দ আপনার আর গৌরীর বিবাহ প্রভাকর শর্মার প্রতি আপনার কর্তব্য পালন পিছিয়ে গেলে নিজের কাছেই ছোট হবেন সময় থাকতে ক্লীবতা পরিহার করে উঠে দাঁড়ান

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ ও মহাশয় প্রকৃতই যে ক্লীব সে কি করে তার ক্লীবতা পরিহার করে! আমি গৌরীর কাছে মুখ দেখাব কী করে না না!

দেওয়ান ॥ প্রকৃতই আপনি ক্লীব নন লোকেন্দ্রপ্রতাপ।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ চিকিৎসকদের রায় আপনি শুনেছেন।

দেওয়ান চিকিৎসকরা যাই বলুন (থেমে) ভীষণ এক অপরাধবোধ আপনার সামর্থ্যকে সাময়িকভাবে গ্রাস করছে মাত্র আর কিছু নয়

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ কোন অপরাধের কথা বলছেন আপনি দেবী সর্পমস্তার কাছে . ?

দেওয়ান   না লোকেন্দ্রপ্রতাপ, আপনার অপরাধ প্রজার কাছে, দেশকাল ইতিহাসের কাছে

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দেওয়ানমশাই!

দেওয়ান   অল্প বয়সে রাজত্ব পেয়েছিলেন বিলাস ব্যসনে সময় অতিবাহিত করেছেন। সুস্থিতির জন্যে ইংরেজের সাহায্য নিয়েছেন আজ তারা ছাড়বে কেন? একবারও ভেবেছেন দেশের মানুষ কী চায়? কোন্ আশা আকাঙ্ক্ষা মেটালেন তাদের? কতটুকু দারিদ্র ঘোচালেন! অন্তরের অন্তঃস্থল খুঁজে দেখুন, অপরাধ গভীর অপরাধ! এই অবিনাশী পাপবোধ আপনাকে দিনে দিনে অক্ষম অ-পুরুষ করে তুলছে লোকেন্দ্রপ্রতাপ!

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ তিরস্কার করুন। আমায় তিরস্কার করুন তবু আমি

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ করতলে মুখ ঢাকে।]

দেওয়ান   আপনি আমার পৌত্রের বয়সী লোকেন্দ্রপ্রতাপ শিশুকাল থেকে আপনাকে দেখছি বৃদ্ধের তিরস্কার গা থেকে ঝেড়ে ফেলবেন না। রাজত্বের বেশি সময়টা কাটালেন, কেমন করে স্বত্ব বজায় রাখবেন তাই ভেবে এর কি কোনও ক্ষমা আছে? সন্তান লাভ করে স্বত্ব বজায় রাখা যায় না, দেশরক্ষা করা যায় না! যাচ্ছেও না!

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ আমি কী করব! সিংহগড় কেমন করে ফিরে পাব? দেওয়ানমশাই, কার্যত আমরা কজন নির্বাসিত হয়ে পড়লাম এই জঙ্গলে পাহাড়ে!

দেওয়ান   একটাই এখন ভরসা, দুর্ভেদ্য অরণ্য দুরতিক্রম্য পর্বতমালা! আর এই পাহাড় জঙ্গলের মানুষ!

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ তারা কী করবে?

দেওয়ান , তারা যদি আমাদের পাশে দাঁড়ায় তবেই একটা লড়াই সম্ভব। জয়ও সম্ভব। সিংহগড়ে বৃটিশ বণিকের মুঠো থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় আবার

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ কী জানি আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না!

দেওয়ান   ডাহুকের কথাগুলো মনে পড়ছে আপনার? সনাতন ভারতের এক আশ্চর্য সত্য কথা শুনিয়ে দিল ওই অসভ্য ব্যাধ রাজারা যখনই রাজ্য হারিয়েছেন ছুটে এসেছেন এইখানে বনে জঙ্গলে অন্ত্যজ সমাজের দ্বারে আমাদের ইতিহাস পুরাণ পরম্পরা তাই বলছে সঙ্কটাপন্ন নগরসভ্যতাকে রক্ষা করে আসছে বনপাহাড়। এটাই এদেশের শক্তি শক্তির ভাঁড়ার

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ দেওয়ানমশাই!

দেওয়ান   হতাশ হবেন না তরুণ বন্ধু দেখুন দেবীর কণ্ঠহারের সন্ধানে বনে এসেছিলাম। এসে কিন্তু ভালই হয়েছে বিপদের দিনে যেখানে আশ্রয় নেবার কথা, সেখানেই আছি আমরা।

[দেওয়ান লোকেন্দ্রপ্রতাপের কাঁধে হাত রাখে লোকেন্দ্রপ্রতাপ নক্ষত্রভরা রাতের আকাশের দিকে অপলক]

এই বনপাহাড়ের দুর্ধর্ষ মানবজাতির বিশ্বাস ভালোবাসা যদি অর্জন করতে পারেন লোকেন্দ্রপ্রতাপ-

অঙ্ক । দুই দৃশ্য ॥ চার

[আলো কথকঠাকুরকে ধরে আছে।]

কথকঠাকুর ॥ বিবাহের আগের রাতে পাথরের ঘরে বসে মালা গাঁথছিল গৌরী তার সেই প্রিয় ফুলে যে ফুলের সন্ধান দিয়েছিল

ইচ্ছে.. যে ফুলের গন্ধে ছুটে গিয়ে কালনাগিনী বিষ ঢেলে আসে।

[কথকঠাকুর নিষ্ক্রান্ত হন ফুলের মালা হাতে গৌরী এসে দাঁড়ায় গাছতলায়]

গৌরী ॥ (ফুলের মালা বাড়িয়ে গাছটিকে) এটা তোমার তোমার জন্যে গেঁথেছি। নাও, পরো (গাছের কাণ্ডে মালাটা পেঁচিয়ে দেয়) শুধু নয় এই যা পেলে-আর কিন্তু কিছু চাইবে না আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে মনেও রাখবে না বুঝতে পেরেছ? (বাঁকা হাসিতে দোলে) কেন অতো কেন তোমার? একটা জ্যান্ত মেয়েকে ভোগ করবে, লতায় পাতায় জড়িয়ে নিজের মতো অচল করে ফেলবে তারে? ইস আবার কচি পাতা ছেড়েছো কীগো পিছু পিছু সিংহগড় পর্যন্ত ধাওয়া করবে না তো? বলা যায় না, মাটির নিচে দিয়ে হয়ত শেকড় বাড়িয়ে দিলে সেই পর্যন্ত!

[উদাস এসে দাঁড়াল সামনে। গৌরী যেন ভূত দেখল ভয় পেয়ে বলে-]

তুই

উদাস। (নিরাসক্ত গলায়) হঁ মোয়

গৌরী ॥ আবার এসেছিস'

উদাস হঁ। এলম

গৌরী ॥ তোকে না তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পুরী থেকে।

উদাস। হঁ দিল

গৌরী ॥ ডাহুক খুন করবে তোকে! ডাকব তোর বাবাকে'

উদাস। হঁ ডাক।

[উদাস ধনুকখানা গাছের গায়ে হেলিয়ে দিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল]

গৌরী ' কেন এমন করছিস উদাস ভেবেছি কী করে আমি তোর সঙ্গে গহন বনে যাব ঘর বাঁধব' হ্যাঁ তোকে একদিন আমিই বলেছিলাম কিন্তু সে তো এখান থেকে পালাতে তোকে পাবার জন্যে না। একটা কথা কেন তোর মাথায় ঢুকছে না, আমরা তোদের থেকে অনেক বড় তোরা ছোট, আমাদের চেয়ে নিচে' আর শোন, গায়ের জোর ফলিয়ে লাভ হবে না আমাকে পাবি না (গাছে জড়ানো মালাটা দেখিয়ে) দ্যাখ, এটা কী ফুল বিষবল্লরী লতাপাতা ফুলে বিষ। ধরতে আসবি কি চিবিয়ে খাব। বুঝতে পারছিস? যা ফিরে যা

[গৌরী আবেগভরে কথাগুলো বলে থামতে, একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে উদাস বলে]

উদাস মোয় তোহরে চাহি না' (গৌরী চমকে তাকায় উদাসের দিকে) হঁ কহতে এলম, মোয় তোহরে ঘৃণা করি হঁ হঁ ঘিরনা'

গৌরী ॥ তাই নাকি রে? ঘিরনা করিস'

উদাস হঁ হাঁ করি' তুহিঁ কে রে বামনার বেটি মোদের স্কন্ধে বসি খাস, গাছতলে বসি ফুলপাতা লয়ে আগডুম বাগডুম খেলিস তোহর কোন শক্তি আছে রে' মোরা বীর হঁ মোরা পশুর সাথে লড়াই করি, হাঁরি জিতি' মোরা কেহর ধার ধারি না' শোন, কহিরে শ্বেত ভালুকি, ইচ্ছার পায়ের ধূলার তরও না তুহিঁ।

গৌরী ॥ উদাস'

উদাস   হাঁ হাঁ ইচ্ছা বশা চালায় ধনু চালায়। সে দামাল কন্যা মো'রা এক সাথে পাগলা হ'তি তাড়া কবি' তুঁহি কোন কম্মে লাগিবি মোব ইচ্ছা কত না ব' জানে ঝ বনাঝোবায় যবে মোরা গহনে নামি, ইচ্ছা যনু এক জলবাঘিনী'

গৌরী ॥ চাস না, তুই আমাকে চাস না'

উদাস   না রে না' আকাশের পাগলি। যা ভাগ, নহে দিব শেষ কবি।

গৌরী ॥ রাজা যার জন্য রাজ্যপাট ভুলে থাকে, তুই তাকে...

উদাস   ঘিরনা করি। তাহে লখি হাসি পায় রে....হো-হো-হো....

[হেসেও হাসে না উদাস। শব্দগুলো উচ্চারণ করে শুধু]

গৌরী ॥ চাস না' চাস না তা এলি কেন আমার কাছে। জোছনারাতে বনের পশু যেমন জল খেতে আসে ওই কুণ্ডের কাছে তেমনি কালাচি তা লুকিয়ে এল আমার ঘাটে জল খেতে....বলে চায় না।

[হঠাৎ গৌরী উদাসের চুলের গোছা ধরে ঝাঁকাতে শুরু করে]

চাস না' চাস না'. ..

উদাস। (পূর্ববৎ] হো-হো-হো....

গৌরী ॥ বলে ইচ্ছের পায়েব ধুলোও না চল' গহন বনে নিয়ে চল আমায় নিয়ে ঘব বাঁধ' তোকে যে আমা'র চাই রে কালাচি তা

উদাস। (পূর্ববৎ) হো-হো-হো...

গৌরী ॥ (চুলের মুঠি ধরে উদাসকে পায়েব কাছে ভূমিতে পেড়ে ফেলে) শোন দূরের ওই পাহাড়টায় আছেন রাজা যা চলে যা' বিষমাখা তিব ছুঁড়ে তাঁকে মেরে আয় উনি না থাকলে আমায় আব সিংহগড়ে যেতে হবে না। আমাকে আব দোটানায় পড়তে হবে না-ওরে উচ্চনীচ হিসেব কষে আমি যে আর পারিনে'

[উদাস আব এক ঝাঁকে হেসে উঠতেই গৌরী চুল টেনে খামচে তাকে পীড়ন করতে থাকে]

হাসবি না, হাসবি না'

উদাস   (কাঁদছে) হে গৌবী তুহুঁব তিয়াস মোব এ জনমে মিটে না' একদিন কহলম বাবাঠাকুরে

গৌরী ॥ বাবাকে' বলেছিলি তুই? আমাকে পাবার কথা'

উদাস   কহেন ঠাকুর, এক জনমে মিলে না সাধনা কর। পরজনমে পাবি নিশ্চয়

গৌরী ॥ আর এক ধাপ্পা

উদাস। হুঁ গৌরী, মোয় পরজনমে যাব; তুহুঁরে পাব নিশ্চয়'

[উদাস বিষবল্লবীর মালা থেকে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে খচমচ করে চিবুতে শুরু করে]

গৌরী ॥ (আর্তনাদ করে ওঠে) উদাস! বিষবল্লরী'

উদাস। হঁ হঁ জয় হে বাবাঠাকুর...

[বিষের জ্বালায় ছটফট করতে করতে উদাস মুঠো মুঠো ফুল খেতে যায়-গৌরী উদাসের মুখ থেকে ফুল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে]

গৌরী ॥ (চিৎকার করে) খাস না! খাস না!

[ডাহুক সর্দার ছুটে আসছে-]

ডাহুক ॥ উদাসের গলা শুনি।

গৌরী ॥ ডাহুক তোমার ছেলে বিষবল্লরী খেয়েছে!

ডাহুক ॥ আঁ

উদাস। (ডাহুককে) বাপুন...হে বাপুন...

গৌরী ॥ বাঁচাও, আমার কালাচিতারে বাঁচাও ডাহুক!

[ডাহুক উদাসকে টেনেটুনে দাঁড় করায় কোনওমতে...]

ডাহুক ॥ হা বাপ চিল পাড়িস না, তোহর মা জাগি আছে। চল হাঁট ছেট মা সাথে। ত্বরা চল তোহরে নিদান দিই ঘুমাবি না বাপ মোর আঁখিপাতা মুকত রাখ চল বাপ, বনে চল বনের বিষের নিদান আছে বনে!

[ডাহুক উদাসকে টেনে নিয়ে একমুখো বেরিয়ে গেল গৌরী গাছটাকে জড়িয়ে কাঁদে কুণ্ডলা আসে]

কুণ্ডলা ॥ হে মা কী হৈল রে! অজি নিশিতে তোহর নয়ান ভাসি যায়! যনু তোলপাড় হয় চারিভিত জলদ ডাকে, পর্বত নড়ে (গৌরীর কাছে আসে।) আই আই আই! মারে! এ কী দশা তোহর!

গৌরী ॥ মাগো, সর্বনাশ হয়েছে আমার!

কুণ্ডলা ॥ (ভয়ঙ্করভাবে চমকে) কী কহিস মা!

গৌরী ॥ হ্যাঁ মা মাগো! আমার উদাস-

[গৌরী কুণ্ডলার বুকের ওপর কান্নায় আছড়ে পড়ে।]

কুণ্ডলা ॥ উদাস! ইঁ কী হৈল মোর উদাসের? হে দেবী, কী করলি হে মা সপমস্তা-

[গৌরী কান্নায় অস্পষ্ট স্বরে কী সব বলে। শুনতে শুনতে পাষাণ হয়ে যায় কুণ্ডলা]

◻ অঙ্ক ॥ দুই দৃশ্য ॥ পাঁচ ◻

[পূর্ণিমারাতে লোকেন্দ্রপ্রতাপের বিবাহে বাধ ও সৈনিকেরা মিলে মিশে নাচছে ধামসা মাদল বাজছে। অন্তরালে গৌরীর ঘরে বাসরশয্যা সেদিক দিয়ে ঢুকল রঙ্গলাল ভরপেট মদ্যপানে রীতিমত বেসামাল]

রঙ্গলাল ॥ (জোড় হাতে) ও ইসব বন্ধুসব কনেযাত্রী বরযাত্রী, শালারা তোরা হল্লাগোল্লা থামাবি? বর কনে মিলিত হবে কখন

বাসর-শয্যায়? গোটা রাত যদি এই নাচ নর্তকী দল চলে? (জোরে) কনে কোথায়? শিরোপার নিয়ে আয়৷ প্রভু অধৈর্য হয়ে পড়ছেন৷ গান্ধর্ব বিবাহ৷ হোমযজ্ঞি নেই পুরুত-নাপিত নেই সাতপাক নেই স্রেফ এক কক্ষে কপোত-কপোতীর বাক্যিযাপন তা সেটুকুই বা হচ্ছে কই? ও আমার রানিমা আমার ছোট রানিমা আমার গৌরী রানিমা

[নাচিয়েদের একজন দল ছিটকে বেরিয়ে এসে রঙ্গলালের পেটে খানিকটা কাতুকুতু দিয়ে ফের দলে ফিরে গেল, রঙ্গলাল কিন্তু তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল]

এই এই কী হচ্ছে উঁহুহু কী হচ্ছে কাতুকুতু দিস না পেটে বির্লিতে মাল হাসতে গেলে হড়াস৷ হি-হি অঢেল টেনেছি প্রভুও অঢেল মহাফূর্তি

[পানোন্মত্ত লোকেন্দ্রপ্রতাপ এবং তার পিছনে ডাহুক ঢুকল]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ গৌরী গৌরী কই আমার আমার সিংহগড়ের ভাগ্যদেবী

[রঙ্গলালের গলা জড়িয়ে]

এসো গৌরী....আমার ফুলমালা শুকিয়ে গেল৷ বাসরে এসো....

রঙ্গলাল ॥ মহারাজ, আমি আপনার বিদূষক রঙ্গলাল।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ রঙ্গলাল৷ যা, আমার গৌরীকে খুঁজে নিয়ে আয়

রঙ্গলাল (ডাহুককে) এ সর্দার৷ কুণ্ডলা কোথায় বেপাত্তা করলি তাকে? ঠিক করে বল তো তোরা কি বিয়েটা দিবি না দিবিনে?

ডাহুক ॥ হঁ হঁ দিব৷ দিব৷

রঙ্গলাল দিবি তো দে৷ তড়াতাড়ি বিয়ে থা চুকিয়ে দে৷ ওদিকে সিংহগড় টলমল৷ বিয়ে থা চুকিয়েই সিংহগড় উদ্ধারে নামতে হবে৷ তাই না প্রভু?

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ (নাচিয়েদের) নাচ নাচ তোরা-নাচ

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ নাচের দলে ঢুকে তালে তালে পা মিলোবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল.]

এই রে মাথাটা চক্কর দিচ্ছে যে আমার রানি কই সর্দার আমার দেবী সর্পমস্তা৷ মরকতের মালা দুলছে একশো আট মরকত একশো আট মরকত সিংহবাড়ির দেউলে আরতি হচ্ছে ঢং ঢং ঢং ঢং

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ মাথা ঘুরে পড়ে সকলে মিলে তাকে ধরাধরি করে হইহই করতে করতে বাসরের পথে বেরিয়ে গেল হঠাৎ চারপাশ শূন্য, নীরব ব্যাধপুরীর টিলার আড়াল থেকে কুণ্ডলা ও বধূবেশে সজ্জিত গৌরী ঢোকে কুণ্ডলা গৌরীকে বাসরের দিকে নিয়ে চলেছে জোর করে]

গৌরী ॥ না, না, বাসরে যাব না....বাসরে যেতে বলিস না মা....

কুণ্ডলা ॥ (গৌরী'র হাতটা শক্ত করে ধরে) আই আই আই। আজি পরম লগনে হেন কথা কহিতে নাইরে মণি।

গৌরী ॥ ওরে কেমন করে মুখ দেখাব রে রাজার কাছে, মাগো, ভুলবো কী করে তোর উদাস যে বিষে পুড়ল আমার তরে৷

কুণ্ডলা ॥ তোহর কোনও কলুষ নাই তুঁহি মোদের স্বপনের দেবীরে৷ দেবী কি নষ্ট হয় কভুঁ? চল মা ত্বরা চল

গৌরী ॥ রাজা যখন সব কথা শুনবেন, ঘৃণা করে দূরে ঠেলবেন আমায়! সে আমি সইতে পারবো না। না, না, ছাড় ছাড় দে....বিষ খেয়ে মরি....

[ব্যাধপুরীর টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল উদাস। বিষে জর্জর দেহ। অর্ধেক চুল পড়ে গেছে, গা পুড়ে গেছে, মুখ হাত পা বেঁকেচুরে গেছে। চোখদুটো দেখলে ভয় হয়।]

কুণ্ডলা ॥ আই আই আই। বিষের কথা আর কহিস না ওরে সর্পমস্তা! বিষবল্লরী খেয়ে ওই দ্যাখ কী হৈল মোর পুত্তুরের....মারণ বিষে খাণ্ডবদাহন হল যৈছন।

গৌরী ॥ (কুণ্ডলার হাত ছাড়িয়ে হঠাৎ উদাসের দিকে ছোটে) উদাস; ওরে আমার কালাচিতা!

[কুণ্ডলা গৌরীকে আটকায়। রেগে চড়চাপড় মারতে যায় তাকে।]

কুণ্ডলা ॥ হে রে সর্বনাশী, আপনি মরবি তুই, মোদেরও মারবি রাজার হাতে! হাঁ হাঁ দুধকলা দিয়ে এক কালনাগিনী পুষলম রে! পুরীটে শেষ করি যাবে! বোস বোস হেথাকে! বর বিনা আজি কারও পানে চাহবি না! (ডাহুক বাসরের দিক দিয়ে দ্রুতপায়ে আসছে] হে রে্ সর্দার, বিদেয় কর্ সর্বনাশীরে, ত্বরা বিদেয় দে....

ডাহুক ॥ থাম থাম! পূর্ণিমারাতি বহে যায়....কন্যাদান সারা হয় না! মোর মান যায়, ধরম যায়! দে রতনমালা দে....

কুণ্ডলা ॥ রতনমালা!

ডাহুক ॥ হঁ দে, খুলি দে। ইচ্ছারে পরাই....

কুণ্ডলা ॥ কহিস কী! ইচ্ছারে রতনমালা!

ডাহুক ॥ হাঁ গৌরী না যায় থাক্! মোর ব্যাধপরীর এক ক'নে যাক রাজার শয্যায়!

কুণ্ডলা ॥ হে রে ছন্নছাড়া নেশাখোর বুড়া! রাজার সাথে বিয়া হবে কার....গৌরীর না ইচ্ছার?

ডাহুক ॥ ইচ্ছার!

কুণ্ডলা ॥ ইচ্ছার!

ডাহুক ॥ হঁ! হঁ! রাজাই মাগিল্ল মোর ঠাঁয় ব্যাধের কন্যা!

কুণ্ডলা ॥ কী কহলিরে বুড়া? দিল সে তোহর চাপের মুখে!

ডাহুক ॥ মোয় কোনও চাপ দিই নাই। রাজাই মিনতি করে ইচ্ছার তরে! কহে সর্দার, ব্যাধিনী ইচ্ছার সন্তান হবে বনপাহাড় ভূখণ্ডের রাজা! গরবে ছন্নছাড়া ব্যাধ সর্দারের বুকের কন্দের দ্রিমিদ্রিমি বাদ্য বাজি উঠে!

[ডাহুক কুণ্ডের ওপারে দাঁড়ানো তার বিষেপোড়া ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে-]

উদাস-বাপুন-তোহর দেবী বাঁধা রয় মোদের বনপাহাড়ের আঁচলে!

[উদাস ধীরে ধীরে টিলার ওপিঠে অদৃশ্য হয়। ডাহুক গৌরীর হাত ধরে টেনে গাছতলার থানে বসায়। গৌরীর হার খুলে নিয়ে কুণ্ডলাকে দেয়।]

যা, সাজা ইচ্ছারে। ত্বরা সাজা!

[কুণ্ডলা হার নিয়ে বাসরের দিকে বেরিয়ে গেল। ডাহুক গণ্ডি কাটে থানের চারিদিকে।]

গণ্ডি কাটি গেলম। পালাবি যদি মোয় পরাণ তেয়াগিব নিশ্চয়! হঁ! বাবাঠাকুরের দিব্য তোহরে, বাবা ঠাকুরের দিব্য....

[ডাহুক বাসরের দিকে বেরিয়ে যায়। গৌরী তার ভাঙাচোরা থানের ওপর বসে থাকে। সব জল শুকিয়ে গেছে, খড়খড়ে দু'চোখ নির্নিমেষ। একটি পৃথক আলোকবৃত্তে কথকঠাকুর দৃশ্যমান। গৌরীর দিকে চেয়ে গৌরীর চিন্তাস্রোত বর্ণনা করে চলে কথক।]

কথকঠাকুর ॥ রাজা....আমার রাজা....লোকেন্দ্রপ্রতাপ আমার স্বামী! সিংহগড়ের রাজপ্রাসাদে ঢুকব আমি! রানির সম্মানে! আমার সন্তান হবে রাজ্যের স্বত্বাধিকারী!....কিন্তু আমি এখানে কেন? এই গাছতলায়? আমার বাসররাতে কেন আমি বাইরে! কে আমার বাসরে, ইচ্ছে! আমি নেই, আমার ইচ্ছেটা রয়েছে লোকেন্দ্রর পাশে। আমার পিপাসাটা রয়েছে। ক্ষিদেটা রয়েছে! ও ইচ্ছে কখন বেরুবি তুই, আমি যাব যে! আয়....আয়....

[গৌরীর চোখে পাতা বুঁজল। সেই সঙ্গে বনভূমি অন্ধকারে ভাসল। অন্ধকারে লোকেন্দ্রপ্রতাপের হাসি। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিকালের বনভূমি পূর্ববৎ আলোকিত। গৌরীর তন্দ্রা এসেছিল-লোকেন্দ্রপ্রতাপের হাসিতে ধড়ফড়িয়ে উঠল। পৃথক আলোয় দেখা দিল কথকঠাকুর। সে গৌরীর মনোকথা বলে চলে-]

রাজা! রাজা হাসলেন না? হ্যাঁ, রাজাই। স্পষ্ট শুনেছি। রাজা কি এখনও বেহুঁশ, নাকি সুস্থ হয়ে উঠেছেন! হাসলেন কেন? ইচ্ছে এখনও কেন বেরিয়ে আসছে না! লক্ষ্মীছাড়ি, এখনো কী করছো উঃ! পাথরের দেওয়ালগুলো...সত্যি যে নিরেট পাথরের! কি হচ্ছে....কিছু দেখতে পাচ্ছিনে....

[আবার মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদ। আবার অন্ধকার কয়েক দণ্ডের জন্যে। আলো ফিরলে দেখা যায় গৌরী নির্নিমেষ অপেক্ষায়। কথক ধীরে লয়ে বলে চলেছে।]

পাহাড় তুমি জাগবে কখন....ডাকবে কখন পাখি....

এখনও কেন তারারা জ্বলে....ও রাত তোর কত বাকি....

[আবার অন্ধকার পূর্ববৎ বনভূমির ওপর একটু ক্ষণের জন্যে ভ্রমণ করে গেল। ঊষালগ্ন। অন্ধকারের তলদেশ থেকে দূরের পাহাড় একটু একটু মাথা তুলছে। ইচ্ছে বাসর থেকে বেরিয়ে এল। মরকতমালা গলায়। আর ফুলসজ্জা নিবিড় পেষণে ভেঙেচুরে গেছে। মুখ চোখ

দপদপ করছে। গৌরীর মুখোমুখি- থমকে দাঁড়াল।]

গৌরী ॥ রাজা জেগেছেন?

ইচ্ছে ॥ রাজা ঘুমান নাই।

গৌরী ॥ হুঁশ ফিরেছে?

ইচ্ছে ॥ কভু সে বেঁহুশ হয় নাই।

গৌরী ॥ (একটু সময় নিয়ে) রাজা তোকে চিনতে পেরেছেন!

ইচ্ছে ॥ মোরে তিনি সোহাগ করেছেন....সারারাতি! (দু'হাত ছড়িয়ে ভোরের বাতাস লাগায় শরীরে) আই আই আই। আঁখির পলক মোরে ফেলতে দেয় নাই রাজা....কী যে সুখ, কী কহব গৌরী....

গৌরী ॥ দে আমার হার খুলে দে।

ইচ্ছে ॥ মোর হার তোহরে দিব কন রে!

গৌরী ॥ তোর হার!

ইচ্ছে ॥ রাজা মোরে দিয়েছেন!

গৌরী ॥ মিথ্যে কথা! তুই কে রে!

ইচ্ছে ॥ যা শুধা গিয়া। কহেন, ইচ্ছা মোর অক্ষমতা ঘুচালি! তোরে দিব সর্পমস্তার হার! মাথায় রাখব তোরে, ইচ্ছা তুই সিংহগড়ের রানি!

গৌরী ॥ শয়তানি! তোর দেখি বড় বাড়! (ইচ্ছার গলা টিপে ধরে) শয়তানি, আমাকে রাজাকে নিবি! আমার সুখের পথের কাঁটা! বল্ ছাড়বি কিনা আমার রাজারে....

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ বেরিয়ে আসে।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ ওকে ছাড়ো গৌরী।

[গৌরীর মুঠি শিথিল হয়।]

ও যা বলছে কোনটাই মিছে না। সত্যিই আমি কাল বেঁহুশ ছিলাম না, ভান করেছিলাম মাত্র। করতে হয়েছিল। লজ্জায়। যে লজ্জায় পুরুষ তার নারীর মুখোমুখি হতে পারে না। কিন্তু ইচ্ছা....এই ব্যাধিনী আমাকে মুক্তি দিয়েছে। আমার শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে।

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ ইচ্ছেকে কাছে টেনে নেয়। ডাহুক ও অন্য ব্যাধেরা উপস্থিত হয়।]

ডাহুক, আমার প্রপিতামহ একটা তোমাদের দেবীহরণ করেছিলেন, আমি দ্বিতীয়বার তোমাদের নিঃস্ব করব না। তোমাদের দেবী তোমাদের রইল। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের ঘরে মেয়ে। গান্ধর্ব বিবাহ মতে যে আমার স্ত্রী!

ডাহুক ॥ হঁ রাজা! তোহর এ বড় ধরমের কাজ, বড় পুণ্যের কাজ হৈল। ধন্য রাজা।

[দেওয়ান ও কয়েকজন সৈনিক বাইরের পথে এলো।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ ডাহুক, আমি রাজ্যহারা হতভাগ্য রাজা। মানুষ চাই আমার, অনেক মানুষ। সাহেবদের মুঠো থেকে সিংহগড়ে উদ্ধার করতে প্রাণ দেবে যারা....

ডাহুক ॥ মোরা দিব! রাজ, তুই মোদের আপনজন।

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ ইচ্ছার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে গৌরীর কাছে যায়।]

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ এই নাও তোমার কণ্ঠমালা।

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ গৌরীর সামনে হারটা রাখে।]

গৌরী ॥ আমার না, এ কণ্ঠহার তোমার ইচ্ছের মহারাজ। আমাকে মুক্তি দাও রাজা....মুক্তি দাও।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ জানি তুমি আমায় ক্ষমা করবে। তুমি প্রভাকর শর্মার কন্যা....তুমি তাঁর স্বপ্নে পাওয়া দেবী সর্পমস্তা!

[ইচ্ছাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল লোকেন্দ্রপ্রতাপ ও আর লোকজন। স্পন্দনহীন গৌরী গাছতলায় তার ভাঙা বেদীর ওপর একা। গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। উদাস এল। দু'হাত ভরে সে এনেছে ফুল। বিষেপোড়া উদাস ফুলগুলো গৌরীর পায়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। ঊষার আলোয় গাছ এবং গৌরী।]

যবনিকা